

বেহেশতী জেওর

পঞ্চম খণ্ড (পরিশিষ্ট)

হালাল মাল অন্বেষণ করার ফযীলত^১

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ
بَعْدَ الْفَرِيضَةِ (بيهقي)

১। হাদীসঃ হাদীসে আছে, অন্যান্য ফরযের পর হালাল (মাল) অন্বেষণ করা ফরয। অর্থাৎ যে ফরযগুলি ইসলামের আরকান (খুঁটি) যেমন—নামায, রোযা ইত্যাদি সেগুলি আদায়ের পর।
—মেশকাত

হালাল মাল অন্বেষণ করা ফরয বটে, কিন্তু এই ফরযের দর্জা অন্যান্য ফরযের চেয়ে কম, যাহা ইসলামের আরকান বা খুঁটিস্বরূপ। এই ফরয ঐ ব্যক্তির জিন্মায় যে ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খরচের জন্য মালের মুখাপেক্ষী, তাহা নিজস্ব জরুরত দূর করার জন্য হউক কিংবা পরিবারবর্গের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য হউক। আর যাহার নিকট আবশ্যিক পরিমাণ অর্থ মওজুদ আছে, যেমন বিত্তশালী লোক, কিংবা অন্য কোন উপায়ে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার উপর এই ফরয থাকে না। কেননা, সম্পত্তিকে আল্লাহ তা'আলা জরুরত মিটাইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যেন বান্দা জরুরী অভাব পূরণ করিয়া আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দেগীতে মশগুল হইতে পারে। কেননা, পানাহার ব্যতীত এবাদত সম্ভব নহে। কাজেই সম্পত্তি আসল উদ্দেশ্য নহে, বরং অন্য কারণে কাম্য। অতএব, যখন দরকারোপযোগী মাল সম্পদ হস্তগত হয়, তখন অযথা লোভে পড়িয়া উহার অন্বেষণ করা এবং বাড়ান উচিত নহে। অতএব, যাহার নিকট আবশ্যিক পরিমাণ (মাল) মওজুদ আছে তদপেক্ষা অধিক বাড়ান ফরয নহে, বরং সম্পত্তির লোভ লিপ্সা (মানুষকে) আল্লাহ হইতে গাফেল করে এবং উহার আধিক্য গোনাহের কাজে লিপ্ত করে। ভাল ভাবে বুঝিয়া লও। আর এদিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন হালাল মাল হস্তগত হয়। হারাম মালের দিকে মুসলমানের বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নহে। কেননা, ঐ সমস্ত মালে বরকত হয় না এবং হারামখোর লোক দ্বীন ও দুনিয়ার লাঞ্ছনা এবং আল্লাহর লা'নতে নিপতিত থাকে। কোন কোন নির্বোধের এই ধারণা যে, আজকাল হালাল মাল রোজগার করা অসম্ভব। এমন কি হালাল মাল পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা একেবারেই ভুল ধারণা এবং শয়তানী ধোঁকা মাত্র।

টিকা

১ ইহা মূল কিতাবের শেষে আছে।

মনে রাখিও, যাহারা শরীঅতের উপর আমল করে, গায়েব হইতে তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ইহা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত যে, হালাল খাওয়া এবং হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকা যাহার নিয়ত থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সে ধরনের মালও দান করেন। কোরআন হাদীসেও বহু স্থানে এই ওয়াদার উল্লেখ আছে। এই দুর্দিনে আল্লাহ্ তা'আলার যে সমস্ত বান্দা হারাম এবং সন্দেহযুক্ত মাল হইতে নিজকে বাঁচাইয়া রাখে তাহাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম হালাল মাল দান করিয়া থাকেন। যাহারা নিজেদের এবং অন্যান্য ব্যুর্গদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার এই ব্যবহার দেখিতে পায় এবং কোরআন হাদীসের বিভিন্নস্থানে এই বিষয়ের বর্ণনা দেখিতে পায়, তাহারা এ ধরনের নির্বোধদের উক্তির প্রতি মোটেই ভূক্ষেপ করিতে পারে না। আর যদি কোন বিশ্বাসযোগ্য কিতাবে এই ধরনের বিষয় নজরে পড়ে, তবে তাহার মর্ম অঙ্গ লোকেরা যাহা বুঝিয়া লইয়াছে তাহা নহে। অতএব, যখন এ ধরনের কোন বিষয় দেখিতে পাও, তখন কোন অভিজ্ঞ দীনদার আলেমের নিকট হইতে উহার অর্থ ও মর্ম জানিয়া লইবে। ইনশাআল্লাহ্ তোমার বুঝে আসিবে, মন শান্ত হইবে এবং এ সকল বেহুদা উক্তির ওছওছা অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে। ভালরূপে বুঝিয়া লও, মানুষ অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে অতি অল্পই সাবধানতা অবলম্বন করে। শরীঅত বিরোধী নাজায়েয চাকুরী করে, অন্যের হক নষ্ট করে, এ সবই হারাম। আর খুব স্মরণ রাখিও, আল্লাহ্র দরবারে কোন বিষয়েরই অভাব নাই, অদৃষ্টে যে পরিমাণ লিখা আছে নিশ্চয়ই পাইবে, তবে নিয়ত খারাপ করা এবং দোষখে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা কোন বিবেক সম্মত কথা?

যেহেতু হালাল মালের দিকে মানুষের লক্ষ্য খুবই কম, এজন্য বারংবার তাকীদ সহকারে বর্ণনা করা হইল। দুনিয়াতে মানুষ এবং জ্বিন সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ্র বন্দেগী করিবে। কাজেই সর্বক্ষেত্রে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। আর পানাহারের উদ্দেশ্য হইল দেহে শক্তি সঞ্চয় করা যেন আল্লাহ্র নাম লওয়া যায়। পানাহারের উদ্দেশ্য এই নয় যে, দিন রাত ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকা, আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলিয়া যাওয়া এবং তাঁহার নাফরমানি করা। কোন কোন নির্বোধের ধারণা—দুনিয়াতে শুধু খাওয়া পরা ও ভোগ-বিলাসের জন্য আসিয়াছে। সাবধান, ইহা নিতান্ত বদদ্বীনী। আল্লাহ্ তা'আলা নির্বুদ্ধিতার অবসান করুন। কি জঘন্য আপদ!

عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ أَنْ يُأْكَلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُأْكَلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ - (رواه البخارى)

২। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নিজের দুই হাতে অর্জিত খাদ্যের চেয়ে কোন উত্তম খাদ্য নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নবী হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতে অর্জিত খাদ্য খাইতেন। অর্থাৎ নিজ হাতের অর্জিত বস্তু অতি উত্তম জিনিস। যেমন, কোন শিল্প বা ব্যবসা করা ইত্যাদি। অথবা কাহারও উপর বোঝা চাপাইবে না। কোন পেশাকেই তুচ্ছ মনে করা উচিত নহে। যখন এ ধরনের কাজ হযরত আশ্বিয়া আলাইহিমুসসালামগণ করিয়াছেন, তবে আর কে এমন ব্যক্তি আছে, যাহাদের মান মর্যাদা তাঁহাদের চেয়ে বেশী? বরং কাহারও মর্যাদা তাঁহাদের সমতুল্যই নহে, তদপেক্ষা বেশীর তো প্রশ্নই উঠে না। এক হাদীসে আছে, এমন কোন নবী নাই যিনি বকরী চরাণ নাই। ভালরূপে বুঝিয়া লও এবং নির্বুদ্ধিতা হইতে বাঁচিয়া থাক। কোন কোন লোকের এই ধারণা যে, যদি কাহারও নিকট হালাল মাল থাকে, কিন্তু স্বীয় হস্তে অর্জিত নহে, বরং ওয়ারিসী সূত্রে পাইয়াছে, কিম্বা অন্য কোন হালাল উপায়ে হস্তগত

হইয়াছে, অথচ অযথা নিজে অর্জনের চিন্তা করে এবং উহাকে বন্দেগীতে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে উত্তম মনে করে, ইহা নিতান্ত ভুল; বরং এমন লোকের জন্য এবাদতে মশগুল হওয়া উত্তম। যখন আল্লাহ্ তা'আলা শান্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং জীবিকার চিন্তা-ভাবনা হইতে নিশ্চিত করিয়াছে, তখন নেহাত না-শুকারি যে, তাঁহার নাম ভাল ভাবে লয় না এবং অর্থ-সম্পদ বাড়াইতেই থাকে। অথচ হালাল মাল যে ভাবেই হস্তগত হউক না কেন বিনা অপমানে উহা সবই উত্তম ও আল্লাহ্ তা'আলার বড় নেয়ামত। ইহার খুব যত্ন করা উচিত এবং নিয়মিতভাবে ব্যয় করা উচিত, অযথা অপব্যয় করিবে না। হাদীসের মর্ম এই যে, মানুষ যেন নিজের ব্যয়ভার অন্যের উপর না চাপায় এবং লোকদের কাছে ভিক্ষা না করে, যে পর্যন্ত না কোন বিশেষ কারণে বাধ্য হয়—যাহাকে শরীঅতে মজবুরী বলে। আর কোন পেশাকেই যেন হয় মনে না করিয়া হালাল মাল অন্বেষণ করে, কামাই রোজগারকে দৃশ্যীয় মনে না করে। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়কে গুরুত্বের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, যেন লোকেরা নিজ হাতে কামাই রোযগার করাকে দৃশ্যীয় মনে না করে এবং কামাই রোযগার করিয়া নিজেরা খায়, অন্যকে খাওয়ায় ও দান-খয়রাত করে। হাদীসের এই উদ্দেশ্য নহে যে, নিজ হাতে অর্জন ব্যতীত যে সমস্ত হালাল মাল অন্য কোন উপায়ে পাওয়া যায় উহা হালাল নহে, কিংবা স্বহস্তে অর্জিত অর্থের সমতুল্য নহে, অথচ কোন কোন মাল নিজ হাতে উপার্জিত অর্থ অপেক্ষা উত্তম হইয়া থাকে।

আর কোন কোন নির্বোধ লোক আল্লাহ্র সত্যিকারের বিশিষ্ট বান্দাদের উপর যাহারা তাওয়াক্কুলের অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করে তাহাদের বিরূপ সমালোচনা করে এবং প্রমাণ স্বরূপ অত্র বর্ণিত হাদীস পেশ করে। তাহারা বলে, তাহাদের উচিত নিজ হাতে উপার্জন করা। শুধু আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করিয়া বসিয়া থাকা এবং হাদিয়া তোহফার উপর জীবন যাপন করা ভাল নহে। এইরূপ সমালোচনা করা আমাদের নিতান্ত বোকামি। এই অমূলক সমালোচনা জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছে। তাহাদের ভয় করা উচিত যে, ঐ সকল বুয়ুগদের সহিত বে-আদবি এবং তাঁহাদের প্রতি তিরস্কার ও ভৎসনা করায় কঠিন মছীবতে নিপতিত হইবার আশংকা রহিয়াছে যে, এইরূপ তিরস্কারকারীকে ধ্বংস করিয়া দিবে। আউলিয়াদের সাথে বে-আদবীর কারণে ঈমান চলিয়া যাওয়ার এবং বেঈমান হইয়া মরিবার আশংকা রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা এমন লোককে ধ্বংস করুন ঐ সময়ের পূর্বে যখন বুয়ুগদের সম্পর্কে এইরূপ সমালোচনা করে। কেননা তাহার জন্য ইহাই উত্তম। আমি বলি, কোরআন, হাদীসে গভীর চিন্তা করিলে বুঝা যায়, যদি ন্যায় ও ইনছাফ সহকারে সত্যের অন্বেষণে গভীর চিন্তা করা হয় যে, যাহার মধ্যে তাওয়াক্কুলের (নির্ভরতার) শর্তাবলী পাওয়া যায়, তাহার পক্ষে তাওয়াক্কুল করা উপার্জনের চেয়ে বহুগুণে উত্তম। ইহা বেলায়েতের মকামসমূহের মধ্যে অতি উচ্চ মকাম। জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং মুতাওয়াক্কেল ছিলেন এবং মুতাওয়াক্কেলদের আমদানি হাতের উপার্জনের চেয়ে বহুগুণে উত্তম। উহাতে বিশেষ বরকত এবং বিশিষ্ট নূর নিহিত আছে। যাহাকে আল্লাহ্ এই মর্যাদা দান করিয়াছেন এবং জ্ঞান চক্ষু, বিবেক-বুদ্ধি এবং বাতেনী নূর প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইহার বরকতসমূহ দর্শন ও অনুধাবন করিয়া থাকেন। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা কোন বিশেষ স্থানে বর্ণিত হইবে। যেহেতু ইহা একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা, এজন্য বিস্তারিত বর্ণনার অবকাশ নাই। এতটুকু বুঝিয়া লওয়াই যথেষ্ট যে, এই উক্তি নিতান্তই ভুল যেমন উপরে বর্ণিত হইল।

আর বড় অন্যায় কথা যে, একে তো নিজে নেক কাজ হইতে বঞ্চিত, অন্যে করিলে তাহার প্রতি দোষারোপ ও কটুক্তি করিতেছে? কিভাবে আল্লাহ তা'আলাকে মুখ দেখাইবে, যখন তাঁহার ওলীদের অপমান করিতেছে?

উপরোক্ত উপকারিতা ব্যতীত তাওয়াক্কুল করাতে আরও অনেক দ্বীনী উপকারিতা নিহিত আছে। আরও ঐ সমস্ত মুতাওয়াক্কেল যাহারা লোকদিগকে এলম শিক্ষা দেন তাঁহাদের প্রয়োজনীয় খরচ পরিমাণে তাহাদের খেদমত করা ফরয। অতএব, তাহাদের স্বীয় হক হাদিয়া তোহফা হইতে গ্রহণ করাকে কেন অন্যায় মনে করা হইতেছে? অথচ যাহারা তাওয়াক্কুলের ধার ধারে না তাহারা নিজেদের প্রাপ্য মারামারি ঝগড়া-ফাসাদ করিয়া উসূল করিয়া লয়। পক্ষান্তরে মুতাওয়াক্কেলগণ লোকদের অতিশয় অনুনয় বিনয়ের পর আদবের সহিত আপন হক কবূল করেন। নজরানা, হাদিয়া কবূল করাতে যদি অপদস্ত হইতে হয় এবং মুহুতাজ না হইয়া বেপরোয়াভাবে লওয়া হয়—বিশেষতঃ যখন উহা ফেরত দিলে দাতার মনে কঠিন আঘাত লাগে! ইহাতে বুঝা যায়, ইহা ভাল না মন্দ? মুদ্দা কথা সত্যিকারের মুতাওয়াক্কেলগণ বড়ই মান সম্মানের জীবিকা পাইয়া থাকেন, যদি তাঁহাদের নিয়ত এবং লক্ষ্য শুধু আল্লাহর উপর ভরসা হয়, মানুষের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি না হয়। যাহারা মানুষের উপর আশা রাখে এবং দৃষ্টি রাখে তাহাদের মালের উপর, সে তো ধোঁকাবাজ, সে আমাদের এই উক্তির বাহিরে। আমি তো সত্যিকারের মুতাওয়াক্কেলদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছি। কাহাকেও হয় মনে করা, বিশেষতঃ আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণকে—বড় শক্ত গোনাহ্। ইহাতে তাঁহাদের কোন ক্ষতি নাই বরং লাভ। কেননা মন্দ উক্তিকারীদের নেকীসমূহ রোজ কিয়ামতে তাঁহারা পাইবেন। সর্বনাশ তো উহাদের যাহারা মন্দ বলে। কেননা, তাহাদের দ্বীন দুনিয়া বরবাদ হয়।

আর এই কথাও স্মরণযোগ্য যে, শরীঅতে তাওয়াক্কুলের অনুমতি সকলকেই দান করে নাই। ইহাতে সংসাহস করা এবং উহার শর্তাবলী পুরা হওয়া বড়ই কঠিন! এ জন্যই এধরনের ব্যুর্গ বিরল। আর অনেক ভাল ও উত্তম জিনিস সর্বদা কমই হয়। আল্লাহ তা'আলার অসীম শোকর যে, এই অধ্যায়টা একটু সাধারণ দৃষ্টিপাত করাতেই খুব উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়া গেল। আল্লাহ যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে আমলের তৌফীক দেন, আমীন।

৩। হাদীসঃ নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র অর্থাৎ সর্বগুণ সম্পন্ন এবং যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্ত্র ছাড়া কবূল করেন না। অর্থাৎ আল্লাহ পবিত্র। পবিত্র (হালাল) মাল কবূল করেন, হারাম মাল তথায় গৃহীত হয় না। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, হারাম মাল খয়রাত করিয়া ছাড়ার আশা রাখা কুফরী। নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদিগকে ঐ জিনিসের আদেশ করিয়াছেন যাহার আদেশ নবীগণকে করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা ফরমাইয়াছেন, হে নবীগণ! পবিত্র বস্ত্র অর্থাৎ হালাল মাল ভক্ষণ করুন আর নেক আমল করুন। (আল্লাহ তা'আলা) আরও ফরমাইয়াছেন, হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদিগকে যে পবিত্র বস্ত্র দান করিয়াছি তাহা হইতে খাও। অতঃপর জনাব রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির কথা বলিয়াছেন, যেব্যক্তি (হজ্জ করিতে, এলম শিক্ষা করিতে ও অন্যান্য নেক কাজে দূর দেশে ভ্রমণ করে এ অবস্থায় যে, সফরের কষ্টে এলোমেলো কেশে ধূলায় ধূসরিত অবস্থায় আসমানের দিকে হাত বাড়ায় এবং) বলে, হে আমার পরওয়ারদেগার! হে আমার পরওয়ারদেগার! অর্থাৎ আল্লাহপাকের দরবারে বারংবার প্রার্থনা করে—দয়া করিয়া

উদ্দেশ্য সফল কর, অথচ তাহার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, তাহার পরিহিত বস্ত্র হারাম। অর্থাৎ খাদ্য, পানীয় ও পরিহিত বস্ত্র হারাম উপায়ে অর্জিত, আর প্রতিপালিত হইয়াছে হারাম (মাল) দ্বারা (অর্থাৎ হারাম মালে জীবন ধারণ করে, উহা দ্বারা প্রতিপালিত হয়; অবশ্য যাহার মাতা-পিতা নাবালেগ অবস্থায় হারাম মাল দ্বারা লালনপালন করিয়াছে; কিন্তু বালেগ হইয়া সে হালাল মাল অর্জন করিয়া নিজের ভরণ পোষণে ব্যয় করিয়াছে, এমন ব্যক্তি এই হুকুমের আওতায় নহে। নাবালেগ অবস্থার গোনাহ্ শুধু পিতা-মাতার উপর।) কাজেই কিরাপে কবুল করা হইবে (সেই দো'আ) অর্থাৎ এত কষ্ট করা সত্ত্বেও হারাম মাল ব্যবহারের কারণে কিছুতেই দো'আ কবুল হইবে না। আর যদি কোন সময় উদ্দেশ্য সাধন হইয়াও যায়, তবে তাহা দো'আর কারণে নহে; বরং ঐ উদ্দেশ্য সাধন হওয়া তাহার অদৃষ্টের লিখনের কারণে যেমন, কাফেরদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। দো'আ কবুল হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর রহমতের দৃষ্টি করেন এবং ঐ রহমতের ওছলায় তাহাকে তাহার কাম্যবস্ত্র দান করেন এবং ঐ কাম্য বস্ত্রের উপর নেকী দান করেন। সুতরাং ইহা ঐ ব্যক্তিই পায়, যে শরীঅতের পাবন্দী করে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে আকাঙ্ক্ষিত বস্ত্র কামনা করে। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, হালাল খাদ্যে নেহায়েত বরকত আছে, আর বাস্তবিকই তার একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া আছে। এমন মাল ভক্ষণ করিলে নেক কাজের শক্তি সঞ্চয় হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জ্ঞান বিবেকের তাবেদারী করে। —মেশকাত শরীফ, লুমআত

হযরত ছাইয়েদুনা মাওলানা আবুহান্নাদ মোহাম্মাদ গাজ্জালী [(রঃ) তাঁহার কবরকে আল্লাহ্ আলোকিত করুন] একজন অতি বড় দরবেশ—হযরত সোহাইল (রঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হারাম খায়, দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উহার (বিবেকের) তাবেদারী ছাড়িয়া দেয় (অর্থাৎ বিবেক সংকাজের আদেশ করে) আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহার বিরোধিতা করে, আদেশ পালন করে না। কিন্তু এই বিষয় শুধু মাত্র ঐ সকল বুয়ুর্গগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যাহাদের অন্তর-চক্ষু দীপ্তিমান, আলোকিত; নচেৎ যাহাদের অন্তর কলুষিত ও কালিমাময় তাহারা দিন রাত ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে, তাহাদের নেক আমলের বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হয় না। আল্লাহ্ মানুষের অন্তরের অনুভূতি এবং দিলের দৃষ্টি শক্তি এবং জ্ঞান বিবেককে কায়ম রাখুন। আমীন!

৪। হাদীসঃ হযরত ছাইয়েদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক [যিনি অতি বড় বিখ্যাত নামজাদা আলেম ও বড় বুয়ুর্গ এবং ইমাম আবুহানিফা (রঃ)-এর শাগরেদ] বলেন, আমার মতে সন্দেহযুক্ত মালের একটি দেরহাম (যাহা আমি হাদিয়াস্বরূপ বা অন্য উপায়ে পাইয়াছি) ফিরাইয়া দেওয়া ছয় লক্ষ টাকা খয়রাত করার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় ও উত্তম। ইহা দ্বারা অনুভব করা উচিত যে, সন্দেহযুক্ত মালের কি মূল্য? দুঃখের বিষয় যাহারা পরিষ্কার হারামকেও বর্জন করে না, যেভাবেই হউক টাকা পাওয়া চাই। অথচ বুয়ুর্গানে দীন সন্দেহযুক্ত মালকে কতই না খারাপ মনে করিতেন! সুতরাং প্রত্যেকেরই হারাম মাল হইতে বাঁচিয়া থাকা আবশ্যিক। ইহাতে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। খারাব মাল ভক্ষণ করিলে অসংখ্য দোষ-ত্রুটি নফসের মধ্যে সৃষ্টি হয়, ইহা মানুষকে বিনাশ করে।

৫। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হালাল প্রকাশ্য এবং হারামও প্রকাশ্য। এতদুভয়ের মধ্যে সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলি বিদ্যমান। (অর্থাৎ ইহাদের হালাল বা হারাম হওয়াতে সন্দেহ আছে। এক দিক দিয়া হালাল এবং অন্য দিক দিয়া হারাম বলিয়া মনে হয়।) যাহা অধিকাংশ লোকে জানে না। যাহারা উহা জানেন, এমন লোক অতি অল্প। তাঁহারা

অতি বড় মুত্তাকী আলেম, যাঁহারা স্বীয় এলম্ অনুযায়ী উত্তমরূপে আমল করেন।) অতএব, যে পরহেযগারী এখতিয়ার করিল সে সন্দেহযুক্ত জিনিস হইতে স্বীয় দীনকে বাঁচাইয়া রাখিল (অর্থাৎ, দোষখের আযাব হইতে আশ্রয় পাইল) এবং মান সম্মানকে বাঁচাইয়া রাখিল (অর্থাৎ, কুৎসা রটনাকারীদের হইতে স্বীয় সম্মান রক্ষা করিল।) কেননা, শরীঅতের বিরোধীদেরকে লোকেরা দোষারোপ করে, গালিগালাজ করে (আর একথা সকলেই জানে যে, দীন দুনিয়ার বেইজ্জতি হইতে বাঁচিয়া থাকা সকল বুদ্ধিমানেরই কর্তব্য)। আর যে ব্যক্তি সন্দেহের জিনিসগুলিতে পতিত হইবে সে হারামে নিপতিত হইবে। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সন্দেহের বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকে না, সে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হারাম কাজে লিপ্ত হইয়া যায়। যেখানেই নফসকে একটু অবকাশ দেওয়া গেল, ব্যাস সে একটু একটু করিয়া এমন মারাত্মক কাজ করিয়া বসিবে যে, আল্লাহর পানাহ ব্যতীত উপায়ান্তর থাকিবে না। মানুষকে একেবারেই বিনাশ করিয়া ফেলিবে।)

অতএব, যে ব্যক্তি ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন না করে, যাহা পায় তাহাই গ্রহণ করে, কোন সন্দেহযুক্ত মাল সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপও করে না, সে অতি সত্বরই হারাম খাইতে অভ্যস্ত হইবে। নফসকে সর্বদা শরীঅতের বন্দী বানাইয়া রাখিবে, কখনও স্বাধীনতা দিবে না। আর যদিও এমন সন্দেহের মাল যাহার সঠিক অবস্থা জানা নাই যে, উহাতে কতটুকু হালাল আছে, আর কতটুকু হারাম, উহা খাওয়া জায়েয আছে বটে, কিন্তু মকরুহ। কিন্তু একটু একটু করিয়া সন্দেহ হইতে স্পষ্ট হারামে পতিত হওয়ার আশংকা খুব বেশী আছে। কাজেই সন্দেহের বিষয় হইতেও বাঁচিয়া থাকা উচিত! কেননা, আসল উদ্দেশ্য এবং সাহসের কথা তো ইহাই।

ভালরূপে ঐ রাখালের দৃষ্টান্ত বুঝিয়া লও, যে রাখাল ঐ চারণ ভূমির আশেপাশে পশু চরায় যাহাকে বাদশাহ স্বীয় গবাদির জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন। সম্ভাবনা আছে হয়ত সেই (নিষিদ্ধ) মাঠে চরাইয়া বসিবে। অর্থাৎ যে রাখাল এমন (নিষিদ্ধ) চারণ ভূমির আশেপাশে চরায় সে শীঘ্র বিশিষ্ট চারণ ভূমিতে চরাইতে থাকিবে। এরূপ চারণ অবস্থায় যে পশুগুলি সীমা অতিক্রম করিবে না বা স্বয়ং রাখালেরই হয়ত এরূপ দৃঃসাহস হইতে মোটেই সতর্কতা অবলম্বন করিবে না, তাহা বলা অসম্ভব। এরূপে নফসের সতর্কতা থাকে না, কখনও বা শুরুতেই সন্দেহস্থলে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই হারামে লিপ্ত হইয়া পড়ে। অথবা কোন সময় হয়ত কিছু দিন পর এই অবস্থায় পড়িতে হয়।

মনে রাখিবে, যে সমস্ত ঘাস বিনা তদবীরে নিজে নিজে উৎপন্ন হয় এমন ঘাসের মাঠকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া এবং চরাইতে বারণ করা ভূমির মালিকের জন্য জায়েয নহে। এখানে শুধু দৃষ্টান্ত দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল।

সাবধান! প্রত্যেক বাদশার একটি চারণভূমি আছে (এবং) সাবধান আল্লাহর চারণভূমি (যাহা সংরক্ষিত) তাহার হারামসমূহ (অর্থাৎ যে জিনিস তিনি হারাম করিয়াছেন)। যে ব্যক্তি ঐ হারামে পতিত হইবে, সে আল্লাহর খেয়ানত করিবে। আর ইহা পরিষ্কার কথা যে, বাদশার সহিত খেয়ানত করা রাষ্ট্রদ্রোহিতা! আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সর্বোচ্চ বাদশাহ, কাজেই তাঁহার খেয়ানত উচ্চ স্তরের রাষ্ট্রদ্রোহিতা, যাহার শাস্তিও অতি ভীষণ। জানিয়া রাখ, মানুষের শরীরে এমন একটা মাংস-টুকরা আছে। যখন উহা সুস্থ থাকিবে অর্থাৎ উহাতে আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক দোষ না থাকিবে, তখন সমস্ত শরীর সুস্থ থাকিবে। যখন উহা ফাসেদ ও খারাব হইবে, তখন সমস্ত শরীর খারাব হইবে। জানিয়া রাখ, উহা (মাংস টুকরা হইল) দিল বা অন্তর (অর্থাৎ দিল শরীরের রাজা।) দিল সুস্থ

থাকিলে সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে। আর দিলের সুস্থতা আল্লাহর এবাদতের উপর নিবন্ধ। গোনাহ্ করিলে দেল অন্ধ হইয়া যায়। সারকথা, আত্মার সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা ব্যতীত নেক কাজ সম্ভব নহে। হালাল খাওয়া দিলের পরিচ্ছন্নতার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহা দ্বারা হালাল খাওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইল। —মেশ্কাৎ শরীফ

৬। হাদীসঃ জনাব রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদীদের ধ্বংস করুক। তাহাদের প্রতি চর্বি হারাম করা হইয়াছিল (অর্থাৎ গরু বকরীর চর্বি। যেমন, কোরআন পাকে উল্লেখ আছে) তখন তাহারা উহাকে গলাইয়া তরল করিল। অতঃপর তাহারা উহা বিক্রয় করিল (অর্থাৎ তাহারা এই হিলা-বাহানা করিল যে,) হুবহু চর্বি খাইল না, বরং উহার মূল্য খাইল। তাহারা মনে করিল, ইহা চর্বি খাওয়া নহে। অথচ ঐ আদেশের মর্ম এই ছিল যে, চর্বি দ্বারা কোন প্রকার উপকৃত হইতে পারিবে না। বিক্রয় করিয়া দাম খাওয়াও উহার শামিল ছিল। আজকাল কোন কোন সুদখোর এই ধরনের বাহানা সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে, যেন বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুদ হইতে বাঁচিয়া যায় এবং বাস্তবে সুদ খাইতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আলেমুল গায়েব, মনের নিয়্যত ভাল ভাবেই জানেন। কিছুতেই এরূপ বাহানা করা ঠিক নহে।

—মেশ্কাৎ শরীফ

৭। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ইহা সম্ভব নহে যে, হারাম মাল রোজগার করিয়া তাহা হইতে দান করিলে আল্লাহ্ তা'আলা উহা কবুল করিবেন। উহা খরচ করিলে উহাতে বরকত হইবে না। আর ইহা নিশ্চিত যে, মাল ত্যাজ্য সম্পত্তিরূপে রাখিয়া গেলে উহা দোষখে পৌঁছিবার সম্ভব হইবে। অর্থাৎ হারাম উপায়ে মাল রোজগার করিয়া দান করিলে কবুল হইবে না এবং ছওয়াব পাইবে না। এমনকি, কতক আলেম বলিয়াছেন, হারাম মাল খয়রাত করিয়া ছওয়াবের আশা রাখা কুফরী। যদি কেহ ছওয়াবের নিয়্যতে কোন ভিক্ষুককে হারাম মাল দান করে, আর সেই ভিক্ষুক উহা হারাম মাল জানিয়াও যদি দাতার জন্য দো'আ করে উক্ত ওলামাদের মতে কাফের হইয়া যাইবে। আর যদি এই ধরনের ধন-সম্পত্তি অন্য কোন কাজে ব্যয় করা হয়, তবু বিন্দুমাত্র বরকত হইবে না। (আর নিজের মৃত্যুকালে যদি ত্যাজ্য সম্পত্তিরূপে এই ধরনের সম্পত্তি রাখিয়া যায়, তবে উহার কারণে দোষখে দাখিল হইবে। খাইবে তো ওয়ারিশান আর দোষখে যাইবে সেই সঞ্চয়কারী। মোটকথা, হারাম মালে ক্ষতি ছাড়া কোনই লাভ নাই।) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কখনও মন্দকে মন্দ দ্বারা দূর করেন না। অর্থাৎ, যেহেতু হারাম মাল খয়রাত করা নিষেধ এবং গোনাহ্, কাজেই ঐ গোনাহুর দ্বারা অন্য গোনাহ্ মাফ হইতে পারে না। কিন্তু ভাল দ্বারা মন্দকে মিটাইয়া দেন (অতএব, যখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে শরীঅত অনুযায়ী হালাল মাল দান করা হয়, ঐ দান গোনাহের কাফফারা হইবে।) নিশ্চয় খবিছ (অর্থাৎ হারাম মাল) খবিছকে (অর্থাৎ গোনাহকে) দূর করে না।

—মেশ্কাৎ শরীফ

৮। হাদীসঃ দেহের যে গোশত হারাম মাল দ্বারা পালিত ও বর্ধিত হইয়াছে, উহা বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে না আর এমন প্রত্যেক মাংস যাহা হারাম মালে পালিত ও বর্ধিত হইয়াছে জাহান্নামই উহার উপযুক্ত। (অর্থাৎ হারামখোর শাস্তি ভোগ করা ব্যতীত বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহার অর্থ এই নহে যে, কাফেরের মত কস্মিনকালেও বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না; বরং যদি ইসলামের উপর মরিয়্যা থাকে, কিন্তু ছিল হারামখোর; তবে নিজের গোনাহুর শাস্তি

ভোগ করিয়া বেহেশতে যাইবে। যদি মৃত্যুর আগে হারাম খাওয়া হইতে তওবা করে এবং তার জিন্মায় যার যার হক আছে উহা আদায় করিয়া দেয়, তবে আল্লাহ তাহার এ সকল গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। এই হাদীসে যে আযাবের কথা উল্লেখ আছে, উহা হইতে রক্ষা পাইবে।

—মেশ্কাত শরীফ

৯। হাদীসঃ বান্দা পুরাপুরি পরহেযগার হইতে পারে না যাবৎ ঐ হালালকে বর্জন না করে যাহাতে হারামে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। অর্থাৎ কোন বস্তু সম্পূর্ণ হালাল এবং কোন কাজ মোবাহ্ এবং জায়েয ; কিন্তু উহাতে আকৃষ্ট হইয়া এমন মাল ভক্ষণ করিলে গোনাহে পতিত হইবার আশংকা আছে। তখন এমন হালাল মালও খাইবে না এবং এমন জায়েয কাজও করিবে না। কেননা যদিও এই মাল খাওয়া এবং এই কাজ করা গোনাহ্ নহে, কিন্তু উহার দ্বারা গোনাহে পতিত হওয়ার আশংকা আছে। কারণ, অন্যায় কাজের উপায় উপকরণও অন্যায়। যেমন, ভাল ভাল দ্রব্য খাওয়া-পরা জায়েয ও হালাল। কিন্তু অতিরিক্ত ভোগবিলাসে লিপ্ত হইলে গোনাহে জড়িত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই জন্য পূর্ণ খোদাভিরূতা এবং উচ্চস্তরের পরহেযগারী হইল এই ধরনের কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা। সন্দেহের মাল লওয়া মকরূহ, কিন্তু উহা খাওয়ার সাহস করিলে ভয় আছে যে, অদূর ভবিষ্যতে হারাম খাইতে বাধ্য হইবে। অতএব, এমন মাল হইতে বাঁচিয়া থাকা কর্তব্য।)

—মেশ্কাত শরীফ

১০। হাদীসঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর একটি গোলাম ছিল। সে হযরত আবুবকর (রাঃ) কে তাহার সমস্ত আয়ের (নির্ধারিত) অংশ খেরাজ বা মাসুল দিত। হযরত আবুবকর (রাঃ) গোলাম প্রদত্ত ঐ খেরাজ আহার করিতেন। একদিন ঐ গোলাম কিছু খাওয়ার বস্তু আনিল, হযরত আবুবকর (রাঃ) উহা হইতে কিছু খাইলেন। তখন গোলাম বলিল, আপনার কি জানা আছে, আপনি যাহা খাইলেন তাহা কি ছিল? (এবং কোথা হইতে আসিল?) তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, উহা কি জিনিস ছিল (যাহা আমি খাইলাম?) সে বলিল, আমি (ইসলাম-পূর্ব) অজ্ঞ যুগে এক ব্যক্তিকে গণকদের নিয়মানুযায়ী কোন একটা খবর দিয়াছিলাম, অথচ ঐ কাজে আমার জ্ঞান ছিল না। (অর্থাৎ গণকেরা যাহাকিছু বলে তাহা কখনো সত্য ও ঠিক হয় আবার কখনো ভুল হয়। কিন্তু উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা নিষেধ। আর তাহাদের ঐ বিষয়ের নির্ধারিত নিয়ম-কানুন আমি ভালরূপে জ্ঞাত ছিলাম না) আমি ঐ ব্যক্তিকে ধোঁকা দিয়াছিলাম। অতঃপর তার সাথে আমার দেখা হইলে (আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহার বিনিময়ে) সে আমাকে (এই জিনিস) দিয়াছে যাহা আপনি খাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া হযরত আবুবকর (রাঃ) সতর্কতা ও পূর্ণ তাকওয়ার কারণে নিজের হাত গলায় ঢুকাইয়া দিয়া পেটের সমস্ত ভুক্ত বস্তু বমি করিয়া দিলেন। কেননা, শুধু ঐ ভুক্ত বস্তু বাহির করা ত সম্ভব ছিল না, কাজেই সমস্ত পেট খালি করিয়া দিলেন। অথচ তিনি যদি বমি না করিতেন, তবুও গোনাহ্ হইত না। —মেশ্কাত শরীফ

১১। হাদীসঃ যে ব্যক্তি দশ টাকার কোন কাপড় খরিদ করিল, উহাতে এক টাকা হারামের ছিল। যতদিন পর্যন্ত ঐ কাপড় তাহার শরীরে থাকিবে আল্লাহ তাহার নামায কবুল করিবেন না। (অর্থাৎ যদিও ফরয আদায় হইয়া যাইবে কিন্তু নামাযের ছওয়াব পুরা পাইবে না। এক্রূপে অন্যান্যগুলি, অনুমান করিয়া লইবে। আল্লাহকে ভয় করা উচিত। একেতো মানুষ এবাদত করেই

বা কি? আর যাহা কিছু করা হয় তাহাও যদি এরূপে বরবাদ হয়, তবে কিয়ামতের দিন কি জওয়াব দেওয়া হইবে আর কিভাবে যন্ত্রণাময় আযাব সহ্য হইবে। —মেশ্কাৎ শরীফ

১২ - رواه ابن ابى الدنيا فى القناعة والبيهقى فى المدخل وقال انه منقطع ونص الحديث
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اننى لا أعلم شيئاً يُقربُكم من الجنة ويبيعدُكم من النار الا امرتكم
به ولا أعلم شيئاً يبيعدُكم من الجنة ويُقربُكم من النار الا نهيتكم عنه والزُّوح الامين نفت فى روعى
ان نفساً لئن تموت حتى تستوفى رزقها وان ابطاعنها فاتقوا الله واجملوا فى الطلب ولا يحملنكم
استنباطاً شىء من الرزق ان تطلبوه بمعصية فان الله تعالى لا ينال ما عنده من الرزق وغيره
بمعصية

১২। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ নিশ্চয় আমার জানামতে যে সব কাজ তোমাদিগকে বেহেশ্তের নিকটবর্তী করিয়া দেয় এবং দোষখ হইতে দূরে সরাইয়া রাখে আমি তোমাদিগকে সে কাজের হুকুম দিয়াছি। (অর্থাৎ, বেহেশ্তে যাওয়ার এবং দোষখ হইতে বাঁচিয়া থাকার যাবতীয় কাজ আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছি) এবং আমার জানামতে যাহা তোমাদিগকে বেহেশ্ত হইতে দূরে সরাইয়া দেয় এবং দোষখের নিকটবর্তী করিয়া দেয়, আমি তোমাদিগকে উহা হইতে নিষেধ করিয়াছি। (অর্থাৎ দোষখে প্রবেশ করায় এবং বেহেশ্ত হইতে দূরে সরাইয়া দেয় এমন সব কাজ হইতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছি যে, এমন কাজ করিও না।) এবং রুহুল আমিন (জিব্রায়ীল আঃ) আমার অন্তরে এলহাম করিয়াছেন যে, নিশ্চয় কেহই মরিবে না, যে পর্যন্ত না পুরাপুরি তাহার জীবিকা ভোগ করে। (অর্থাৎ, অদৃষ্টে যে পরিমাণ রিযিক প্রত্যেকটি সৃষ্টজীবের জন্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে ঐ পরিমাণ পাওয়ার পূর্বে কেহ মরিতে পারে না) যদিও ঐ জীবিকা দেহিতে পায় (অর্থাৎ পাইবে ত নিশ্চয়, যে সময়ের জন্য লিখিয়াছেন ঐ সময়ে পৌঁছিতে। নিয়ত খারাব করিলে এবং হারাম উপার্জন করিলে জল্দী পাওয়া সম্ভব নহে) আল্লাহকে ভয় কর (অর্থাৎ, তাঁহার উপর ভরসা কর তাঁহার ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস কর এবং হারাম উপার্জন হইতে বাঁচিয়া থাক) এবং (জীবিকা) অন্বেষণে সংক্ষেপ কর (অর্থাৎ দুনিয়া উপার্জনে সীমা অতিক্রম করিও না এবং লোভী হইও না। শরীঅত বিরোধী অবৈধ উপার্জন হইতে বাঁচিতে থাক)। আর খবরদার জীবিকা প্রাপ্তিতে দেহী হওয়া যেন তোমাদিগকে (একথার উপর) উৎসাহিত না করে যে, আল্লাহর নাফরমানী পন্থায়—উহা অর্জনে লাগিয়া যাও। (অর্থাৎ, রিযিক পৌঁছিতে যদি কিছু দেহী হয়, তবে গোনাহ্ এবং হারাম উপায়ে উপার্জন করিও না। কেননা, সময়ের পূর্বে কিছুতেই পাইবে না অথবা বিস্বাদ পাপে লিপ্ত হইবে।) কেননা, আল্লাহর কাছে রিযিক ইত্যাদি যাহা কিছু আছে তাঁহার নাফরমানীর দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নহে। —ইবনে আবিন্দুনিয়া

১৩। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, দশ ভাগের নয় ভাগ জীবিকা ব্যবসার মধ্যে (অর্থাৎ, তেজারত অতি বড় আমদানির উপায়, উহা অবলম্বন কর।)

—বায়হাকী শরীফ

১৪। হাদীসঃ আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন ঐ মু'মিনকে যে পরিশ্রমী এবং শিল্পকাজ দ্বারা জীবিকা উপার্জনকারী কি পরিতেছে সেদিকে ভূক্ষেপ করে না। (অর্থাৎ মেহনত ও পরিশ্রমকালে

সাধারণ ময়লা কাপড় পরে। এতটুকু অবসর নাই এবং এমন সুযোগ নাই যে, কাপড় বেশী ছাফ রাখিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি মজবুর ও অপারগ না হয় তাহার উচিত সাদাসিধাভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।)

১৫। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার নিকট এই মর্মে ওহী আসে নাই যে, আমি ধন-সম্পত্তি জমা করি। (অর্থাৎ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিতে এবং ব্যবসায়ী হইবার জন্য আমার নিকট ওহী আসে নাই। অবশ্য এই মর্মে আমার নিকট ওহী আসিয়াছে যে, তুমি আল্লাহর তসবীহ্ (সোবহানালাহু ওয়াবেহামদিহি) পড় এবং সজ্জাকারীদের শামিল হও, (অর্থাৎ সদাসর্বদা নামায কায়েম রাখ এবং ঐ সকল লোকদের শ্রেণীভুক্ত হও যাহারা সর্বদা নামায পড়ে এবং এবাদত করে) এবং আমৃত্যু স্বীয় পরওয়ারদেগারের এবাদত কর, (প্রয়োজনের অধিক দুনিয়াতে লিপ্ত হইবে না। কেননা, আবশ্যিক পরিমাণ জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা সকলের প্রতিই ওয়াজিব। অবশ্য যাহার মধ্যে তাওয়াক্কুলের শক্তি ও তাওয়াক্কুলের শর্তাবলী পাওয়া যায় এমন ব্যক্তি যাবতীয় কাজকর্ম ছাড়িয়া শুধু এলমী ও আমলী এবাদতে মশগুল হইবে।

—বায়হাকী শরীফ

۱۶ - عَنْ جَابِرِ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ

وَ إِذَا اشْتَرَى وَإِذَا قَضَى - بخاری

১৬। হাদীসঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সরওয়ারে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, রহম করুন আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর যে নম্র ব্যবহার করে যখন (কোন জিনিস) বিক্রি করে আর যখন (কিছু) ক্রয় করে, আর ঋণ উসুল করে। (সোবহানালাহু! কেনাবেচা, ঋণ উসুল করার হালতে নরম ব্যবহার ও খাতির করার কত বড় দর্জা যে, জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তির জন্য খাছভাবে দো'আ করিতেছেন এবং ছয়ূরের দো'আ নিশ্চিতরূপে মকবুল।) যদি নম্র ব্যবহারের শুধু এতটুকু ফযীলতই হইত এবং উহা ব্যতীত অন্য সওয়াব পাওয়া নাও যাইত তথাপি অতি বড় নেয়ামত ছিল। অথবা এই খাতির ও নম্র ব্যবহারের সওয়াবও সে পাইবে কাজেই ব্যবসায়ীদের কর্তব্য এই হাদীসের উপর আমল করিয়া জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহের পাত্র হওয়া। আর নম্র ব্যবহারে পার্থিব উপকারিতা এই যে, ইহাতে লোক সন্তুষ্ট হয়, ব্যবসা ভাল চলে, এমন বিনয়ীদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশী হয়। এমন কি, কোন কোন সময় সন্তুষ্ট হইয়া দো'আ দেয়। মোদ্দা কথা, যাহারা শরীঅতের উপর আমল করে দীন দুনিয়ায় তাহারা যেন বাদশাহর ন্যায় থাকে এবং বড় শাস্তিতে ও আরামে জীবন যাপন করে। ঐ ব্যক্তির চেয়ে সৌভাগ্যশালী আর কে আছে যাহার দীন ও দুনিয়ার বরকতসমূহ হাছেল হয় এবং আল্লাহ তা'আলার ও অধিকাংশ লোকের প্রিয়পাত্র হয়।

১৭। হাদীসঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মাল বিক্রি করার সময় বেশী কসম খাইও না (যে, মাল খুব বিক্রি হইবে।) বেশী কসম খাইও না। (কেননা, বেশী কসমের মধ্যে কোন না কোন একটা মিথ্যা হইতে পারে। ইহাতে বরকত চলিয়া যায় এবং আল্লাহর নামের বেআদবী হয়। অবশ্য ঘটনাক্রমে যদি হঠাৎ এরূপ হইয়া পড়ে, তবে দোষ নাই। কেননা, একথা সত্য যে, উহাতে (অর্থাৎ, বেশী কসমে) মাল কাটতি হয় (কসমের কারণে মাল

সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকেরা বিশ্বাস করে) কিন্তু পরে বরকত উঠিয়া যায় (যদ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হয়।) —মেশ্কাত শরীফ

১৮। হাদীস : জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যবসায়ী (কথায় ও ব্যবহারে) অতিশয় সত্যবাদী, বড় আমানতদার ; (কিয়ামতে) আশ্বিয়া, ছিদ্দিকীন (যাঁহারা আল্লাহ্র বড় বড় ওলী আর যাঁহারা প্রত্যেক কথায় ও কাজে উচ্চস্তরে সত্যবাদিতা অবলম্বন করিয়াছেন এবং আল্লাহ্র বন্দেগী অতি উচ্চ ধরনে করিয়াছেন) এবং শহীদগণের সাথে হইবে। (অর্থাৎ, যে ব্যবসায়ীর মধ্যে উপরোল্লিখিত গুণাবলী রহিয়াছে কিয়ামতে সে ব্যবসায়ী আশ্বিয়া (আলাইহিমুচ্ছালাতু ওয়াসসালাম,) ছিদ্দিকীন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) শহীদ (রাহেমাহুমুল্লাহ)-গণের সঙ্গী হইবে এবং দোযখ হইতে নাজাত পাইবে। সঙ্গী হওয়ার অর্থ এই নহে যে, তাঁহাদের সমান মর্যাদা পাইবে ; বরং ইহার অর্থ এক বিশিষ্ট ধরনের সম্মান, যাহা বড়দের সঙ্গে থাকিলে হাছিল হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বুয়ুর্গকে দাওয়াত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন খাদেমকেও দাওয়াত করিল। তখন ইহা তো জানা কথা যে, ঐ বুয়ুর্গের খাবারস্থল এবং খানা এবং ঐ খাদেমের খাবারস্থল এবং খানা একই ধরনের হইবে। কিন্তু গৃহস্থামীর কাছে ঐ বুয়ুর্গের যে মর্যাদা হইবে খাদেমের তদ্রূপ নহে। অবশ্য সঙ্গ লাভ হওয়ার মান ইজ্জত এবং খাওয়া বসায় শরীক হওয়া অতি বড় মর্তবার কথা যাহা খাদেমগণ পাইল। বিশেষতঃ জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভ হওয়া অতি বড় দৌলত মনে কর, যদি খানাও না পাওয়া যায়, সঙ্গলাভে কোন সম্মানও পাওয়া গেল না ; শুধু মাত্র সঙ্গলাভই হাছিল হইল, তবে হুযূরকে যে মুসলমান অন্তর দিয়ে ভালবাসেন তার জন্য হুযূরের একটু দীদার এবং হুযূরের একটু সঙ্গলাভই বড় দৌলত। দীদার তো অতি বড় বস্ত্র বটে, হুযূরের পড়শী হওয়াও বড় নেয়ামত। কাজেই মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য যে, জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মোবারক দো'আ পাওয়ার হকদার হওয়া। —মেশ্কাত শরীফ

১৯। হাদীস : জনাব রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হে ব্যবসায়ী দল ! বস্ত্রতঃ বেচা-কেনা এমন জিনিস যে, উহাতে (অনেক সময়ে) অযথা কথাবার্তা হইয়া থাকে এবং কসম খাওয়া হয়। অতএব, তোমরা উহাতে দান খয়রাত মিশাইয়া লও। (অর্থাৎ অযথা কথাবার্তা এবং কসম খাওয়া অন্যায়। কাজেই দান খয়রাত করা উচিত যাহাতে ঐ অনিচ্ছাকৃতভাবে যে সব অযথা কথাবার্তা ইত্যাদি প্রকাশ পাইয়াছে উহার কাফফারা হইয়া যাইবে। আর অন্তরে যে ময়লা সৃষ্টি হইয়াছে উহা দূর হইয়া যাইবে। —আবুদাউদ

২০। হাদীস : ব্যবসায়ীকে কিয়ামতের দিন বদকার গোনাহ্গাররূপে উঠান হইবে কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করিয়াছে এবং সত্য বলিয়াছে (এবং বেচা কেনায় কোন গোনাহ্ করে নাই। সে মহা বিপদ হইতে বাঁচিয়া যাইবে।) —মেশ্কাত শরীফ

অযথা করয করার নিন্দাবাদ

১। হাদীস : রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই আল্লাহ্র কাছে দো'আ করিতেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالذَّنِّ “হে-খোদা আমাকে কুফর এবং করয হইতে বাঁচাইয়া রাখুন।” একজন শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিলেন হুযূর; আপনি করযকে কুফরের সঙ্গে মিলাইয়া দিতেছেন? হুযূর বলিলেন, ‘হাঁ’ (করয বড় ভাড়া বিপদ।) —তরগীব হাকিম

২। হাদীস : হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ধার করয় ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ্র বাণ্ডা, যখন তিনি কোন বান্দাকে অপদস্থ করিতে চাহেন, তখন তাহার ঘাড়ে দেনার বোঝা চাপাইয়া দেন।

৩। হাদীস : হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, তিনি এক ব্যক্তিকে এভাবে ওছিয়ত (নছীহত) ফরমাইতেছিলেন যে, গোনাহ্ কম কর, তোমার মৃত্যু সহজ হইবে এবং ধার-করয় কম কর, স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিতে পারিবে।

৪। হাদীস : আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : যদি কেহ ঠেকাবশতঃ করয় লয়, পরিশোধ করিবার নিয়্যতও রাখে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহা পরিশোধ করাইয়া দিবেন। আর যদি কেহ মানুষের ক্ষতি করিবার জন্য মানুষের টাকা-পয়সা নেয়, তবে আল্লাহ্ তাহাকে ধ্বংস করিয়া দেন।” (যদি কোন মুমিন মুসলমান ভাই অত্যন্ত ঠেকাবশতঃ করয় করিয়া ফেলেন, তবে তিনি যেন ‘খবরদার!’ একান্ত খাওয়া-পরার ঠেকা জরুরী জিনিস ব্যতীত অন্যান্য জিনিস ক্রয় করা বন্ধ করিয়া দেন—বেছদা অতিরিক্ত খরচ যেন একদম বন্ধ করেন। ঘরের অতিরিক্ত জিনিস বিক্রয় করিয়া করয় পরিশোধ করিয়া দিবেন। এইরূপভাবে জীবনযাপন করিয়া যাহাকিছু বাঁচে, কম হউক বেশী হউক তদ্বারা করয় পরিশোধ করিতে থাকিবেন। ইহাতে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার করয় পরিশোধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।) —তরগীব তরহীব

৫। হাদীস : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তির উপর করয়ের (দেনার) ভারী বোঝা চাপে, অতঃপর উহা পরিশোধ করিতে পূর্ণরূপে চেষ্টা করে, কিন্তু পরিশোধ করিবার পূর্বে মারা যায়, তবে আমি তাহার সহায় হইব। —আহমদ, তাবরানী

৬। হাদীস : ময়'মন কুরদী তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : যদি কেহ কম বা বেশী মতের দিবার অঙ্গীকারে কোন মেয়েলোককে বিবাহ করে অথচ সেই মেয়েলোকের হক আদায়ের নিয়্যত করে নাই, ধোঁকা দিয়াছে, তবে কিয়ামতের দিন সেই লোককে আল্লাহ্র দরবারে যেনাকাররূপে হাযির করা হইবে। তদূপ যদি কেহ কাহারও নিকট হইতে করয় লইয়া থাকে কিন্তু অন্তরে উহা পরিশোধের নিয়্যত না থাকে ; ধোঁকা দিয়া মাল লইয়াছে এবং সেই করয় পরিশোধ না করিয়া মারা যায়, তবে কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে চোররূপে আল্লাহ্র দরবারে হাযির করান হইবে। —তাবরানী

৭। হাদীস : উমর ইবনে শোয়ায়েব তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ঋণ পরিশোধ না করে, তাহার আবরু-ইজ্জত, মাল-সম্পত্তি পাওনাদারের জন্য হালাল হইয়া যায়। অর্থাৎ, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি দেনা পরিশোধ না করে তবে উক্ত দেনাদারকে শক্ত কথা বলা, তাহার দুর্নাম প্রচার করা, শেকায়েত করা, মামলা করা, (মিথ্যা মামলা নয়) এবং গোপনে বা প্রকাশ্যে যে কোন উপায়ে তাহার হক উসুল করিয়া লওয়া পাওনাদারের পক্ষে জায়েয হইয়া যায়। —ইবনে হিব্বান

৮। হাদীস : আবুযর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তিন ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রোধাশ্বিত হন এবং তাহাদিগকে খুব বেশী

ঘৃণা করেন। যথা—(১) যে বন্ধ হইয়াও যেনা করে, (২) দরিদ্র হইয়াও যে ব্যক্তি অহঙ্কার করে। (৩) ধনী অত্যাচারী। অর্থাৎ টালবাহানা করিয়া করযদারের প্রতি যুলুম করে।—তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ। (অর্থাৎ পাপের মধ্যে ছোট বড় আছে। বড় পাপের মধ্যেও অধিক বড় পাপ আছে। এইরূপ যেনা করা মহা পাপ, কিন্তু যে পড়শী বা বন্ধু বিশ্বাস করিয়া তাহার বাড়ী-ঘর মান-ইজ্জত বন্ধুর হাতে বা পড়শীর হাতে আমানত রাখে, তাহার আমানতে খেয়ানত করা তাহার মান-ইজ্জত নষ্ট করা আরও অধিক মহাপাপ। এইরূপ ধনী হইয়া অহঙ্কার করা, অন্যকে হিংসা হেকারত করা মহাপাপ। কিন্তু গরীব হইয়া ধনীদের প্রতি হিংসা বা অহঙ্কার করা আরও অধিক পাপ। সাধারণভাবে মিথ্যা তো মহাপাপ আছেই, কিন্তু রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্র পরিচালক হইয়া মিথ্যা বলা প্রজাদের ধোঁকা দেওয়া মিথ্যা ওয়াদা করিয়া প্রতিপালন না করা আরও মহাপাপ।)

এইরূপ কাহারও নিকট হইতে করয করিয়া সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উহা পরিশোধ না করা আরও অধিক মহাপাপ। সামর্থ্য না থাকিলে পাওনাদারের নিকট ঘন ঘন যাইবে এবং অক্ষমতার কথা জ্ঞাপন করিয়া ক্ষমা চাহিবে। অন্যথায় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি না দিবার জন্য টালবাহানা করে, ওয়াদা খেলাফ করে, তবে উহা আরও অধিক মহাপাপ।)

করয আদায়ের দোঁআ

৯। হাদীসঃ হযরত আলী রাযিয়াল্লাহুর নিকট একদিন একজন দেনাদার মোকাতাব গোলাম নিজের অবস্থা জানাইয়া কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনি তাকে বলিলেন, আমি তোমাকে এমন একটি দোঁআ শিখাইয়া দিতেছি, যাহা হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, ছবীর পাহাড় সমান দেনা থাকিলেও পূর্ণ ঈমানের সহিত, পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে ইহা পড়িলে তাহা ইনশাআল্লাহ্ আদায় হইয়া যাইবে। 'তিরমিযী শরীফের দোঁআটি এইঃ - اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

১০। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মোআয-ইবনে-জাবালকে আর একটি দোঁআ শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, পাহাড় সমান করয হইলেও (ইমান ও আমলের শর্তে) উহা ইনশাআল্লাহ্ আদায় হইয়া যাইবে। দোঁআটি এই—

اللَّهُمَّ مَالِ الْمَلِكِ تُوتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءٍ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعْرِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَحْمَانُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمُهُمَا تُعْطِيهِمَا مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ
مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ اِرْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِيَنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ - (طبرانی)

(দোঁআ কবুল হওয়ার জন্য ভক্তি বিশ্বাস, নেক-নিয়ত, নেক-আখলাক' নেক-আমল, খাদ্য হালাল, সত্য কথা এবং যথাসাধ্য চেষ্টা ও সাধনা শর্ত।)

দানের ফযীলত (বর্ধিত)

১। হাদীসঃ হযরত আবুযর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁবা শরীফের ছায়ায় বসিয়াছিলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—

هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكُفْبَةِ অর্থাৎ, "এই কাঁবা গৃহের মালিকের শপথ—তাহারা বড় হতভাগা।"

আমি আরয় করিলাম, আমার মা-বাপ, আমার জান-মাল আপনার উপর কোরবান হউক, কাহারা এত দুর্ভাগ্য, যাহাদের ভাগ্যবান বানাইবার জন্য এত বেচায়েন হইয়া আল্লাহর तरফ হইতে এই সংবাদ আমাদিগকে দান করিয়াছেন? ছুয়র ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, ধনপতি ও পুঞ্জিপতিরা যদি সাখাওতি করে অবারিতভাবে হামেশা সৎকাজে লাগিয়া থাকে, ডানে বামে পশ্চাতে সব দিকে দান করিতে থাকে, তবে এই এক উপায়ে তাহারা ভাগ্যবান হইতে পারে। অন্যথায় বড়ই হতভাগা বড়ই ভাগ্যহারা।

২। হাদীসঃ হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বলিতেন, আমার নিকট ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও যদি আসে, তাহা হইলেও তিন দিনের বেশী আমি উহা আমার নিকট রাখা পছন্দ করিব না। অবশ্য করয পরিশোধের পরিমাণ ও জরুরী খরচের পরিমাণ রাখিব।

৩। হাদীসঃ হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ ছখী ব্যক্তিকে ফেরেশতারা রহমত ও বরকতের দোঁআ দেয় এবং বখীলকে বদদোঁআ দেয়।

৪। হাদীসঃ হযরত (দঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বোন আসমা (রাঃ)-কে বলিতেন, আল্লাহর রাস্তায় দান করিতে বখিলী করিও না, হিসাব করিয়া দান করিও না। তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলাও হিসাব না করিয়া তোমাকে দান করিবেন।

৫। হাদীসঃ হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ পাক বলেন, হে ইবনে-আদম! তুমি আমার কাজে আমার মখলুককে দান কর। আমি তোমাকে দান করিব।

৬। হাদীসঃ আবু উমামা (রাঃ) বলেন, হযরত (দঃ) বলিতেন, হে আদম সন্তান! তোমাদের জরুরত পরিমাণ মাল রাখিতে পার। ইহাতে তোমাদের উপর কোনরূপ দোষারোপ বা পাপ নাই। কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত যাহা থাকিবে, তাহা দান করিয়া দেওয়াই তোমাদের জন্য মঙ্গল। দানের বেলায় যাহারা তোমার উপর নির্ভরশীল সর্বাগ্রে তাহাদিগকে দান করিবে।

৭। হাদীসঃ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামেশা বলিতেন, যুল্ম এবং বখিলী এই দুইটি রোগই মানবাত্মাকে ধ্বংস করার জন্য প্রধান রোগ। খবরদার! তোমরা এই রোগ হইতে বাঁচিয়া থাকিও।

৮। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِّنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِّنَ النَّارِ - وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ ○

অর্থঃ ছখী আল্লাহরও নিকটে, বেহেশতেরও নিকটে, মানুষেরও নিকটে, দোষখ হইতে দূরে; বখিল আল্লাহ হইতে দূরে, অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট ঘৃণিত, বেহেশত হইতে দূরে, জনগণের অন্তর হইতে দূরে, দোষখের নিকটে। বখিল আবেদ হইতে মুখ ছখী আল্লাহর নিকটে অধিক প্রিয়— (বখিল আবেদ নহে।)

৯। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

لَآنَ يَتَّصِدَّقُ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدَرَاهِمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَّصِدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ -

অর্থাৎ, সুস্থ শরীরে (যখন মানব মনে ধন-দৌলতের মহব্বত থাকে এবং গরীব ও অভাবে পতিত হওয়ার আশঙ্কা শয়তান মনে জাগাইয়া দেয়, তখন) এক টাকা দান করা (আসন্ন) মৃত্যুকালে একশত টাকা দান করা অপেক্ষা অধিক উত্তম।

১০। হাদীস : রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন :

حَصَلْتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ -

অর্থাৎ, দুই খাছলত মুমিনের মধ্যে একত্রে সমাবেশ হইতে পারে না। একটি বখিলী, অপরটি কর্কশ ব্যবহার এবং বদ আখলাক।

১১। হাদীস : أَبُو دَاوُدَ - ابُو دَاوُدَ

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, মানুষের দুইটি খাছলত বড়ই নিন্দনীয়। বখিলীর কারণে হক কাজে সাহায্য করিতে না পারা এবং কাপুরুষতার কারণে হক কথা বলিতে না পারা।

مَنْ قَصَصَتْ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِغَفْوٍ إِلَّا عِزًّا -

হযরত (দঃ) কহম করিয়া বলিয়াছেন, (সৎকাজে) দান ধনকে কমায় না; ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ্ কাহাকেও শক্তি ও সম্মান বাড়ান ছাড়া কমান না। —অনুবাদক

ক্রয় বিক্রয়

১। মাসআলাঃ একজন বলিল, এত দামে আমি এই জিনিস বিক্রয় করিলাম। অপরজন বলিল, আমি ক্রয় করিলাম। দুই পক্ষ হইতে এই দুইটি কথা মুখ দিয়া উচ্চারণ করায় ঐ জিনিস বিক্রয় চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। এখন যদি বিক্রেতা মাল না দিতে চায় বা ক্রেতা মাল নিতে না চায়, তবে সে অধিকার আর তাহাদের কাহারও নাই। এরূপ পরিষ্কার কথায় ঈজাব-কবুলের নামই ক্রয়-বিক্রয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে চুক্তি হয়, তাহাকে 'আকদ' বলে।

২। মাসআলাঃ যদি একজন বলে, এই জিনিস দুই পয়সায় আমি আপনার নিকট বিক্রয় করিলাম, অপর জন বলিল, আমি গ্রহণ করিলাম। উভয় পক্ষের এরূপ উক্তির দ্বারা জিনিস বিক্রয় এবং ক্রয় হইয়া গিয়াছে। জিনিসের মালিক এখন ক্রেতা হইল। এখন ঐ জিনিস ক্রেতাকে না দিবার এখতিয়ার বিক্রেতার নাই এবং ক্রেতারও এখতিয়ার নাই যে, ঐ জিনিস না নিয়া পারে। কিন্তু এই আইন প্রয়োগ হওয়ার শর্ত এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই একই স্থানে মজলিস বদলিবার পূর্বেই উভয় পক্ষের কথা চূড়ান্ত হইবে। আর যদি বিক্রেতা দুই পয়সা বলার পর ক্রেতা কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকে, অথবা সেখান হইতে চলিয়া গিয়া থাকে অথবা কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য গিয়া থাকে বা অন্য কোন কাজে গিয়া থাকে, তবে ঈজাব বাতেল হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া যদি বলে যে, হাঁ, আপনার কথিত মূল্যে খরিদ করিতেছি, তবে আইনতঃ এই কথার কোন মূল্য নাই। অবশ্য যদি বিক্রেতা রাজী হইয়া মাল দেয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে। কিন্তু বিক্রেতাকে বাধ্য করা যাইবে না। তদ্রূপ ক্রেতা কবুল করার পূর্বে বিক্রেতা যদি উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, তাহা হইলেও ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে না। আইনতঃ ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত করার জন্য পুনরায় উভয়ের রাযীনামা দেওয়ার প্রয়োজন হইবে। ফলকথা, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের স্থান পরিবর্তনের পূর্বেই যদি ঈজাব-কবুল হইয়া যায়, তবে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হইবে। অন্যথায় ইচ্ছামূলক থাকিবে;

৩। মাসআলাঃ খরিদদার বলিল, আপনার এই জিনিসটা এত মূল্যে দিয়া দেন, দোকানদার বলিল, দিয়া দিলাম। ঈজাব-কবুল পুরা হয় নাই। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে না। অবশ্য পরে যদি খরিদদার বলে যে, আমি নিয়া নিলাম তবে ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হইয়া যাইবে।

(আবেদন বা প্রশ্নবাচক বা ভবিষ্যতবাচক শব্দ ব্যবহার করিলে তিনবার বলিতে হইবে) আদান প্রদানবাচক বা বর্তমানকাল বাচক শব্দ ব্যবহার করিলে দুইবার বলাতেই হইবে।)

৪। মাসআলা : ক্রেতা বলিল, এই জিনিসটি এক পয়সায় নিলাম। বিক্রেতা বলিল, নিন। ইহাতে ক্রয়-বিক্রয় হইয়া যাইবে।

৫। মাসআলা : আলোচনা দ্বারা দ্রব্যের মূল্য ঠিক করিয়া ক্রেতা যদি মুখে কিছু না বলিয়া মূল্য বিক্রেতার হাতে দিয়া দ্রব্য উঠাইয়া লয় এবং বিক্রেতাও রাযী হইয়া মূল্য গ্রহণ করে, মুখে কিছু না বলে, তবেও বিক্রয় দুরূস্ত হইয়া যায়। উভয় পক্ষের রাযী রগবতে আদান-প্রদানই বাচনিক ঙ্গজাব-কবুলের কায়েম-মকাম হইয়া যাইবে।

৬। মাসআলা : আলোচনা দ্বারা মূল্য ঠিক না করিয়াও যদি কেহ বাজার দর জানার কারণে জিনিস হাতে লইয়া বিক্রেতার হাতে পয়সা দিয়া দেয়, বিক্রেতা রাযী হইয়া পয়সা গণিয়া গ্রহণ করে, তাহাতেও ক্রয়-বিক্রয় দুরূস্ত হইবে। রাযী না হইলে হইবে না।

৭। মাসআলা : যে সকল জিনিস গোছা বা ছড়া হিসাবে বিক্রয় হয়, সে সকল জিনিস যদি ১২ দানার গোছা বা ২০ টার ছড়া থাকে, আর বিক্রেতা বলে যে, গোছার দাম এত বা ছড়ার দাম এত, তবে ক্রেতার গোছা বা ছড়া ভাঙ্গিয়া নেওয়ার অধিকার থাকিবে না, পুরা গোছা বা পুরা ছড়া নিতে হইবে। যদি বিক্রেতা প্রত্যেক দানা পৃথক পৃথক মূল্য বলিয়া দেয়, তবে ক্রেতার ৫ বা ৭ দানা ৫টা বা ৭টা পৃথক করিয়া নেওয়ার অধিকার থাকিবে।

৮। মাসআলা : কাহারও নিকট চারি প্রকারের জিনিস আছে। সে বলিল, এইসব চারি আনায় বিক্রয় করিলাম। এখন তাহার অনুমতি ছাড়া কোনটি লওয়া এবং কোনটি না লওয়ার অধিকার নাই। (কেননা, সে সবগুলি একত্রে বিক্রয় করিতে চায়।) অবশ্য যদি প্রত্যেকটি জিনিসের দাম পৃথক পৃথক করিয়া বলে, তবে উহা হইতে এক আখটা খরিদ করিতে পারে।

৯। মাসআলা : ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সমস্ত কথা এমন পরিষ্কার হওয়া দরকার যাহাতে ভবিষ্যতে কোন ঝগড়ার সৃষ্টি না হইতে পারে। সওদা এবং মূল্য উভয় সম্পর্কে কথা পরিষ্কার হইতে হইবে। (কোন কথাই যেন গোলমাল না থাকে। যদি এই উভয়ের মধ্যে একটি কথাও ভালরূপে জানা না যায় এবং নির্ধারিত না হয়, তবে বিক্রয় ছইহু হইবে না।)

১০। মাসআলা : একজন এক টাকার একটি জিনিস ক্রয় করিয়াছে। এখন ক্রেতা বলে, আপনি আগে জিনিস দেন, পরে টাকা দিব। বিক্রেতা বলে, আপনি আগে টাকা দিলে জিনিস দিব। এখানে শরীঅতের আইন এই যে, আগে ক্রেতা টাকা দিবে পরে জিনিস পাইবে। ক্রেতা টাকা না দেওয়া পর্যন্ত জিনিস না দেওয়ার অধিকার বিক্রেতার আছে। অবশ্য যদি উভয় দিকে একই রকমের জিনিস হয়, যেমন, যদি টাকার বিনিময়ে পয়সা নেয় অথবা কাপড়ের বিনিময়ে কাপড় নিতে হয়, তবে উভয়ের আদান-প্রদান এক সঙ্গে হইবে। এক্ষেত্রে কাহারও আগে-পাছে দেওয়া-নেওয়ার অধিকার নাই।

বিক্রয় দ্রব্যের মূল্য স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া

১। মাসআলা : কেহ মুঠ বন্ধ করিয়া বলিল, আমার মুঠের ভিতর যত মূল্য আছে, তত মূল্যের জিনিস আমাকে দিন। অথচ মুঠের মধ্যে টাকা আছে, না পয়সা আছে, না গিনি আছে, একটা আছে, না দুইটা আছে কিছুই জানা নাই—এরূপ ক্রয়-বিক্রয় দুরূস্ত নাই।

২। মাসআলা : যে দেশে দুই রকমের মুদ্রা প্রচলিত আছে, তথায় কোন্ প্রকারের মুদ্রায় আদান-প্রদান হইবে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইবে। যদি ক্রয়-বিক্রয়ের ঈজাব-কবুলের সময় পরিষ্কার বলিয়া না থাকে যদি শুধু এতটুকু বলে যে, আমি এই জিনিস এক পয়সায় বিক্রয় করিলাম, ক্রেতা বলিল, আমি নিলাম। তবে শরীঅতের বিধান মতে যে মুদ্রা অধিক পরিমাণে প্রচলিত আছে, তাহাই ধর্তব্য হইবে। যদি উভয়ই সমান প্রচলিত থাকে, ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হইয়া যাইবে। (তওবা করিয়া উভয়ে রাযী হইয়া পুনরায় পরিষ্কার ভাষায় ক্রয়-বিক্রয়ের ঈজাব-কবুল করিতে হইবে।)

৩। মাসআলা : যদি পয়সা, টাকা বা নোট মুঠা খুলিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়, কিংবা পয়সার স্কুপ দেখাইয়া দেওয়া হয়, সংখ্যা বা পরিমাণ বলা না হয়, বিক্রেতাও সংখ্যা না জানিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া মাল বিক্রয় করে, তবে পরে সংখ্যা সম্পর্কে গোলমাল করার অধিকার বিক্রেতার থাকিবে না; যাহা দেখিয়াছে তাহারই বিনিময়ে মাল বিক্রয় হইয়া যাইবে; কেননা, চোখের সামনে দেখিয়া লইলে কারবার দুরূস্ত হওয়ার জন্য সংখ্যা বা পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে না। ক্রয়-বিক্রয় দুরূস্ত হওয়ার জন্য সংখ্যা বা পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে। অন্যথায় ক্রয়-বিক্রয় দুরূস্ত হইবে না।

৪। মাসআলা : বিক্রেতা যদি বলে যে, আপনি জিনিস নিয়া নেন, দাম নির্ধারণ করার কি দরকার? আপনার নিকট হইতে কি আর বিশী নিব? ন্যায্য মূল্যই নেওয়া হইবে। অথবা যদি এরূপ বলে যে, আপনি জিনিস নিয়া যান, আমি আমার আক্বার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, তিনি যে দাম বলেন, তাহাই আপনার নিকট হইতে নিব। অথবা যদি এরূপ বলে, ঠিক এই নমুনার মালই অমুকে নিয়াছেন, তিনি যে দাম দেন, আপনিও ঠিক তাহাই দিবেন। অথবা যদি বলে, আপনার যাহা মর্জি হয় তাহাই দিবেন, এখন মাল লইয়া যান, আমি তাহাতে একটুও অমত করিব না বা গোলমাল করিব না। অথবা যদি বলে, বাজার যাচাই করিয়া নেন, পাঁচ জায়গায় যে দাম হয় তাহাই দিবেন, আমি নিয়া নিব। অথবা যদি বলে, আপনি মাল নিয়া আপনার আক্বাকে দেখান, তিনি যাহা বলেন, তাহাই নিয়া নিব। এই সব ছুরতে যেহেতু ঈজাব-কবুলের সময় কথা পরিষ্কার হয় নাই—কাজেই এই সব অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হইয়াছে। অবশ্য উভয়ে ঐ জায়গায় থাকাকালেই যদি কথা পরিষ্কার করিয়া লইত, তবে ক্রয়-বিক্রয় দুরূস্ত হইত। নতুবা জায়গা পরিবর্তন হইয়া যাওয়ার পর যদি কথা পরিষ্কার করা হয়, তবে পুনরায় নূতন করিয়া উভয়ে রাযী খুশী হইয়া ঈজাব-কবুল করিতে হইবে। পূর্বের ঈজাব কবুল ঠিক হয় নাই। (তাহা তওবা করিয়া পূর্ব ঈজাব কবুল ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।)

৫। মাসআলা : দোকান নির্ধারিত আছে, যখন জিনিসের প্রয়োজন হয় তথা হইতে আনা হয়, যেমন আজ সুপারি, কাল ডাল ইত্যাদি আনায় এবং দাম জিজ্ঞাসা করা হয় না। মনে করে যখন হিসাব হইবে, তখন চুকাইয়া দেওয়া হইবে। এইরূপ করা দুরূস্ত আছে। এইরূপে ঔষধের দোকান হইতে ঔষধ আনিয়াছে, দাম জিজ্ঞাসা করে না। মনে করিয়াছে ভাল হওয়ার পর দাম দিব; ইহাও দুরূস্ত আছে।

৬। মাসআলা : কাহারও হাতে হয়ত একটা টাকা আছে। তিনি বলিলেন, এই টাকাটার পরিবর্তে আপনার ঐ মালটা আমাকে দিন। এরূপ কারবার করিলে অবিকল ঐ টাকাটাই যে দিতে হইবে, তার কোন মানে নাই। মোটের উপর একটা টাকা দিতে হইবে। অবশ্য যে টাকা দিবে তাহা যেন অচল না হয়। চল টাকাই দিতে হইবে।

৭। মাসআলা : এক টাকার মাল কিনিলে একটি টাকা বা দুইটি আধুলি বা চারিটি সিকি দিলে বিক্রেতা তাহা নিতে বাধ্য থাকিবে, অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি এক টাকার পয়সা দেয়, তবে বিক্রেতার ইচ্ছা, নিতেও পারে, নাও নিতে পারে। পয়সা নিতে না चाहিলে টাকাই দিতে হইবে।

৮। মাসআলা : কলমদান কিংবা বাস্ক বিক্রয় করিলে সঙ্গে সঙ্গে চাবিও বিক্রয় হইয়া গেল। চাবির দাম পৃথক লইতে পারিবে না। চাবি নিজের কাছেও রাখিতে পারিবে না। তদ্রূপ তালা বিক্রয় করিলে তার চাবিও সে সঙ্গে দিতে হইবে। বিক্রেতা একথা বলিতে পারিবে না যে, আমি তালা বিক্রয় করিয়াছি, চাবি তো বিক্রয় করি নাই। (অবশ্য যদি প্রথমেই বলিয়া দেয় যে, আমি তালা বা চাবি বিক্রয় করিতেছি, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। নতুবা সাধারণ কথার অর্থ সর্বজন প্রচলিত [ওরফের] মোতাবেকই গৃহীত হইবে।)

বিক্রয় দ্রব্যের সঠিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়া

১। মাসআলা : ধান, চাউল, গম, যব, ছোলা, মটর, মসুরী ইত্যাদি খাদ্য-শস্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তার রকম, তার গুণ, তার পরিমাণ নির্দিষ্টরূপে জ্ঞাত থাকা চাই। গুণ এবং রকম দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া লইবে। পরিমাণ জানার জন্য নিক্তির ওজনে হউক বা কাঠা পোয়ার দ্বারা হউক বা এক জায়গায় স্তূপীকৃত করিয়া দেখিয়া হউক তিনো প্রকারেই দুরূস্ত আছে। যে দেশে যেরূপ প্রচলন আছে সেরূপে করিলেও তাতে কোন দোষ নাই। মোটের উপর সঠিকভাবে জানা থাকা চাই। যে পরিমাণ ক্রয় করিবে সেই পরিমাণের অধিকারী ক্রেতা হইবে এবং বিক্রেতা সেই পরিমাণ পুরাপুরি দিতে বাধ্য থাকিবে।

২। মাসআলা : আম, আমরুদ, লেবু, শশা, কুসি বিংগা, তরৈ ইত্যাদি ফল-ফলারি বা তরি-তরকারী গণনা হিসাবে হউক বা ওজন হিসাবে হউক উভয় প্রকারে দুরূস্ত আছে। টুকরী বা স্তূপ (টাল) দেখাইয়াও বিক্রয় দুরূস্ত আছে। যে পরিমাণ বিক্রয় করিবে, তাহা সম্পূর্ণ ক্রেতার হইয়া যাইবে।

৩। মাসআলা : কেহ কুল জাম ইত্যাদি বিক্রয় করিতে আসিল। তাহাকে বলা হইল, এক পয়সার বিনিময়ে এই ইটের ওজনে মাপিয়া দাও। বিক্রেতা ইহাতে রাযী হইল। কিন্তু ইটের ওজন কতটুকু তাহা কাহারও জানা নাই। এমতাবস্থায় এই ক্রয়-বিক্রয় দুরূস্ত আছে।

৪। মাসআলা : আম বা আমরুদের টুকরী যদি এইভাবে বিক্রয় করে যে, এই টুকরীতে একশত আছে, এক টাকায় বিক্রয় করিতেছি। গণিয়া দেখা গেল ৭৫টা আম আছে, তবে যদি ক্রেতা ইচ্ছা করে, তবে হিসাব করিয়া একশত আমের মূল্য এক টাকা হিসাবে ৭৫টির দাম বার আনা দিতে পারিবে। পুরা এক টাকা তাহার দিতে হইবে না। যদি গণনার পর দেখা যায় যে, ১২৫টি আম আছে, তবে ক্রেতা ১০০টি এক টাকায় নিতে পারিবে, বাকী ২৫টি বিক্রেতার থাকিবে অতিরিক্ত ২৫টি নেওয়ার অধিকার ক্রেতার থাকিবে না। অবশ্য যদি সংখ্যার উল্লেখ আদৌ না করিয়া থাকে, তবে কম বেশী কিছুই দেখা যাইবে না, পুরা টুকরী ক্রেতা পাইবে চাই কম হউক, চাই বেশী হউক।

৫। মাসআলা : ধুতি, শাড়ী, চাদর ইত্যাদি যে সব কাপড় গজ হিসাবে কাটিয়া বিক্রয় হয় না, কিন্তু গজ, হাত ফুট ইত্যাদি বা গিরার মাপ থাকে, সেই সব কাপড় যদি এইভাবে বিক্রয় হয় যে,

৩ গজি চাদর বা পাঁচ গজি ধুতি ৬.০০ বা ৭.০০ টাকায় ক্রয়-বিক্রয়ের ঈজাব-কবুল দ্বারা বিক্রয় সাব্যস্ত হইল। পরে মাপিয়া দেখা গেল যে, চাদর ৬ হাতের জায়গায় ৫ হাত আছে এবং ধুতি ১০ হাতের স্থলে ৯ হাত আছে, এরূপ অবস্থা হইলে ক্রেতার এই অধিকার হইবে না যে, এক হাত কমের পরিবর্তে এক টাকা কম দিবে। অবশ্য ক্রয়-বিক্রয় নিয়ম মত সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে এই অধিকার দেওয়া হইবে যে, ইচ্ছা করিলে নাও দিতে পারিবে। যদি ৬ হাতের স্থলে ৬^১/_২ হাত ১০ হাতের পরিবর্তের ১০^১/_২ হাত হয়, তবুও ক্রেতার এই আধ হাতের দাম অতিরিক্ত দিতে হইবে না। বিক্রেতাও ঐ অতিরিক্ত আধ হাত কাটিয়া রাখিতে বা উহার মূল্য আদায় করিতে পারিবে না।

৬। মাসআলাঃ এক ব্যক্তি দুইটি রেশমী ইজারবন্দ রাতে এক সঙ্গে এক টাকায় খরিদ করিয়াছে। দিনের বেলায় দেখিল একটা সূতী অপরটি রেশমী। এরূপ অবস্থা হইলে উভয়টির ক্রয়-বিক্রয় দুরূহ হয় নাই। বিক্রেতার উভয়টা ফেরত নিতে হইবে। এইরূপে যদি দুইটি আংটি এই শর্তে খরিদ করে যে, উভয়টির পাথর ফিরোজ। পরে জানা গেল যে একটার ফিরোজা নাই, অন্য কিছু, তবে উভয়টির বিক্রি নাজায়েয হইবে। ক্রেতা যদি একটা নিতে চায়, তবে পুনরায় দাম দস্তুর করিয়া দিতে হইবে। পূর্বের দাম দস্তুর ও আকদ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

বাকী ক্রয়-বিক্রয়

১। মাসআলাঃ বাকী ক্রয়-বিক্রয় দুরূহ আছে। কিন্তু, সময় নির্ধারিত করিয়া দিতে হইবে। ক্রেতা যদি ক্রয়-বিক্রয় ঈজাব-কবুল এবং আকদ করার সময়ই বলে যে, আমি বাকী নিব, তবে টাকা দেওয়ার তারিখ ও সময় নির্ধারিত করিয়া বলিতে হইবে, নতুবা ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হইবে। আর যদি আকদের সময় কিছু না বলে, পরে বলে যে, টাকা কিছুদিন পরে দিব, তবে আকদ ফাসেদ হইবে না, দুরূহ হইবে। কিন্তু বিক্রেতা তখনই মূল্য পাইবার অধিকারী হইবে। অবশ্য ইচ্ছা করিলে সময় দিতে পারে, নাও দিতে পারে।

২। মাসআলাঃ ক্রেতা বিক্রেতাকে বলিল, আপনার অমুক জিনিসটি আমাকে দিয়া দিন, যখন আমার আব্বাজান বাড়ী আসিবেন বা টাকা পাঠাইবেন, যখন ধান কাটা পড়িবে বা পাট কাটা পড়িবে, তখন দাম দিব। অথবা বিক্রেতাই ক্রেতাকে বলিল, আপনি নিয়া নেন, যখন টাকা হাতে হয় তখন দাম দিবেন। এরূপ ছুরতে ক্রয়-বিক্রয় করিলে তাহা ফাসেদ হইবে এবং গোনাহ্ হইবে। (কেননা সময় নির্দিষ্ট করা হয় নাই, পরে ঝগড়া হইবে। হয়ত বিক্রেতা আগে তাগাদা করিবে, ক্রেতা পরে দিতে চাহিবে। এইজন্য সময় নির্দিষ্ট হওয়া চাই।) অবশ্য যদি কেনা-বেচার সময় এরূপ কথা না বলিয়া খরিদ করার পর বলে (ক্রয়-বিক্রয়) দুরূহ হইবে বটে, কিন্তু যখনই দাম দেওয়া হইবে এবং বিক্রেতার তখনই দাম আদায় করিয়া নেওয়ার অধিকার হইবে। (বায়-ফাসেদ হইলে সে বায় তুড়িয়া দিয়া পুনরায় ছহীহুভাবে বায় করা উচিত। তাহা হইলে বায়ে-ফাসেদের গোনাহ্ হইতে রেহাই পাইবে।)

৩-৪। মূল মাসআলাঃ এক টাকায় ত্রিশ সের গৈছ নগদ মূল্যে বিক্রয় হয়, কিন্তু কেহ ধারে ক্রয় করিতে চাহিলে তাহার নিকট টাকায় ১৫ সের গৈছ বিক্রয় করিল, ইহা দুরূহ আছে। কিন্তু ঐ সময় জ্ঞাত হওয়া চাই যে, ধারে বিক্রয় হইতেছে। এই হুকুম ঐ সময়ে প্রযোজ্য যখন ক্রেতার নিকট প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়া লয় যে, নগদ না বাকী। নগদ বলিলে দিল ২০ সের আর বাকী

বলিলে ১৫ সের দিল, ইহা জায়েয। আর যদি বিক্রেতা বলে যে, নগদ দামে টাকায় ২০ সের আর বাকী নিলে টাকায় ১৫ সের তবে ইহা জায়েয হইবে না।

৫। মাসআলা : কেহ এক মাসের ওয়াদায় একটি জিনিস ধারে ক্রয় করিল বহু চেষ্টা চরিত্রের পর সময় মত মূল্য পরিশোধ করিতে পারিল না। পরে অনেক বলিয়া কহিয়া আরও ১৫ দিনের সময় চাহিল। বিক্রেতা রাযী হইয়া ১৫ দিনের সময় দিল, ইহা দুরূস্ত আছে। যদি বিক্রেতা রাযী না হয়, তবে সে মূল্য প্রাপ্তির জন্য তাগাদা করিতে পারে। (অভাবগ্রস্তকে সময় দিলে পাওনাদার নেকী পাইবে। দেনাদার ত যেহেতু ওয়াদার সময় হাযির হইয়া মাফ চাহিয়াছে সেজন্য সেও ওয়াদা খেলাফীর গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া যাইবে। শরীঅত মত দ্বিতীয় সময় শেষ হওয়ার পূর্বে তাগাদা করিতে পারিবে না। অতিরিক্ত সময় দেওয়ার বিনিময়ে যদি দাম কিছু বাড়াইতে চায়, তবে উহা তাহার জন্য হালাল হইবে না। —অনুবাদক)

৬। মাসআলা : দেয় মূল্য নিকটে থাকা সত্ত্বেও আজ নয় কাল, এখন নয় তখন, ভাংতি টাকা নাই, টাকা ভাঙ্গাইলে দাম পাইবে, এইরূপ টালবাহানা করা হারাম। চাওয়া মাত্র টাকা ভাঙ্গাইয়া দাম দেওয়া উচিত। অবশ্য ধারে খরিদ করিয়া থাকিলে যে কয়দিনের ওয়াদা করিয়াছে তাহা পুরা হওয়ার পর দেওয়া ওয়াজিব (পাওনাদারও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তাগাদা করিতে পারিবে না) নির্ধারিত সময় শেষ হইলে পর টালবাহানা বা খামাখা দৌড়ান ও পেরেশান করা জায়েয নহে। অবশ্য সত্য সত্যই যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজের নিকট হইতে বা অন্য কোথাও হইতে সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে স্বতন্ত্র কথা। সংগ্রহ হওয়া মাত্র দেনা শোধ করিবে। (হক্কুল এবাদের খুব বেশী খেয়াল রাখিবে।)

ফেরত দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় (খেয়ারে শর্ত)

১। মাসআলা : ক্রেতা যদি মাল কিনিবার সময় বলে যে একদিন, দুইদিন বা তিন দিন (তদিনের বেশী নহে) আমাকে সময় দিন, আমি চিন্তা ও পরামর্শ করিয়া ঠিক করি মাল নিব কি না। এইরূপে শর্ত করা দুরূস্ত আছে। (তিন অথবা তিনের কম) যে কয় দিনের কথা বলিয়াছে সেই কয় দিনের মধ্যে তাহার এখতিয়ার আছে, নিতেও পারিবে, ফেরতও দিতে পারিবে। এই সময়ে বিক্রেতা অন্যের নিকট মাল বিক্রয় করিতে পারিবে না।

২। মাসআলা : ‘আমাকে তিন দিনের সময় দেন’—এই কথা বলিয়া ক্রেতা টাকা দিয়া অথবা দিবার ওয়াদা করিয়া মাল নিয়া গিয়াছে। তিন দিনের মধ্যে আর কোন জওয়াব দেয় নাই। এইরূপ অবস্থা হইলে ক্রেতার আর মাল ফেরত দিবার অধিকার থাকিবে না, মাল নিতে বাধ্য হইবে। অবশ্য বিক্রেতা যদি নিজে স্বেচ্ছায় ফেরত নেয়, তবে সে তাহার মেহেরবানী। তাহার অসম্মতিতে ফেরত দিতে পারিবে না।

৩। মাসআলা : তিন দিনের বেশী শর্ত করা দুরূস্ত নহে। যদি ৪ দিন কিংবা ৫ দিনের শর্ত করিয়া থাকে, তবে তিন দিনের মধ্যে মাল ফেরত দিলে ফেরত হইয়া যাইবে, বায় থাকিবে না। আর যদি বলিয়া থাকে যে, আমি মাল নিলাম, তবে বায় ছইহ্ হইয়াছে। তিন দিনের মধ্যে কিছু না বলিয়া থাকিলে বা কিছু না করিয়া থাকিলে, ‘বায়’ ফাসেদ হইয়া যাইবে।

৪। মাসআলা : উক্তরূপে বিক্রেতাও তিন দিনের শর্ত করিতে পারে যে, আমি মাল বিক্রয় করিব কি না—তজ্জন্য (এক, দুই বা) তিন দিনের সময় চাই। এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইচ্ছা করিলে সে মাল নাও দিতে পারিবে বা ফিরাইয়া লইতে পারিবে। ইহা জায়েয।

৫। মাসআলা : ক্রেতা মাল নিবে কিনা, তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য তিন দিনের সময় চাহিল। একদিন বা দুই দিন পর দোকানে আসিয়া বলিল, মাল ফেরত দিব না বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি, মাল নিতেছি। এমন কি, মাল নিয়া বাড়ী আসিয়াই বলে যে, আমি মাল নিতেছি, এখন আর ফেরত দিব না। এইরূপ একবার বলা মাত্রই মাল ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে না। পুনরায় ফেরত দেওয়া স্থির করিলে তাহা ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য হইবে না। ইহা হইল মাল রাখার রায় স্থির করিলে তাহার বিধান। যদি ফেরত দেওয়ার মত করে, তবে বিক্রেতার সম্মুখে গিয়া বলিতে হইবে, বা অন্ততঃ তাহাকে খবর পৌঁছাইতে হইবে। অগোচরে বলিলে দুরূস্ত হইবে না। (নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খবর না পৌঁছাইলে মাল ফেরত দিবার অধিকার ক্রেতার থাকিবে না।)

৬। মাসআলা : ক্রেতা বলিল, আমি তিন দিনের সময় দিতেছি, যদি আমার মার মত হয়, তবে মাল রাখা হইবে, তাহার মত না হইলে ফেরত দেওয়া হইবে। এইরূপও দুরূস্ত আছে। তিন দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে। তিন দিনের মধ্যে সে বা তাহার মা বলিল, “মাল নিলাম”; এখন আর ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে না।

৭। মাসআলা : দুই কিংবা তিন খানা জিনিস লইল। বলিল, তিন দিন পর্যন্ত আমার এখতিয়ার থাকিবে যে, পছন্দ হইলে ইহার যে কোন একখানা দশ টাকায় লইব। এইরূপ তিনটি জিনিসের তিন দিনের মধ্যে একখানা পছন্দ করিয়া লওয়া দুরূস্ত আছে। কিন্তু ৪/৫ খান লইয়া যদি বলে যে, ইহার মধ্যে হইতে একখানা পছন্দ করিয়া লইব, তবে দুরূস্ত হইবে না। (অর্থাৎ তিনের বেশী জিনিস তিন দিনের জন্য লওয়া দুরূস্ত হইবে না। তিন দিনের মধ্যে যদি একটিও ফেরত না দেয়, তবে তিনটি জিনিসই রাখিতে বাধ্য হইবে। তিনটির বেশী জিনিস লইলে ‘বায়’ ফাসেদ হইবে।)

৮। মাসআলা : ক্রেতা একটি জিনিস তিন দিনের সময় লইয়া বাড়ী নিয়া উহা ব্যবহার করিতে লাগিল। এখন আর উহা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে না।

৯। মাসআলা : অবশ্য যদি জামা বা চাদর গায়ে ঠিকমত লাগে কি না, সতরঞ্জি কামরার সমান হয় কি না পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য নেয় এবং একবার মাত্র দেখিয়া (মাল লাট না করিয়া) সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেওয়ার অধিকার আছে।

অদেখা জিনিস ক্রয়ের বিধান

(খেয়ারে রুইআত)

১। মাসআলা : না দেখিয়া জিনিস ক্রয় করা জায়েয আছে কিন্তু দেখার পর ক্রেতার এখতিয়ার থাকিবে, যদি পছন্দ হয় তবে নিবে। পছন্দ না হইলে ফেরত দেওয়ার অধিকার ক্রেতার থাকিবে। জিনিসের কোন আয়েব না থাকিলেও শুধু দেখিয়া রাখা না রাখার অধিকার ক্রেতার আছে।

২। মাসআলা : উক্ত বিক্রেতা যদি কোন জিনিস না দেখিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে, তবে ক্রেতাকে জিনিস দিতে বাধ্য থাকিবে। দেখার পর এখতিয়ার থাকে কেবল ক্রেতার, বিক্রেতার নহে।

৩। মাসআলা : ধান, চাউল, গম, মটর ও শুপারি ইত্যাদি জিনিস সাধারণতঃ (উপরে নীচে এক রকম হওয়া বাঞ্ছনীয়। উপরে ভাল নীচে মন্দ এরূপ ধোঁকা দেওয়া উচিত নহে।) যে সব জিনিস নমুনা দেখাইয়া বিক্রয় হয় নমুনার খেলাফ হওয়া চাই না। এই ধরনের জিনিস যদি ক্রেতার সরল বিশ্বাসে শুধু উপরে দেখিয়া ক্রয় করে, আর উপরে নীচে একই রকম মাল নমুনার মোতাবেক পাওয়া যায়, তবে বায় দুরুস্ত এবং চূড়ান্ত হইয়া যাইবে। ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু যদি নীচে নমুনার খেলাফ খারাব মাল পাওয়া যায়, তবে ঐ মাল সম্পূর্ণ ফেরত দেওয়ার অধিকার ক্রেতার থাকিবে।

৪। মাসআলা : যে সব জিনিস সাধারণতঃ উক্ত রকম হয় না, ছোট বড় হয় সেই সব জিনিস শুধু উপরে দেখিয়া কেনা উচিত নহে। উপরে নীচে ভালরূপে দেখিয়া ক্রয় করিবে। উপরে নীচে ভালমত না দেখা পর্যন্ত খেয়ারে রুইয়াত থাকিবে। অর্থাৎ দেখিয়া পছন্দ না হইলে ফেরত দিতে পারিবে। উপরে নীচে ভালরূপে দেখিয়া ক্রয় করিলে ফেরত দিতে পারিবে না।

৫। মাসআলা : পানাহারের জিনিস যাহা চাখিয়া দেখিতে হয় তাহা শুধু চোখে দেখিয়া ক্রয় করিলে ফেরত দিবার এখতিয়ার চলিয়া যাইবে না; বরং চাখিয়াও দেখিতে হইবে। চাখিয়া দেখার পরে অপছন্দ হইলে ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে (এরূপ স্বাগ লইবার বা হাতে ধরিয়া দেখার জিনিসেরও এই একই হুকুম।)

৬। মাসআলা : অনেক দিন আগে একটি জিনিস দেখিয়াছিল, এখন তাহা খরিদ করিল, কিন্তু এসময় দেখে নাই। ঘরে নিয়া দেখিল পূর্বে যেরূপ দেখিয়াছিল ঠিক সেরূপ আছে, এখন দেখার পর ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে না। কিন্তু অনেক দিনের পর কিছু পরিবর্তন হইয়া থাকিলে নেওয়া না নেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে।

বিক্রয় দ্রব্যে দোষ প্রকাশ পাওয়া

১। মাসআলা : বিক্রয় করার সময় মালে যদি কোন প্রকার দোষ থাকে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া বিক্রেতার উপর ফরয। দোষের কথা না বলিয়া ধোঁকা দিয়া মাল চলাইয়া দেওয়া হারাম। (যে এরূপ করিবে সে ফাসেক দলভুক্ত হইবে।)

২। মাসআলা : এক থান কাপড় কিনিয়া বাড়ী আনার পর দেখা গেল যে, তাহাতে দোষ আছে; এখন ক্রেতার এখতিয়ার আছে, থান ফেরত দিয়া তাহার টাকা সে ওসুল করিয়া নিতে পারিবে। আর যদি পূর্ণ দাম দিয়া উহা রাখিতে চায় তাহাও সে পারিবে, দোষের কারণে দাম কম দিতে পারিবে না। দোষ থাকায় যদি স্বেচ্ছায় কিছু দাম ফেরত দেয় তাহা সে দিতে পারে।

৩। মাসআলা : ক্রেতা একখানা কাপড় কিনিয়া বাড়ী আনিয়াছে। ছেলেমেয়েরা উহার একটি কোনায় কিছু ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে অথবা কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে, তারপর দেখিল যে, কাপড়ে আরও পূর্বের দোষ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় সে ঐ মাল ফেরত দিতে পারিবে না। কারণ, বিক্রেতার বাড়ীর পুরাতন আয়েব ছাড়া ক্রেতার নিকট আসার পর আরও নূতন আয়েব লাগিয়া গিয়াছে। এখন এই করিতে হইবে যে, উভয়ে দুইজন ন্যায়বান সালিস মানিয়া তাহারা পূর্বের পুরাতন আয়েবের কারণে যত দাম কম করিতে বলে তত দাম কম করিতে হইবে।

৪। মাসআলা : ক্রেতা জামার কাপড় কিনিয়া দরজির দ্বারা কাটানোর পর কাপড়ে আয়েব প্রকাশ পাইয়াছে। এখন আর এই কাপড় ফেরত দিবার এখতিয়ার ক্রেতার থাকিবে না। অবশ্য

উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী সালিস মাধ্যমে আয়েব পরিমাণ দাম ফেরত পাইবার অধিকারী হইবে। কিন্তু যদি বিক্রেতা ঐ কাটা অবস্থায়ই পুরা দাম ফেরত দিয়া সম্পূর্ণ কাপড় ফেরত নিতে চায়, তবে সে অধিকার তাহার হইবে, ক্রেতা তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। জামা সেলাই করার পর আয়েব ধরা পড়িলে বিক্রেতা উহা ফেরত নিবার অধিকারী হইবে না। আয়েব পরিমাণ মূল্য তাহার ফেরত দিতে হইবে। যদি ক্রেতা ঐ কাপড় বিক্রয় করিয়া থাকে বা নিজের নাবালেগ ছেলে-মেয়েদের জামা বানাইয়া দেওয়ার নিয়তে কাপড় কাটাইবার পর আয়েব ধরা পড়ে, তবে আয়েবের পরিবর্তে দাম ফেরত দিতে পারিবে না। যদি বালেগ ছেলে-মেয়েদের জামা বানাইবার নিয়তে কাটাইয়া থাকে, তবে আয়েবের পরিমাণ দাম ফেরত নিতে পারিবে।

৫। মাসআলা : ক্রেতা প্রতিটি আণ্ডা এক আনা করিয়া এক কুড়ি আণ্ডা খরিদ করিয়া ভান্সিয়া দেখিল সবগুলি খারাব। এমতাবস্থায় ক্রেতা সমস্ত পয়সা ফেরত লইতে পারিবে। আর যদি কতকগুলি খারাব বাহির হইয়া থাকে, তবে খারাবগুলির দাম প্রতি আণ্ডায় এক আনা করিয়া ফেরত লইতে পারিবে। যদি গণনা হিসাবে না কিনিয়া ঝাঁকা হিসাবে কিনিয়া থাকে যে, এই ঝাঁকা আণ্ডার দাম পাঁচ টাকা, তবে দেখিতে হইবে, খারাব কি পরিমাণ বাহির হইয়াছে। যদি শতের মধ্যে ৪/৫টা খারাব বাহির হইয়া থাকে, তবে উহার কোন হিসাব নাই। আর যদি বেশী খারাব বাহির হইয়া থাকে, তবে মোট আণ্ডা হিসাব করিয়া পড়তা হিসাবে খারাবগুলির দাম ফেরত লইতে পারিবে।

৬। মাসআলা : ক্রেতা কদু, কুমড়া, পটল, বিঙ্গা, কুসি ইত্যাদি তরকারি অথবা আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল ক্রয় করিয়াছে; ভান্সিয়া ভিতরে দেখে যে, একেবারে সব পচা বা পোকা বা খাওয়ার অনুপযুক্ত। এমতাবস্থায় দেখিতে হইবে, কোন কাজে লাগিতে পারে কি না, যদি কাজের অনুপযুক্ত হয়, তবে এই বেচাকিনাই শুদ্ধ হয় নাই, এসমস্ত মূল্য ফেরত লইতে পারিবে। আর যদি কোন কাজের উপযুক্ত থাকে, তবে বাজারে ইহার দাম যাহা হইতে পারে বিক্রেতা সেই দামই পাইবে, অতিরিক্ত পাইবে না।

৭। মাসআলা : বাদাম, পটল ইত্যাদি জিনিসের মধ্যে যদি শতকরা ৪/৫টা খারাব বাহির হয়, তবে তাহার কোন হিসাব নাই। এর চেয়ে বেশী খারাব বাহির হইলে অবশ্য সেই হিসাবে দাম কাটিয়া লওয়া হইবে।

৮। মাসআলা : এক টাকায় ১৫ সের গম কিনিল বা এক টাকায় দেড় সের ঘি কিনিল বা কোন একটি জিনিস ক্রয় করিলে যদি অনেক অংশ ভাল থাকে এবং কতক অংশ আয়েবদার থাকে, অথবা যে-জিনিস মাপে ওজননে বিক্রি হয়—যেমন, ধান, চাউল ইত্যাদি সেই জিনিস যদি কতক ভাল থাকে, কতক আয়েবদার হয়, তবে ক্রেতার এই অধিকার হইবে না যে, ভাল অংশ বাছিয়া রাখিয়া অন্য অংশ ফেরত দেয়। যদি তার নিতে হয়, সব অংশ নিতে হইবে নচেৎ সব ফেরত দিতে হইবে। অবশ্য যদি বিক্রেতা নিজে খুশী হইয়া বলে যে, আপনি ভাল অংশ নিতে পারেন অন্য অংশ ফেরত দিতে পারেন, তবে তাহা দুরূস্ত হইবে। বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া ক্রেতার নিজের ইচ্ছামত এরূপ করিতে পারিবে না।

৯। মাসআলা : মালের মধ্যে আয়েব ধরা পড়িলে আয়েবের কারণে মাল ফেরত দেওয়ার অধিকার ক্রেতার ততক্ষণ থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা না বুঝা যায় যে, সে ঐ আয়েবদার মালই রাখিতে রাখী আছে। যদি তার কথা দ্বারা বা কাজ দ্বারা বুঝা যায় যে, সে ঐ আয়েব সমেত

মাল রাখিতে রাযী আছে, তবে তারপর আর মাল ফেরত দেওয়ার অধিকার তাহার থাকিবে না। যেমন, একজন ক্রেতা একটি গাভী বা বকরী ক্রয় করিল। বাড়ী আনিয়া আয়েব দেখিল, আয়েব দেখা সত্ত্বেও যদি বলে যে, এই আয়েব সহই আমি এই গাভী রাখিব, তবে তাহার আর ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকিবে না। অথবা যদি মুখে না বলিয়া এমন কাজ করে, যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সে ঐ আয়েবসহ মাল রাখিবে। যেমন হয়ত গাভীর গায়ে যখম ছিল, সে সেই যখমের চিকিৎসা করা শুরু করিয়া দিল, তবে আর সেই গাভী ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার তাহার থাকিবে না। অবশ্য যদি বিক্রেতা নিজে ইচ্ছা করিয়া ফেরত নেয় তাহা ভিন্ন কথা।

১০। মাসআলা : ক্রেতা বকরীর গোশত কিনিয়া আনিয়াছে। পরে ধরা পড়িয়াছে যে, বকরীর গোশত নহে, ভেড়ার গোশত, তবে ক্রেতা গোশত ফেরত দিতে পারিবে।

১১। মাসআলা : মোতির হার অথবা অন্য কোন জেওর অথবা জুতা খরিদ করিয়াছে। যদি উহা ব্যবহার (এস্তেমাল) শুরু করিয়া দেয়, জুতা পরিয়া চলাফেরা করে, বা গলায় হার, হাতে জেওর পরিয়া রাখে, তবে আর ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে না। অবশ্য যদি হাতে, পায়ে বা গলায় ফিট হয় কিনা তাহা দেখার উদ্দেশ্যে অল্প সময়ের জন্য পরিয়া যখন তখন খুলিয়া থাকে, তবে ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে। কেহ হয়ত একখানা তখতপোষ বা পালঙ্ক খরিদ করিয়াছে। যদি কোন যরুরতবশতঃ এস্তেমাল করে, বিছাইয়া বসে বা নামায পড়ে, তবে আর ফেরত দিতে পারিবে না।

(জ্ঞাতব্য : আয়েব এমন দোষ-খোঁতকে বলা হয় যাহার কারণে মালের মূল্য কম হইয়া যায়। আর যার কারণে মালের মূল্য কমে না তাহাকে আয়েব বলা হয় না।)

১২। মাসআলা : বিক্রেতা মাল বিক্রয় করার সময় ক্রেতাকে বলিয়া দিয়াছে—ভাই! আপনি খুব ভাল করিয়া দেখিয়া নিন। পরে কোন দোষ খুঁত বাহির হইলে আমি তার জন্য দায়ী নহি। ইহা বলা সত্ত্বেও ক্রেতা ক্রয় করিয়া নিয়াছে। পরে যদি কোন আয়েব বাহির হয়, ক্রেতার মাল ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকিবে না। এইরূপ বলিয়া বিক্রয় করা দুরূস্ত আছে। আর এরূপ বলিলে আয়েবের কথা বলিয়া দেওয়াও বিক্রেতার জিন্মায় ওয়াজিব থাকে না।

বায়'য়ে বাতেল ও বায়'য়ে ফাসেদ

[বায়' চারি প্রকার : ১। বায়'য়ে জায়েয, ২। বায়'য়ে মওকুফ ৩। বায়'য়ে বাতেল, ৪। বায়'য়ে ফাসেদ।

(১) বায়'য়ে জায়েযের দ্বারা শরীঅত অনুসারে ক্রেতা বিক্রেতার ঈজাব-কবুল হইয়া যাওয়ার পরক্ষণেই মালের উপর ক্রেতার মালিকানা স্বত্ব প্রমাণিত হয়।

(২) বায়'য়ে মওকুফ। পরের মাল তাহার বিনা অনুমতিতে বিক্রয় করিলে মালের আসল মালিকের বিনা অনুমতিতে ক্রেতার প্রমাণিত স্বত্ব প্রমাণিত হইবে না। অর্থাৎ, ঐ মাল ব্যবহার করা, অধিকার করা তাহার জন্য জায়েয হইবে না। কিন্তু আসল মালিক অনুমতি দিলে ক্রেতার মালিকানা স্বত্ব প্রমাণিত হইবে এবং তাহার সকল রকমের দখল ব্যবহার জায়েয হইবে।

(৩) বায়'য়ে বাতেল হইলে তাহার দ্বারা আদৌ কোন রকমের মালিকানা স্বত্ব প্রমাণিত হইবে না এবং আদৌ কোন রকমের দখল ব্যবহার জায়েয হইবে না। ক্রয়-বিক্রয়, ঈজাব-কবুল জায়েয হইবে না।

(৪) বায়'য়ে ফাসেদ হইলে তাহার দ্বারা মালিকের অনুমতির পর মাল হস্তগত করিলে ক্রেতার মালিকানা স্বত্ব প্রমাণিত হইবে বটে, কিন্তু আদৌ কোনরূপ ব্যবহার, খাওয়া পেওয়া বা পরিধান করা জায়েয হইবে না। ঐ বায়'কে তুড়িয়া দেওয়া প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব হইবে।]

১। মাসআলা : শরীঅত মতে আদৌ বায়'য়ে বাতেলের কোনরূপ অস্তিত্ব বা মূল্য নাই বরং ঐরূপ ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। তা সত্ত্বেও যদি কেহ ঐরূপ ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে তার কারণে ক্রেতা জিনিসের মালিক হইবে না, কাহাকেও সে দান করিলে তাহাও জায়েয হইবে না এবং তার নিজের জন্যও ঐ জিনিস ব্যবহার করা জায়েয হইবে না। ঐ জিনিস লাভে বিক্রয় করিলে ঐ লাভ খয়রাত করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়েয নহে। (যেমন, শরাব বা শূকর যদি কোন মুসলমান বিক্রয় করে, তবে তাহা হারাম হইবে এবং বাতেল হইবে। নদী, খাল, বিল, ঝাঁক, গোল ইত্যাদির মাছের কেহই মালিক নহে। সেই মাছ শিকার না করিয়া যদি কেহ বিক্রয় করে, তবে বায়'য়ে বাতেল হইবে। জঙ্গলী পাখীর মালিকও কেহই হয় না। সেই পাখী শিকার না করিয়া যদি কেহ বিক্রয় করে, তবে তাহা বায়'য়ে বাতেল হইবে।)

২। মাসআলা : কিন্তু যদি কেহ মাছের জন্য পুকুর খুদিয়া রাখিয়া থাকে সেই পুকুরে মাছ আটকিয়া গিয়া থাকে বা নিজে মাছ ধরিয়া পুকুরে ছাড়িয়া থাকে, তবে পুকুরের মালিকই সেই পুকুরের মাছের মালিক হইবে। মাছ সে বিক্রি করিতে পারিবে। অবশ্য যদি না জানা যায় যে, পুকুরে কি পরিমাণ মাছ আছে, ক্রেতার বা বিক্রেতার ঠিকবার আশংকা আছে, তবে বায়' ফাসেদ হইবে। বায়' ফাসেদ হইলে সেই বায়'কে তুড়িয়া দেওয়া ওয়াজিব; অতএব, যদি কেহ পুকুরের মাছ না ধরিয়া বিক্রি করে, তবে এই করা যাইতে পারিবে যে, পানি সেচিয়া দেখিবে বা মাছ শিকার করিয়া লইলে যখন জানা যাইবে যে, এত পরিমাণ মাছ আছে তখন আগের বায়' তুড়িয়া দিয়া এখন রাখী হইয়া নূতন করিয়া বায়' লইতে হইবে। তাহা হইলে বিক্রেতার পক্ষে ঐ মাছের পয়সা হালাল হইবে। নতুবা হালাল ও পাক হইবে না এবং ক্রেতার পক্ষেও যদি বায়' না তুড়িয়া থাকে, তবে ঐ মাছ ভক্ষণ করা, বিক্রি করা হালাল ও পাক হইবে না। আর যদি কিছু লাভ করিয়া থাকে, তবে লাভের সেই পয়সাও তাহার জন্য হালাল হইবে না। সেই পয়সা গরীব-দুঃখীকে দান করিয়া দিতে হইবে। আর যদি আগের আকদ তুড়িয়া দিয়া রাখী খুশী হইয়া নূতন করিয়া আকদ লইয়া থাকে, তবে হালাল ও পবিত্র হইবে।

৩। মাসআলা : কাহারও নিজস্ব জমিতে আপনাআপনি মালিকের বিনা তদবীরে যে ঘাস হয় ঐ ঘাস বিক্রি করা জমির মালিকের জন্য জায়েয নহে, ঐ ঘাসের কেহই মালিক নহে। ঐ ঘাস যে ইচ্ছা কাটিয়া নিতে পারে বা গরু ছাগল দিয়া খাওয়াইতে পারে। কিন্তু জমির মালিক যদি ঐ ঘাসের জন্য কোন তদবীর করিয়া থাকে, চাষ করিয়া থাকে, সার দিয়া থাকে বা বীজ লাগাইয়া থাকে, তবে ঐ ঘাসের মালিক সে-ই হইবে এবং সে ঘাস বিক্রি করাও তার জন্য জায়েয হইবে। অন্যের জন্য তাহার অনুমতিতে সে ঘাস কাটিয়া নেওয়া বা গরু দিয়া খাওয়ান জায়েয হইবে না।

৪। মাসআলা : বকরী, গরু, বা ঘোড়া ইত্যাদি জীবের পেটে যে বাচ্চা আছে সেই বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নহে, হারাম এবং বাতেল। বাচ্চা প্রসব হইলে তারপর ক্রয়-বিক্রয় করিবে। কেহ কেহ এইরূপ করিয়া থাকে যে, গাই বিক্রি করিল কিন্তু পেটে যে বাছুর আছে তা বিক্রি করিল না, এইরূপ করা জায়েয নাই; (গাই বিক্রি করিলে তার পেটের বাছুরও তার সঙ্গে বিক্রি হইয়া যাইবে।)

৫। মাসআলা : গাইয়ের বাঁটে যে দুধ আছে, না দুহিয়া তাহা বিক্রয় করা বাতেল। দুধ দুহিয়া তারপর ক্রয়-বিক্রয় করিবে।

৬। মাসআলা : কড়ি বর্গা যাহা দালানের ছাদে লাগান আছে, পৃথক করা ব্যতীত তাহা বিক্রয় করা জায়েয নহে।

৭। মাসআলা : মানুষের চুল, দাড়ি, পশম ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা দুর্কৃত্ত নহে, হারাম। (এই হারাম, মানুষের মর্যাদার জন্য।)

৮। মাসআলা : (শূকরের হাড়ি, পশম ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। এই হারাম, শূকরের নাজাস ও পলীদ হওয়ার কারণে।) শূকর ব্যতীত অন্যান্য মৃত জীবের পশম হাড় এবং শিং ক্রয়-বিক্রয় করা দুর্কৃত্ত আছে।

৯। মাসআলা : কেহ হয়ত কোন জিনিস ক্রয় করিয়াছে কিন্তু এখনও তার দাম চুকাইয়া দিতে পারে নাই। এমন অবস্থায় বিক্রেতা তার নিকট হইতে ঐ জিনিস কম দামে ক্রয় করিয়া নিতে চায়, এইরূপ ক্রয় করা জায়েয নহে। নিলে পুরা দাম দিয়া নিতে হইবে, যেমন কেহ ৫ টাকায় একটি বকরী কিনিয়া নিয়াছে এখনও দাম দেয় নাই। পরে দাম দিতে না পারায় এবং রাখিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় বিক্রেতাকে বলে, ইহা ৪ টাকায় নিয়া যাও বকরীর সঙ্গে একটি টাকা দিয়া দিব। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নাই। বিক্রেতাকে পুরা দাম না দেওয়া পর্যন্ত বিক্রেতার কাছে বিক্রি জায়েয নাই।

১০। মাসআলা : বাড়ী, জমি বা অন্য কোন জিনিস এইরূপ শর্ত করিয়া বিক্রয় করা যে, বিক্রি করিলাম বটে, কিন্তু এত দিন পর্যন্ত দখল দিব না, আমার দখলেই থাকিবে অথবা এইরূপ শর্ত করা যে, এত টাকায় বিক্রি করিলাম বটে, কিন্তু এত টাকা আমাকে করয় দিতে হইবে। অথবা এইরূপ শর্ত করা যে, আপনার নিকট হইতে কাপড় কিনিলাম বটে, কিন্তু শর্ত এই যে, জামা সিলাই করিয়া দিতে হইবে। এই ধরনের শর্ত করিয়া একটার মধ্যে আর একটি চুকাইয়া গড়-বড় করিয়া বিশৃঙ্খলা করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করা না-জায়েয। এইরূপ করিলে বায়'য়ে ফাসেদ হইবে। (সেই আকদ ভাঙ্গি দিতে হইবে। একটা আকদের দায়িত্ব এবং প্রাপ্য চুকানের পর আর একটা আকদ পৃথকভাবে করা যাইতে পারে, তাতে দোষ নাই। কিন্তু একটার মধ্যে আর একটি চুকাইয়া দিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ইসলামী তাহযীব-বিরুদ্ধ।)

১১। মাসআলা : এইরূপ শর্ত করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করা যে, এই গাইটা পাঁচ সের দুধ দিবে, এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় না-জায়েয। এইরূপ করিলে বায়'য়ে ফাসেদ হইবে। অবশ্য জিনিসের সত্য সত্য তারিফ যে টুকু আছে তাহা বর্ণনা করা যাইবে। কিন্তু মিথ্যা তারিফ বর্ণনা করা যাইবে না। তাহা হারাম হইবে।

১২। মাসআলা : মাটির, চীনা মাটির বা রবারের মূর্তির খেলনা অথবা ফটো ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। শরীঅতের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের হইলে এরূপ মালের বিক্রেতা দাম পাইবে না; কেহ ঐ ফটো বা মূর্তি নষ্ট করিয়া ফেলিলে মালিক তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারীও হইবে না।

১৩। মাসআলা : ধান, চাউল, তেল ও ঘি ইত্যাদি যেসব জিনিস ওজন করিয়া বা মাপিয়া ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং উহার মূল্য ঠিক করিয়া ক্রয় করার পর যদি উহা ক্রেতার বা ক্রেতা যে লোক (উকিল) পাঠাইয়াছে তাহার সামনে ওজন করিয়া দিয়া থাকে, তবে বাড়ী যাইয়া ঐ জিনিস পুনরায়

না মাপিয়াও খাওয়া, বেচা বা ব্যবহার করা জায়েয হইবে কিন্তু ক্রেতা বা তাহার উকিলের সামনে না মাপিয়া থাকিলে বরং আগেই মাপিয়া রাখে বা বলে যে, মাপিয়া পাঠাইয়া দিব, এমতাবস্থায় বাড়ী যাইয়া পুনরায় না মাপিয়া ঐ জিনিস খাওয়া, বেচা বা ব্যবহার করা দুরূস্ত হইবে না। না মাপিয়া বিক্রয় করিলে বায়' ফাসেদ হইবে। পরে যদি মাপিয়াও লয়, তবুও বিক্রয় দুরূস্ত হইবে না।

১৪। মাসআলা : ক্রয়-বিক্রয়ের আগে যদি ক্রেতার সামনেও মাপা হইয়া থাকে, তবে সে মাপের এ'তেবার করা হইবে না। ক্রেতার আবার মাপিতে হইবে, না মাপিয়া খাওয়া বা বিক্রয় করা দুরূস্ত নাই।

১৫। মাসআলা : জমিন, বাড়ী ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য অস্থাবর দ্রব্য ক্রয় করিলে তাহা হস্তগত (কবযা) করার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করিলে বায়'য়ে ফাসেদ হইবে।

১৬। মাসআলা : একটা বকরী, একটা গরু বা একখানা নৌকা একজনের কাছ থেকে আপনি কিনিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে একজন আসিয়া বলে যে, এ নৌকা ত আমার; কে যেন চুরি করিয়া আনিয়া আপনার নিকট বিক্রি করিয়া দিয়াছে।' এই দাবীদার তাহার দাবী যদি শরীঅতের আদালতে দুইজন সত্যবাদী সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করিতে পারে, তবে ঐ জিনিস তাহাকে দিয়া দিতে হইবে এবং তার কাছ থেকে কোন দাম বা ক্ষতিপূরণ আপনি আদায় করিতে পারিবেন না। (কারণ, ভুল আপনারই, তাহার ভুল নহে।) অবশ্য আপনি যদি আপনার বিক্রেতাকে ঋজিয়া বাহির করিতে পারেন, তবে তাহার নিকট হইতে জিনিসের দাম এবং ক্ষতিপূরণ উসুল করিবার আপনি হকদার হইবেন।

১৭। মাসআলা : মরা মুরগী, বকরী বা গরু বিক্রয় করা হারাম, মৃত জানোয়ার মেথর চামারকে খাইতে দেওয়া হারাম, অবশ্য যদি ফেলাইয়া দিবার জন্য তাহাকে দেওয়া হয় এবং সে লইয়া গিয়া খায়, তবে জানোয়ারের মালিক গোনাহুগার হইবে না। অবশ্য যদি কেহ ঐ জানোয়ারের চামড়া তুলিয়া নিয়া দাবাগাত করিয়া বিক্রয় করে বা নিজে ব্যবহার করে, তবে তাহা দুরূস্ত হইবে।

১৮। মাসআলা : একজনে একটা জিনিস দাম ঠিক করিতেছে। যাবৎ সে ছাড়িয়া না যায় তাবৎ অন্য একজনের ঐ জিনিসের দাম ঠিক করা জায়েয নহে। (অবশ্য নিলাম ডাকের ছুরত হইলে যাহার যত ইচ্ছা দাম বাড়াইতে পারে।)

একজন একটা জিনিস একজনের নিকট হইতে কিনিতেছে তখন ঐ খরিদদারকে ভাগাইয়া নিজের দিকে আনা অর্থাৎ এইরূপ বলা যে, আপনি ওর কাছ থেকে কিনিবেন না, আমি ওর চেয়ে কম দামে দিব, এরূপ করা জায়েয নহে।

১৯। মাসআলা : আপনি একজনের নিকট হইতে চারিটি পেয়ারা চারি পয়সায় ক্রয় করিয়াছেন। তারপর একজন আসিয়া অনেক বগড়া ও তাকরার করিয়া তাহার কাছ থেকেই চারি পয়সায় পাঁচটি পেয়ারা লইয়াছে। এখন আপনি তার কাছ থেকে আর একটি পেয়ারা নিতে পারেন না। যদি জবরদস্তি করিয়া নেন, তবে তাহা আপনার জন্য হারাম হইবে এবং অন্যায় হইবে। কারণ, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে যার সঙ্গে যেরূপ সাব্যস্ত হয়, তার তদ্রূপই নিবার অধিকার আছে। তার চেয়ে বেশী নিবার ন্যায়সংগত অধিকার নাই।

২০। মাসআলা : একজন লোক একটা জিনিস বেচিতে চায়, কিন্তু আপনার নিকট বেচিতে চায় না। এইরূপ অবস্থায় আপনার তাহার উপর জবরদস্তি করার অধিকার নাই। আপনি যদি

জোর জবরদস্তি তাহার নিকট হইতে ঐ জিনিস নেন, তবে এইরূপ নেওয়া হারাম হইবে। পুলিশেরা (বা গ্রামের মাতব্বরেরা) অনেকে এইরূপ করে। কিন্তু খবরদার, এইরূপ করা চাই না। (বাড়ীর মেয়েলোকদের তাহকীক করিয়া লওয়া দরকার যে, পুরুষেরা জবরদস্তি করিয়া কোন জিনিস আনে কি না।)

২১। মাসআলা : আট আনা করিয়া আলুর সের বিক্রয় হয়। আপনি আট আনা দিয়া এক সের আলু কিনিয়া আরও ৪/৫টি আলু জোর জবরদস্তি বেশী নিয়া নিলেন। ইহা আপনার জন্য হারাম। অবশ্য বিক্রেতা যদি খুশি হইয়া আপনাকে কিছু বেশী দিয়া দেয়, তবে তাহা আপনার জন্য হালাল হইবে। এইরূপে যে মূল্য ধার্য করা হইয়াছে, সেই মূল্যই আপনার দিতে হইবে। (জিনিস হাতে নিয়া মূল্য দেওয়ার সময় জোর জবরদস্তি বা বিক্রেতাকে লাজে শরমে ফেলিয়া দুই-এক আনা কম দেওয়া আপনার জন্য জায়েয নাই। অবশ্য বিক্রেতা যদি খুশী হইয়া, এক আনা দুই আনা কম নেয়, তাহা সে কম নিতে পারে। সে খুশী হইয়া কম নিলে সেটা আপনার জন্য হালাল হইবে।

২২। মাসআলা : যদি কাহারো বাড়ীতে বা জমিতে মৌমাছি বাসা বাধে, তবে ঐ মৌচাকের মালিক বাড়ীওয়ালার বা জমিওয়ালার হইবে। অন্যের জন্য তাহার বিনা অনুমতিতে ঐ চাক কাটিয়া নেওয়া জায়েয নহে। কিন্তু একটি বন্য (জঙ্গলী) পাখী যদি কাহারও গাছে বাসা বাঁধে এবং বাচ্চা দেয়, তবে সে পাখীর মালিক ঐ গাছওয়ালার হইবে না। যে ধরিবে সে-ই মালিক হইবে। কিন্তু পাখীর শাবক ধরিয়া পাখীকে কষ্ট দেওয়া জায়েয নহে।

২৩। মাসআলা : বেশী লাভ পাইবার আশায় দুধের সঙ্গে পানি মিলান। পাটে পানি মিশান, তুলায় মাটি মিশান, ঘিয়ে নারিকেল তৈল মিশান, চাউলের মধ্যে কঙ্কর মিশান ইত্যাদি—এক কথায় ভাল জিনিসের মধ্যে মন্দ জিনিস মিশান বা মাপে কম দেওয়া অতি জঘন্য কাজ। শরীঅত অনুসারে ইহা অতি বড় ভীষণ পাপ এবং সাংঘাতিক হারাম। —অনুবাদক

লাভের উপর মুনাফা চুক্তিতে বিক্রয় করা এবং আসল দামে বিক্রয় করা

১। মাসআলা : এক টাকা দিয়া মাল কিনিয়া সে মাল দশ-বিশ টাকায় বিক্রয় করাও জায়েয আছে; কিন্তু যদি ধোঁকা বা ফাকি হয় তবে এইরূপ ফাকি দিয়া এক পয়সা লাভ হইলেও তাহা হারাম হইবে এবং গোনাহু কবীরা হইবে। যদি মোয়ামালা এইরূপ সাব্যস্ত হয় যে, টাকায় চারি আনা লাভ দেওয়া হইবে অথবা আসল দামে বিক্রয় হইবে—অর্থাৎ, ক্রেতা এইরূপ বলিয়াছে যে, মোটের উপর চারি আনা লাভে মালটা আমাকে দিন, অথবা এইরূপ বলিয়াছে যে, মোটের উপর চারি আনা লাভ নিন, অথবা এইরূপ বলিয়াছে যে, আসল দামে মালটা আমাকে দিন এবং বিক্রেতা তদ্রূপই স্বীকার করিয়া নিয়া এইরূপ বলিয়াছে যে, টাকায় চারি আনা লাভে বিক্রয় করিতেছি, অথবা এইরূপ বলিয়াছে যে, মোটের উপর চারি আনা লাভে আপনার নিকট বিক্রয় করিতেছি অথবা এইরূপ বলিয়াছে যে, আসল দামে আপনার নিকট বিক্রয় করিতেছি, তবে ক্রয় দাম ঠিক ঠিক বলিয়া দেওয়া ফরয। এক পয়সা অতিরিক্ত বলিলেও মহাপাপ গোনাহু কবীরা হইবে (পয়সা হারাম হইবে, বরকত চলিয়া যাইবে)।

২। মাসআলাঃ আসল দামের চুক্তিতে অথবা মুনাফা চুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হইলে ঐ সময় ঐ স্থলেই কেনা দাম বলিয়া দিতে হইবে, নতুবা চলিবে না। যদি এইরূপ বলে যে, আপনি নিয়া যান আমি বিল দেখিয়া দাম ঠিক করিয়া নিব বা বলিয়া পাঠাইব, তবে এইরূপ 'বায়' (ক্রয়-বিক্রয়) জায়েয হইবে না, বায়'য়ে ফাসেদ হইবে।

৩। মাসআলাঃ মুনাফা চুক্তিতে মাল ক্রয়ের পর জানা গেল যে, বিক্রেতা ধোঁকাবাজি করিয়াছে। বিশ্বাসঘাতকতা এবং খেয়ানত করিয়াছে, খরিদ-দাম বেশী লাগাইয়াছে, অথবা চুক্তির চেয়ে মুনাফা বেশী লাগাইয়াছে। এইরূপ অবস্থা হইলে ক্রেতা নিজ ইচ্ছায় যত দাম বেশী লাগাইয়াছে উহার কম দিতে পারিবে না। অবশ্য ইচ্ছা করিলে জিনিস ফেরত দিতে পারিবে; আর যদি আসল দামে ক্রয়-বিক্রয়ের পর এইরূপ ধরা পড়ে যে, আসল দাম বেশী লাগাইয়াছে, তবে ক্রেতা ইচ্ছা করিলে যত বেশী লাগাইয়াছে, তাহা কম দিতে পারিবে।

৪। মাসআলাঃ মাল যদি বাকী খরিদ করিয়া থাকে এবং পরে মুনাফা চুক্তিতে বা আসল দামে ঐ মাল বিক্রয় করে, তবে বলিয়া দিতে হইবে যে, ভাই, আমি মাল বাকী খরিদ করিয়াছিলাম, তাতে এত পড়িয়াছিল। বাকী খরিদের উল্লেখ ব্যতিরেকে মুনাফা চুক্তিতে বা আসল দামে বিক্রয় করিলে সে বিক্রয় দুরূস্ত হইবে না। অবশ্য যদি মুনাফা চুক্তির কোন কথা না থাকে বা আসল দামে বিক্রয়ের কোন কথা না থাকে, তবে বাকী খরিদ বা নগদ খরিদ এইরূপ কিছুই ক্রেতাকে বলার দরকার করে না।

৫। মাসআলাঃ এক ব্যক্তি একখানা কাপড় পাঁচ টাকায় কিনিয়া তারপর ধোলাই করিয়াছে বা রং করিয়াছে বা সেলাই করিয়াছে (বা উহাতে বহন খরচ লাগিয়াছে) এখন যদি এই কাপড় মুনাফা চুক্তিতে বা আসল দামে বিক্রয় করে, তবে খরিদ দামের সঙ্গে ধোলাই, রং, সেলাই বা বহনের খরচ যোগ করিতে পারিবে। কিন্তু এইরূপ বলিবে না যে, আমি এততেই কিনিয়াছি; বরং বলিবে যে, আমার এত পড়তা পড়িয়াছে। এইরূপ বলিলে মিথ্যা হইবে না।

৬। মাসআলাঃ একটা গাভী একজনের একশত টাকায় কিনিয়াছে এবং এক মাস পর্যন্ত খাওয়ানে দশ টাকা খরচ গিয়াছে। এখন যদি মুনাফা চুক্তিতে বিক্রয় করিতে হয়, তবে ঐ দশ টাকা একশত টাকার সঙ্গে যোগ করিয়া বলিতে পারিবে যে, আমার ১১০ টাকা পড়িয়াছে। কিন্তু যদি গাভীটি ৫ টাকার দুধ দিয়া থাকে, তবে তাহা বাদ দিয়া দিতে হইবে এবং বলিবে যে, ১১০ টাকা পড়িয়াছিল কিন্তু ৫ টাকার দুধ পাইয়াছি, সে জন্য ১০৫ টাকা পড়িয়াছে।

সুদের কারবারের বিবরণ

সুদ বড় পাপ বড়ই ঘৃণিত কাজ এবং উহা হইতে বাঁচিয়া থাকার তাকীদ কোরআন হাদীসে বর্ণিত আছে। (ঘুষ খাওয়াও পাপ, দেওয়াও পাপ, ঘুষের দরবার করাও পাপ। অবশ্য কোন যালেম অফিসার বা কোন পাপিষ্ঠ কেরানী আপনারই হক আপনাকে দিয়া দেওয়ার তার যে কর্তব্য ছিল সে কর্তব্য পালন না করিয়া আপনাকে ঘুষ দিতে বাধ্য করে নতুবা আপনার হক অন্য কাউকে দিয়া দিবে। ঐমতাবস্থায় কিছু কিছু দিয়া যদি আপনি আপনার হক আদায় করিয়া নেন, তবে আপনি গোনাহুগার হইবেন না বটে, কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ কেরানী বা অফিসার গোনাহুগার হইবে। কিন্তু যদি আপনার মনোবৃত্তিই হইয়া থাকে যে, নিয়মতান্ত্রিকতা ব্যতীত ঘুষ দিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া নিবেন, তবে আপনি গোনাহুগার হইবেন। এইরূপে সুদ খাওয়া, সুদ দেওয়া, সুদের

দলীল-পত্র লেখা, সুদের সাক্ষ্য দেওয়া, সুদের পক্ষে বিচার করা, ডিক্রি দেওয়া—সবই অতি বড় গোনাহ্' অতি বড় জঘন্য পাপ। কিন্তু একজন না খইয়া মরিতেছে। দেশবাসী জনসাধারণ বা সরকার তাহার সাহায্য করিতেছে না বা বিনা সুদে কর্জ দিতেছে না, এমতাবস্থায় যদি সুদে টাকা অনিয়া সে তাহার বাল-বাচ্চার জীবন রক্ষা করে, তবে এর জন্য সে যতটা গোনাহ্গার হইবে তার চেয়ে বেশী গোনাহ্গার হইবে দেশবাসী জনসাধারণ এবং দেশের সরকার। (ছহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে—হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষ গ্রহণকারী, ঘুষ দাতা এবং ঘুষের দরবার করনেওয়াল্লা এই তিনজনের উপর লান্ৎ অবতীর্ণ হওয়ার ঘোষণা দিয়াছেন। (এইরূপে) সুদদাতা, সুদ গ্রহীতা উহার মধ্যস্থতাকারী, সুদের সাক্ষ্যদাতা, সুদের দলীল লেখক সকলের উপরই লান্ৎ পতিত হওয়ার ঘোষণা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, সুদদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই সমান পাপী। —মুসলেম

আমাদের দেশে সাধারণতঃ শুধু টাকা করযের ব্যাপারে যে সুদ হয় উহাকে সুদ মনে করা হয়; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা ছাড়াও আরো অনেক প্রকারের সুদ আছে, সর্বপ্রকারের সুদ হইতে প্রত্যেক মুসলমানেরই বাঁচিয়া থাকা একান্ত কর্তব্য।)

১। মাসআলা : সাধারণতঃ চারি প্রকারের মাল আছে—(১) সোনা-রূপা বা সোনা-রূপার তৈরী জিনিস-পত্র বা সোনা-রূপার স্থলবর্তী নোট, চেক ইত্যাদি। (২) সোনা-রূপা ব্যতীত অন্যান্য যে সব জিনিস ওজনে বা মাপে ক্রয়-বিক্রয় হয়, লেন-দেন হয় যেমন, ধান, চাউল, গম, আটা, লোহা, পিতল, রুই, তরকারী ইত্যাদি। (৩) যে সব জিনিস গজ দিয়া বা নল দিয়া অথবা শিকল বা ফিতা দিয়া মাপিয়া ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন হয় যেমন, কাপড়, চট, জমি ইত্যাদি। (৪) যে সব জিনিস গণনা করিয়া ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন হয় যেমন, ডিম, আম, আমরুদ, পেয়ারা, কমলা, মাছ, বকরী, গরু, ঘোড়া ইত্যাদি। সুদ সম্পর্কে এইসব জিনিসের হুকুম ভিন্ন ভিন্নরূপে ভালরূপে বুঝিয়া লউন।

২। মাসআলা : সোনা-রূপা ক্রয়-বিক্রয়ের কয়েকটি ছুরত আছে। এক ছুরত এই যে, সোনার বিনিময়ে সোনা বা রূপার বিনিময়ে রূপা ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে। যেমন, হয়ত গিনি দিয়া সোনা, সোনার জেওর কিনিতেছে অথবা রূপার টাকা বা নোট দিয়া জেওর কিনিতেছে। যদি এইরূপ ছুরত হয়, তবে দুইটি কাজ ফরয হইবে। একটি এই যে, উভয় দিকে ওজনে সমান হওয়া চাই, একদিকে বেশী বা কম হইলে সুদ হইবে। দ্বিতীয় ফরয কাজ এই হইবে যে, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ঐ মজলিসেই একে অন্যের থেকে পৃথক হইবার পূর্বেই উভয় পক্ষের দেনা-পাওনা পরিশোধ করিতে হইবে, বাকী যেন না থাকে। যদি জেওর নিয়া পরে গিনি দেয় বা গিনি নিয়া জেওর পরে দেয়, অথবা টাকা বা নোট নিয়া গিনি বা রূপা পরে দেয় বা রূপা নিয়া টাকা পরে দেয়, তবে সুদ হইবে।

৩। মাসআলা : দ্বিতীয় ছুরত এই যে, দুই দিকে একই প্রকার জিনিস নয়—একদিকে সোনা, অন্যদিকে রূপা। এই ছুরতে সমান সমান হওয়া ফরয নহে। (কিন্তু ঐ মজলিসেই উভয় পক্ষের আদান-প্রদান হইয়া যাওয়া ফরয। একটা টাকা বা এক তোলা রূপার বিনিময়ে যতখানি ইচ্ছা সোনা ক্রয়-বিক্রয় তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী করিতে পারে। কিন্তু ঐ মজলিসেই উভয়ের আদান-প্রদান শেষ করিতে হইবে। এইরূপে গিনির বিনিময়ে বা এক তোলা সোনার বিনিময়ে যতখানি ইচ্ছা রূপা তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু ঐ মজলিসেই তাহাদের উভয়ের

আদান-প্রদান শেষ করিতে হইবে, আল্লাহর শরীঅতের পক্ষ হইতে এই বাধ্য-বাধকতা তাহাদের উপর ফরয করা হইয়াছে।

৪। মাসআলা : বাজারে রূপার ভাও খুব চড়া ; এক তোলা রূপার মূল্য হয়ত ১ টাকা। এক টাকায় এক তোলা রূপা বাজারে কেউ দেয় না অথবা রূপার জেওর খুব ভাল গড়নের পাওয়া যায়। ওজন ১০ তোলা, কিন্তু ১২ টাকার কমে দেয় না।

উক্ত অবস্থায় সুদ হইতে বাঁচিবার উপায় এই যে, রূপার টাকায় খরিদ করিও না বরং পয়সা দিয়া কিন। যদি বেশী ক্রয় করিত হয়, তবে আশরাফী দ্বারা ক্রয় কর। অর্থাৎ আঠার আনা পয়সার বিনিময়ে এক ভরি রূপা লও। কিংবা এক টাকার কম রেজকী আর কিছু পয়সা দিয়া কিন, তবে গোনাহ্ হইবে না; কিন্তু রূপার এক টাকা ও দুই আনা পয়সা দিবে না। এইরূপ করিলে সুদ হইবে। এইরূপ যদি ৮ ভরি রূপা ৯ টাকায় নিতে চাও, তবে ৭ টাকা এবং দুই টাকার পয়সা দাও। ৭ টাকার বিনিময়ে ৭ ভরি রূপা হইল। বাকী সব রূপা এই পয়সার বিনিময়ে হইবে। আর যদি দুই টাকার পয়সা না দাও, তবে কম পক্ষে আঠার আনা পয়সা দিতে হইবে; অর্থাৎ, ৭ টাকা ও চৌদ্দ আনার রেজকী দিলে রূপার বিনিময়ে ঐ পরিমাণ রূপা হইল। বাকী রূপা পয়সার বিনিময়ে হইল। আর যদি ৮ টাকা এবং এক টাকার পয়সা দাও, তবে গোনাহ্ হইতে বাঁচিতে পারিবে না কারণ ৮ টাকার বিনিময়ে আট ভরি রূপা হওয়া চাই। আবার এই পয়সা কিসের বিনিময়ে? অর্থাৎ এই পয়সা সুদ হইবে। মোটকথা, এতটুকু সর্বদা মনে রাখিবে, যে পরিমাণ রূপা লইবে উহা অপেক্ষা কম রূপা দিবে আর বাকী পয়সা দিবে। যদি পাঁচ ভরি রূপা পাও তবে পুরা ৫ টাকা দিবে না। দশ ভরি রূপা লইলে পুরা দশ টাকা দিবে না কম দিবে। বাকীটা পয়সায় দিয়া দিবে, তবে সুদ হইবে না। আর একথা স্মরণ রাখিবে এরূপে কোন সময়েই ক্রয় করিবে না যে, ৯ টাকায় এত পরিমাণ রূপা দেও, যদি এরূপ বল তবে সুদ হইবে। বরং বল যে, ৭ টাকা এবং দুই টাকার পয়সার বিনিময়ে এই পরিমাণ রূপা দেও। ভালরূপে বুঝিয়া লও।

৫। মাসআলা : অথবা যদি উভয় পক্ষ রাজি হইয়া যদিকে কম সেদিকে কিছু তামার (দস্তার) পয়সা শামিল করিয়া দেওয়া হয়—যেমন, হয়ত ১০ ভরি রূপার সঙ্গে দুই আনার পয়সা শামিল করিয়া দেওয়া হইল। ক্রেতা ১৪টি টাকা এবং ৮ আনা তামার পয়সা দিল—ইহাও দুরন্ত হইবে। এস্থলে তামার পরিবর্তে রূপা এবং রূপার পরিবর্তে তামা ধরিয়া লওয়া হইবে এবং সুদের হাত হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে। আর বিক্রেতা যদি এইরূপ করিতে রাজী না হয় বা তাকে এরূপ করিতে বলাও সম্ভব না হয়, তবে ক্রেতা এইরূপ করিলে রেহাই পাইতে পারিবে যে, নয়টি টাকা রূপার দিবে বা ৯ টাকার নোট দিবে, বাকী ১ ভরি রূপার পরিবর্তে দস্তা তামা বা পিতলের ৫ টাকা ৬ আনার পয়সা দুয়ানী প্রভৃতি দিবে, ১০ ভরি রূপার পরিবর্তে পুরা ১০ টাকা রূপা (বা ১০ টাকার নোট) দিবে না। কারণ, তাহা হইলে সুদ হইতে রেহাইর ছুরত হইবে না। (অজ্ঞ লোকেরা এইরূপ করাকে হিলা, চতুরতা বা খেলা মনে করে। কিন্তু যাহারা বিজ্ঞ লোক তাহারা জানেন যে, ইহা খেলা বা হিলা চতুরতা নয়; বরং ইহা আল্লাহর আইনের মর্যাদা রক্ষার্থে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।)

৬। মাসআলা : যদি বাজারে রূপা সস্তা হয়। রূপার এক টাকায় দেড় তোলা রূপা পাওয়া যায়। এ অবস্থায় রূপার এক টাকা দিয়া এক ভরি রূপা নিলে নিজের দুনিয়ার লোকসান হয়। আবার এক টাকা দিয়া দেড় ভরি নিলে সুদ হইয়া যায় এবং নিজের দ্বীনের ও ঈমানের লোকসান হয়। এখন বুদ্ধি খাটাইয়া এমন পথ অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে দুনিয়ার লোকসানও না হয়,

আবার সুদ হইয়া দ্বীনের লোকসানও না হয়। সেই পথ এই যে, দামের সংগে কিছু তামা পিতলের বা দস্তার পয়সা মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে—চাই দুই আনার বা এক আনার পয়সা হউক বা এক পয়সাই হউক। যেমন, হয়ত যদি ১০ টাকায় ১৫ তোলা রূপা পাওয়া যায়, তবে নয় টাকা এবং এক টাকার পয়সা দিলে বা সাড়ে নয় টাকা ও আট আনার পয়সা দিলে সুদ হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে। এইরূপ ধরা হইবে যে, ৯ টাকার পরিবর্তে ৯ ভরি রূপা এবং এক টাকার তামা, দস্তা প্রভৃতির পয়সার পরিবর্তে ছয় ভরি রূপা। এইরূপ করিলে সুদের গোনাহ হইতে মুক্তি পাওয়ার পথ হইবে। দুনিয়া এবং দ্বীন উভয়ই রক্ষা পাইবে। মনে রাখিবে এরূপ বলিবে না যে, ১০ টাকায় ১৫ তোলা রূপা কিনিলাম; বরং এইরূপ বলিবে যে, ৯ টাকা এবং এক টাকার তামার পয়সার পরিবর্তে ১৫ ভরি রূপা কিনিলাম।

৭। মাসআলা : কম দরের খারাপ রূপা বা সোনা দিয়া বেশী দরের ভাল রূপা বা সোনা নিতে হইবে অথচ বাজারে সমান সমান কেহই দিবে না। আবার কম বেশী করিলে সুদ হইয়া গোনাহ্গার হইতে হইবে। এখন এই গোনাহ্ হইতে বাঁচার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যে, আগে আপনার কাছে যে খারাপ রূপা বা সোনা আছে তার দাম লাগাইয়া সেই দামে বিক্রয় করিয়া ফেলেন; তারপর ভাল রূপা বা সোনা তার দর দিয়া কিনেন। এখানেও মনে রাখিবেন, বেচা-কেনার সময় সুদ হইতে বাঁচার জন্য উপরে যে দুই-তিনটি উপায় লেখা হইয়াছে তদনুসারে কাজ করিবেন।

৮। মাসআলা : যদি চাঁদির জরিদার কাপড় রূপার টাকায় ক্রয় করিতে হয়, তবে এইখানেও সহজ পস্থা এই যে, উভয় দিকে এক এক পয়সা মিলাইয়া লও।

৯। মাসআলা : খাটি সোনা বা খাটি রূপার তৈয়ারী কোন জিনিস কিনিতে হইলে যদি সোনার জিনিস রূপার টাকা দিয়া কিনেন, বা রূপার জিনিস সোনার গিনি বা তামার পয়সা দিয়া কিনেন, তবে ওজনে সমান হওয়ার প্রশ্ন এখানে আসিবে না। কিন্তু খবরদার, উভয় পক্ষের আদান-প্রদান যখন তখন হইতে হইবে, কাহারো তরফ কিছু বাকী থাকিতে পারিবে না, নতুবা গোনাহ্গার হইতে হইবে। আর যদি সোনার জিনিস সোনার গিনি দিয়া এবং রূপার জিনিস রূপার টাকা বা নোট দিয়া কিনেন, তবে সমান সমান হইতে হইবে। যদি বাজার দরের কারণে বা অন্য কারণে কম বেশী করিতে হয়, তবে উপরে যে তামার পয়সা মিলাইয়া দেওয়ার উপায়ের কথা বলা হইয়াছে সুদের গোনাহ্ হইতে বাঁচার জন্য তদ্রূপ করিতে হইবে।

১০-১১। মাসআলা : সোনা-রূপার জেওর কিনিতে হইবে। জেওরের মধ্যে সাধারণতঃ অন্য কিছু পাথর ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। এরূপ অবস্থায় সোনার জেওর রূপার টাকার পরিবর্তে বা রূপার জেওর গিনির টাকার পরিবর্তে কিনিতে কোন মুশ্কিল নাই। কিন্তু যদি রূপার জেওর টাকার পরিবর্তে বা সোনার জেওর গিনির পরিবর্তে কিনিতে হয়, তবে লক্ষ্য রাখিবে যে, যদি মূল্যের সোনা-রূপা জেওরের সোনা রূপার চেয়ে কম বা সমান হয়, তবে জায়েয হইবে না, সুদ হইবে। কিন্তু যদি মূল্যের সোনা রূপা জেওরের সোনা-রূপার চেয়ে বেশী হয়, তবে জায়েয হইবে, সুদ হইবে না। কেননা এরূপ ছুরত হইলে কেনা-বেচার জন্য ঐ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহা উপরে লেখা হইয়াছে অর্থাৎ মূল্যের রূপা জেওরের রূপা হইতে কিছু কম রাখিয়া বা মূল্যের সোনা জেওরের সোনা হইতে কিছু কম রাখিয়া বাকীটি অন্য জিনিস দিয়া (তামা, দস্তার পয়সা ইত্যাদি দিয়া) পুরা করিয়া দিতে হইবে।

১২। মাসআলা : আপনার হাতের আংটি দিয়া অন্যের হাতের আংটি আপনি নিতে চান। এখন দেখুন, উভয়ের আংটিতে পাথর (নাগিনা) লাগান আছে কিনা। যদি উভয়ের আংটিতে পাথর লাগান থাকে, তবে (ওজন) কম বেশী হইলে ক্ষতি নাই। আর যদি দোনোটো সাদা (নাগিনা পাথরহীন) হয়, তবে কম বেশী হইতে পারিবে না। আর যদি একটা সাদা এবং অন্যটা পাথর লাগান হয়, তবে যেটা সাদা সেইটার সোনা কিছু বেশী হওয়া চাই, নতুবা সুদ হইবে এবং গোনাহ্ হইবে। তবে এর সব ছুরতেই সংগে সংগে যখন তখন উভয় তরফের আদান-প্রদান হইয়া যাইতে হইবে। যদি একজনে বলে যে, আমাকে অবিশ্বাস করেন না কি? আমার আংটিটা আমি একটু পরে দিব—এরূপ বলা জায়েয হইবে না। এরূপ করিলে সুদের গোনাহ্ হইবে।

১৩। মাসআলা : যে-সব মাসআলার মধ্যে বলা হইয়াছে যে, যখন তখন সঙ্গে সঙ্গে উভয়পক্ষের আদান-প্রদান হইতে হইবে, তাহার অর্থ এই যে, ঐ মজলিসে বসা থাকিতে, উঠিয়া চলিয়া যাওয়ার আগেই উভয়ের আদান-প্রদান শেষ করিতে হইবে। যদি একজন উঠিয়া চলিয়া যায়, তবে আর কেনা-বেচা হইল না। এইরূপ কাজ না করিলে সুদের গোনাহ্ হইবে। মেছাল স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আপনি দশ টাকার রূপা বা সোনা অথবা সোনা-রূপার কোন জিনিস সোনার পোদ্দার হইতে ক্রয় করিয়াছেন, এখন আপনার যখন-তখন ঐখানে থাকিতে থাকিতেই দশটি টাকা দিয়া দিতে হইবে। যদি আপনি টাকা সঙ্গে সঙ্গে না দিয়া থাকেন, তবে ঐ কেনা-বেচা ঠিক রাখিতে হইলে আপনার ঐখানে বসিয়া থাকিয়াই কাহারো দ্বারা টাকা নেওয়াইতে হইবে বা কাহারো নিকট হইতে হাওলাৎ নিয়া টাকা দিতে হইবে (এইরূপে পোদ্দারও যদি জিনিস বাড়ী রাখিয়া আসিয়া থাকে, তবে হয় তাহার ঐখানে আপনার সামনে বসিয়া থাকিয়াই জিনিস অন্য কাহারো দ্বারা আনাইয়া তাহাকে আপনার হাতে দিতে হইবে, নতুবা সে যদি বলে যে, আমি নিজে যাইয়া বাড়ী হইতে আনিয়া দিতেছি, তবে আপনার তার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে এবং সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইবে। যদি আপনাকে বাহিরে রাখিয়া সে বাড়ীর ভিতর চলিয়া যায় বা অন্য কোথাও চলিয়া যায়, তবে আগের ঐ বেচা-কেনা আর থাকিবে না; নূতন করিয়া বেচা-কেনা করিতে হইবে, দর-দামও নূতন হইতে পারিবে। (শরীঅতের এরূপ কড়াকড়ি করার মধ্যে বড় হেকমত আছে। দুনিয়াতে আমরা দেখি, সোনা-রূপার দাম ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়িতে কমিতে থাকে।)

১৪। মাসআলা : (সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয়ের আইন বড় কড়া।) ইহা কেনা-বেচার কথা হইয়া যাওয়ার পর যদি ক্রেতা বা বিক্রেতা পেশাব করিতে চলিয়া যায় বা দোকানদার দোকানের ভিতরের দিকে চলিয়া যায় এবং একে অপর হইতে পৃথক হইয়া যায়, তবুও আগের বেচা-কিনা না-জায়েয হইবে এবং সুদী কারবার হইয়া যাইবে (অর্থাৎ, তাহার কোন মূল্য থাকিবে না।) পুনরায় নূতন করিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলিতে হইবে।

১৫। মাসআলা : যদি সোনা-রূপার কোন জিনিস বাকী কিনিতে হয়, তবে তাহার উপায় এই যে, দোকানদারের নিকট হইতে দামের টাকা আপনি করয নেন। করয দিয়া সেই টাকা দ্বারা দাম পরিশোধ করেন। করযের টাকা আপনার জিন্মায় বাকী থাকুক, পরে শোধ করিবেন। এইরূপ করিলে সুদের গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া যাইবেন।

১৬। মাসআলা : যদি খাঁটি সোনার কামদার দোপাট্টা, টুপি, চাদর বা অন্য কোন জিনিস কিনিতে হয়, তবে উহাতে যে পরিমাণ সোনা আছে উহার মূল্য যখন তখন দিতে হইবে, ঐ পরিমাণ বাকী থাকিতে পারিবে না, অন্যথায় সুদ হইবে। অতিরিক্তটার দাম পরে দিলেও চলিবে।

১৭। মাসআলাঃ টাকা দিয়া টাকার পয়সা বা দস্তা-পিতলের সিকি দুয়ানী রেজগী নিতে হইলে যখন তখন আদান-প্রদান না হইলেও সুদের গোনাহ্ হইবে না। অবশ্য যদি পয়সার সাথে রূপার রেজগী থাকে, তবে আদান-প্রদান সঙ্গে সঙ্গে হইতে হইবে। শর্ত এই যে, দোকানীর কাছে পয়সা আছে কোন কারণে দিতে পারে না। আর যদি সব পয়সা তখন দোকানীদের কাছে না থাকে অথচ আপনার এখনই কিছু পয়সার প্রয়োজন তবে এই করিতে পারেন যে, যেই পরিমাণ পয়সা তার কাছে আছে সেই পরিমাণ আপনি তখন তার কাছ থেকে করয নেন। আর আপনার টাকা তার কাছে আমানত রাখেন। তারপর যখন তার কাছে পুরা পয়সা আসিবে, তখন সব পয়সা নিয়া আপনি আপনার কাজ মিটাইয়া দিবেন এবং আমানতের টাকা তাকে নিজস্ব করিয়া দেওয়ার এজায়ত দিবেন। এইরূপ করিলে সুদের গোনাহ্ হইতে বাঁচিবেন। (ভিড়ের মধ্যে ভুল হইয়া পরে গোলমাল না হয় সেজন্য বারবার বলিয়া বলাইয়া লওয়া উচিত। নতুবা একে অন্যের সামনে দেখাইয়া লিখিয়া লওয়া সবচেয়ে ভাল।)

১৮। মাসআলাঃ টাকা দিয়া গিনি লওয়া বা গিনি দিয়া টাকা লওয়ার মধ্যে যখন তখন সামনা-সামনি উভয় পক্ষের আদান-প্রদান হইয়া যাওয়া ওয়াজিব।

১৯। মাসআলাঃ সোনা-রূপার জিনিস টাকা বা গিনি দিয়া কিনিলে এরূপ বলা জায়েয নাই যে, তিন দিন পর্যন্ত আমার নেওয়ার বা না দেওয়ার এখতিয়ার আছে। অর্থাৎ সোনা-রূপার কারবারে খেয়ারে শর্ত নাই।

২০। মাসআলাঃ সোনা রূপা ব্যতীত অন্যান্য যে সব জিনিস বাটখারা দিয়া বা কাঁটা দিয়া ওজন করিয়া অথবা কাঠা পোয়া দিয়া মাপিয়া ক্রয়-বিক্রয় হয়—যেমন, ধান, চাউল, গম, যব, তামা, পিতল, তেল, তরকারী, নিমক ইত্যাদি—সেই সব জিনিস বদলাই করিতে হইলে যদি প্রকার এক হয়, তবে পরিমাণও এক সমান হইতে হইবে। যেমন যদি কেউ ধানের বদলে ধান নিতে চায় বা গমের বদলে গম নিতে চায়, তবে দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব। প্রথমটি এই যে, দোনো দিকে পরিমাণ সমান হইতে হইবে, একটু বেশী-কম লইলে সুদ হইবে। দ্বিতীয় এই যে, দোনো দিকের আদান-প্রদান এক সময় হইতে হইবে। অন্ততঃ পক্ষে এতটুকু হইতে হইবে, দোনো দিকের ধান বা দোনো দিকের গম আলগ করিয়া মাপিয়া রাখিয়া দেখাইয়া বলিতে হইবে যে, এই আপনার ধান; যখন ইচ্ছা আপনি নিয়া যাইবেন। যদি এরূপ না করিয়া একে অন্যের থেকে পৃথক হইয়া যায় তবে সুদের গোনাহ্ হইবে। (এক্ষেত্রে বাকী কেনা-বেচা চলিবে না। যদি বাকী কেনা-বেচা করিতে হয়, তবে টাকা হিসাবে দাম ধরিয়া কেনা-বেচা করিতে হইবে। যেমন, যদি একজনে খাবার ধান দিয়া বীজধান দিতে চায় এবং দুই এক দিন পরে দিতে চায়, তবে এইরূপ করিতে হইবে যে, আপনার নিকট হইতে আমি এক মণ বীজধান ২০০০ টাকায় কিনিলাম, এই বিশ টাকার আমি এক মণ খাবার ধান অমুক সময় আপনাকে দিব।)

২১। মাসআলাঃ পরিমাণ করিয়া যেসব জিনিসের কেনা-বেচা হয় সেইসব জিনিসের নাম প্রকার এক হইলে একটার সঙ্গে আর একটার বদলাই করিতে হইলে গুণ বিভিন্ন হওয়ার দরুন পরিমাণে কম-বেশী করা যাইবে না, কম-বেশী করিলে সুদ হইবে। খারাপ ধান দিয়া ভাল ধান নেওয়ার ইচ্ছা, আউস ধান দিয়া বালাম ধান নেওয়ার ইচ্ছা বা খাবার ধান দিয়া বীজধান নেওয়ার ইচ্ছা—কিন্তু সমান সমান কেউ দেয় না। এ অবস্থায় সুদের গোনাহ্ হইতে বাঁচার উপায় এই যে, আগে আপনি আপনার খারাপ ধান টাকার হিসাবে বিক্রয় করিয়া ফেলেন, তারপর টাকার হিসাবে

আবার ভাল ধান ঐ টাকা দিয়া ঐ লোকের নিকট হইতে কেনেন বা অন্যের নিকট হইতে কেনেন। এইরূপ করিলে দুরূস্ত হইবে; সুদের গোনাহ হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে।

২২। মাসআলা : পরিমাণ এবং পরিমাপ করিয়া যে সব জিনিস বিক্রয় হয়, যদি তার নাম প্রকার এক না হয়, তবে পরিমাণ সমান না হইলেও চলিবে। যেমন, যদি ধান দিয়া গম নিতে হয় বা তিল নিতে হয়, তবে পরিমাণ এক সমান হইতে হইবে না। এক মণ ধানের বদলে দুই মণ গম, তিল বা সরিষা নিতে পারিবে ইহাতে সুদ হইবে না, কিন্তু উভয় পক্ষের আদান-প্রদান এক সংগে করা এক্ষেত্রেও ওয়াজিব। —উভয় পক্ষ সামনে থাকিতে থাকিতেই আদান-প্রদান করিতে হইবে। অথবা অন্ততঃ পক্ষে উভয় পক্ষের জিনিস পৃথক করিয়া দিতে হইবে, নতুবা সুদের গোনাহ হইবে।

২৩। মাসআলা : এক সের চাউল দিয়া যদি আলু কিনিতে হয়, তবে পরিমাণে সমান হওয়ার প্রয়োজন নাই। এক সের চাউলের পরিবর্তে দুই সের আলুও বিক্রয় হইতে পারে। কিন্তু এক সংগেই চাউল এবং আলুর আদান-প্রদান হইতে হইবে, স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র গেলে সুদের গোনাহ হইবে।

২৪। মাসআলা : যে সব জিনিস ওজনে বিক্রয় হয় তাহা যদি টাকা পয়সা দিয়া খরিদ করা হয় কিংবা কাপড় ইত্যাদি যাহা ওজনে বিক্রয় হয় না বরং গজ মাপিয়া কিংবা গণনা করিয়া বিক্রয় হয়; যেমন এক থান কাপড়ের বদলে গম ইত্যাদি দিল কিংবা গম, বুট দিয়া আমরুদ, কমলা ইত্যাদি যাহা গণিয়া বিক্রয় হয়। মোটকথা, এক দিকে এমন জিনিস যাহা ওজনে বিক্রয় হয় আর অপর দিকে গণনা বা গজের মাপে বিক্রয়ের জিনিস, তবে এমতাবস্থায় ঐ দুইটি বিষয়ের কোনটির ওয়াজিব নহে। এক পয়সার যতটুকু ইচ্ছা গম আটা তরকারী খরিদ করিতে পারে। এইরূপে কাপড় দিয়া যত ইচ্ছা শস্য লইতে পারে। গম, বুট ইত্যাদি দিয়া যত ইচ্ছা আমরুদ, কমলা লেবু ইত্যাদি লইতে পারে। স্থানে থাকিতেই আদান-প্রদান হউক কিংবা পৃথক হওয়ার পর হউক, সব রকমেই দুরূস্ত আছে।

২৫। মাসআলা : আটার বদলে গম কোন প্রকারেই দুরূস্ত নাই। এক সের গমের বদলে এক সের আটা কিংবা কম বেশী হওয়া সর্ব অবস্থায়ই নাজায়েয। অবশ্য যদি গম দিয়া গমের আটা না লয় বরং বুট ইত্যাদি অন্য কোন জিনিসের আটা লয়, তবে জায়েয আছে। কিন্তু সামনাসামনি আদান-প্রদান করিতে হইবে।

[মাসআলা : সোনা-রূপা ব্যতীত অন্যান্য যে সব জিনিস কাঠা পোয়া দিয়া মাপিয়া বা কাঁটা বাটখারা দিয়া ওজন করিয়া বিক্রয় হয় না গণনা করিয়া বিক্রয় হয় বা গজ-ফুট বা ফিতা দিয়া মাপিয়া বিক্রয় হয়, সে সব জিনিস একে অন্যের সংগে বদলাই করিতে হইলে সংখ্যায় এক সমান হওয়ার প্রয়োজন নাই এবং এক সংগে আদান-প্রদান হওয়ারও প্রয়োজন নাই। ১০টা পেয়ারার পরিবর্তে ৫টা আম বা কমলা বদলাই হইতে পারে এবং যখন-তখন উভয় পক্ষের আদান-প্রদান না হইলেও গোনাহ হইবে না।]

২৬। মাসআলা : এক দিকে বালাম চিকন চাউল অন্য দিকে আউসের মোটা চাউল বদলাই করিতে হইলে বেশকম করা চলিবে না। বদলাই করিতে ইহার দোনো দিক এক সমান হইতেই হইবে, এইরূপ সমান হওয়া ওয়াজিব। যদি এক সমান না দেয়, তবে দাম ধরিয়া টাকা-পয়সায় ক্রয়-বিক্রয় করিতে হইবে, তবেই সুদের গোনাহ হইতে বাঁচা যাইবে, নতুবা নহে। আর যদি চাউল

দিয়া গম বা গমের আটা বদলাই করিতে হয়, তবে বেশকম করা যাইবে, তাতে দোষ হইবে না, কিন্তু এক সংগে আদান প্রদান হইতে হইবে।

২৭। মাসআলা : সরিষার বদলাই সরিষার তেলের সংগে বা তিলের বদলাই তিলের তেলের সংগে জায়েয নাই। অবশ্য তিল বা সরিষার বিনিময়ে যে তেল লওয়া হইতেছে তাহা যদি তিল এবং সরিষার মধ্যে যে তেল আছে তার চেয়ে বেশী হওয়া নিশ্চিত হয়, তবে জায়েয আছে। অবশ্য সামনাসামনি আদান-প্রদান হইতে হইবে আর যদি কম কিংবা সমান হয়, কিংবা যদি সন্দেহ হয় যে, বেশী হইবে না, তবে জায়েয নাই, সুদ হইবে। (অবশ্য গমের বদলাই যবের ছাতুর সংগে বা তিলের বদলাই সরিষার তেলের সংগে এবং সরিষার বদলাই তিলের তেলের সংগে জায়েয আছে। তিলের বদলাই তিলের তেলের সংগে বা সরিষার বদলাই সরিষার তেলের সংগে করিতে হইলে উভয় তরফে পয়সা হিসাবে দাম ধরিয়া ক্রয়-বিক্রয় করিতে হইবে, নতুবা সুদের গোনাহু হইবে।)

২৮। মাসআলা : গরুর গোশতের বদলে বকরীর বা খাসীর গোশত নিতে হইলে পরিমাণে এক সমান হইতে হইবে না, বেশ কম জায়েয আছে। কিন্তু এক সংগে আদান-প্রদান হইতে হইবে।

২৯। মাসআলা : তামার লোটা দিয়া তামার ডেগ লইলে বা এলুমিনিয়ামের বদনা দিয়া এলুমিনিয়ামের পাতিল লইতে হইলে ওজনে এক সমান হইতে হইবে এবং এক সংগে আদান-প্রদান শেষ করিতে হইবে। আর যদি একদিকে তামা অপর দিকে লোহা বা পিতল হয় তবে ওজনে কম বেশী জায়েয আছে। অবশ্য আদান-প্রদান সামনাসামনি হইতে হইবে।

৩০। মাসআলা : এক সের চাউল একজনে ধার নিতে চায়, কিন্তু তার বদলে ২ সের আলু দিতে চায়। এরূপ করা জায়েয নাই। যদি এরূপ করার দরকার পড়ে, তবে এই করিতে হইবে যে, হয়ত আলু এখনই দিয়া দিতে হইবে, না হয় এখন এক সের চাউল ধার নিয়া যাউক; পরে যখন দেওয়ার সময় হয়, তখন বলিতে হইবে যে, ভাই, আপনার নিকট আমি এক সের চাউল দেনাদার আছি; সেই দেনার পরিবর্তে আমি দুই সের আলু দিতেছি; এরূপ করা জায়েয আছে।

৩১। মাসআলা : মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সব মাসআলার মধ্যে বলা হইয়াছে যে, যখন তখন সংগে সংগে সামনাসামনি উভয় পক্ষের আদান-প্রদান হইতে হইবে—তাহার অর্থ এই যে, সোনা রূপার কারবারের মধ্যে ত যখন তখন উভয় পক্ষের মাল উভয় পক্ষের হস্তগত হইতে হইবে। এ ছাড়া অন্যান্য ছুরতে হস্তগত না হইলেও যদি তৎক্ষণাৎ সংগে সংগে সামনাসামনি উভয়পক্ষের মাল নির্দিষ্ট হইয়া যায় এবং পৃথক করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে সুদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। উভয় পক্ষের মাল কমছে-কম নির্দিষ্ট এবং পৃথক করা না হইলে সুদ হইবে।

৩২। মাসআলা : যে সব জিনিস কাঁটা বা বাটখারা দিয়া ওজন করিয়া বা কাঠা পোয়া দিয়া বিক্রয় করা হয় না; গণনার দ্বারা, গজ দ্বারা বা ফিতার দ্বারা মাপিয়া বিক্রয় হয়, সেই সব জিনিসের মাসআলা এই যে, যদি পয়সার দ্বারা বিক্রয় না করিয়া দুইটি জিনিসের বদলাই করে, তবে উভয় জিনিসের নাম-প্রকার এক হইলে—যেমন, যদি পেয়ারার বদলে পেয়ারা নেয়, কাপড়ের বদলে কাপড় নেয় তবে উভয় দিকে সমান হওয়া শর্ত নহে; বেশকম হইতে পারিবে। কিন্তু ঐ একই সময়ে উভয়ের আদান-প্রদান শেষ করিতে হইবে। আর যদি দুই দিকে দুই প্রকার

জিনিস হয়—যেমন, যদি পেয়ারার বদলে কমলা নেয় বা চাউল দিয়া কমলা নেয় বা শাড়ি দিয়া লুঙ্গি নেয়, তবে এক সমান হওয়াও ওয়াজিব নহে এবং এক সংগে আদান-প্রদান হওয়াও ওয়াজিব নহে।

৩৩। মাসআলা : সোনা-রূপার কারবার ছাড়া অন্য জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় মাসআলার সারকথা সহজের জন্য আবার বলিতেছি, ভালো মত বুঝিয়া লউন : টাকা-পয়সার পরিবর্তে ক্রয়-বিক্রয় হইলে ত কথাই নাই। সেখানে দুই শর্তের এক শর্তও নাই। প্রথম শর্ত এই যে, উভয় পক্ষের মাল সমান হওয়া, আর দ্বিতীয় শর্ত এই যে, উভয় পক্ষের আদান-প্রদান এক সংগে যখন তখন সামনাসামনি হওয়া। অবশ্য মালের বদলাই যদি মালের সংগে করিতে হয়, তবে দেখিতে হইবে—যদি উভয় দিকে এক প্রকারের মাল হয় এবং ওজনে মাপে বিক্রয় হয় যেমন, যদি ধানের বদলে ধান, ছোলার বদলে ছোলা নিতে চায়, তবে উপরের দোনো শর্ত পালন করিতে হইবে। আর যদি এমন হয় যে, দোনো দিকে একই প্রকারের জিনিস বটে, কিন্তু ওজনে বিক্রয় হয় না গণনায় বা গজে বিক্রয় হয়—যেমন যদি ডিমের বদলে ডিম, কমলার বদলে কমলা, কাপড়ের বদলে কাপড় নিতে চায়, অথবা দুই প্রকার মাল হয়, কিন্তু ওজনে বিক্রয় হয়—যেমন ধানের বদলে তিল নিতে চায় বা মটরের (ডালের) বদলে সরিষা নিতে চায়, তবে এই দুই ছুরতে এক সমান হওয়ার যে শর্ত সে শর্ত থাকিবে না। কিন্তু এক সংগে যখন তখন আদান-প্রদানের শর্ত ওয়াজিব থাকিবে। আর যেখানে প্রকারে এক নয়, ওজন বা মাপে বিক্রয় হয় না, যেমন যদি ডিমের বদলে কমলা বিক্রয় করে বা কাপড়ের বদলে জমিন বিক্রয় করে, দুই শর্তের এক শর্তও ওয়াজিব থাকিবে না।

৩৪। মাসআলা : চীনা রেকাবীর বদলে যদি চীনা রেকাবী নেওয়া হয় বা এনামেলের মাল নেওয়া হয়, তবে এক সমান হওয়ার শর্ত থাকিবে না। একখানা চীনা রেকাবীর বদলে দুই খানা চীনা রেকাবী অথবা দুইখানা এনামেলের খাল নিলে তাহা জায়েয হইবে। এইরূপে একটি সূঁচের বদলে দুইটি সূঁচ নিল তাহাও জায়েয হইবে। কিন্তু যদি কেহেম ও নাম-প্রকার এক হয়—যেমন, যদি চীনা রেকাবীর বদলে চীনা রেকাবী নেয় অথবা এনামেলের বদলে এনামেল নেয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সামনা সামনি উভয় পক্ষের আদান-প্রদান এক সঙ্গে হইতে হইবে। আর যদি কেহেম ভিন্ন হয়—যেমন, যদি এনামেলের বদলে এলুমিনিয়াম নেয়, তবে এক সংগে আদান-প্রদানের শর্তও ওয়াজিব থাকিবে না।

৩৫। মাসআলা : আপনার বাড়ীতে মেহমান আসিয়াছে; ঘরে ভাত পাকান নাই; পড়শীর বাড়ী হইতে ভাত করয আনিতে হইবে। যত পরিমাণ চাউলের ভাত তত পরিমাণ চাউলের ভাত দিয়া দিলে এরূপ করয নেওয়া-দেওয়া জায়েয আছে।

৩৬। মাসআলা : (বাড়ীর মেয়েলোকদিগকে এই সব মাসআলা ভালোমত বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। এমন কি) যে চাকর বা মামার দ্বারা সদায়পাতি কেনা হয়, তাহাদিগকেও বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে, এইভাবে কিনিলে সুদ হইবে; আর এইভাবে কিনিলে সুদ হইবে না। স্বামী বা মেহমান যাহাকে খাওয়াইবে সকলের গোনাহ্ তোমার উপর বর্তিবে।

বায়'য়ে সলমের বিবরণ

১। মাসআলা : ফসল পাকার আগে বা পরে ভাদ্র মাসে বা অগ্রহায়ণ মাসে আপনি একজন ফসলকারকে একশত টাকা দিলেন যে, আমাকে ৫ টাকা মণ দরে ২০ মণ আমন ধান দিতে হইবে এবং ১৫ই মাঘের মধ্যে আমার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে এবং তখন বাজার দর কি হইবে—বেশী হইবে না কম হইবে তাহা দেখা যাইবে না ; আমাকে ৫ টাকা মণ দরে দিতে হইবে। এই কথায় স্বীকার করিয়া টাকা গ্রহণ করিলে টাকা গ্রহণকারী নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট মাল পৌঁছাইয়া দিতে শরীঅতের আইন অনুযায়ী বাধ্য থাকিবে। এইরূপ অগ্রিম দাম দিয়া ক্রয়-বিক্রয় করাকে বায়'য়ে সলম বলে। বায়'য়ে সলম শরীঅতে দুরূস্ত আছে। কিন্তু ইহা দুরূস্ত হইবার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। যথা—(১) প্রথম শর্ত এই যে, ধান, পাট বা মটর যে মাল ক্রয় করিবে তার কোয়ালিটি (গুণ) এমন পরিষ্কারভাবে বলিতে হইবে, যাহাতে পরে কোন মত বিরোধ বা ঝগড়া-বিবাদ দেখা না দিতে পারে। আউস ধান, গোড়ালে, না গোড়ালে আগালে মিশান ধান, খুব শুকনা, না আধা শুকনা, আধা ভিজা ধান ইত্যাদি কোয়ালিটি এমন পরিষ্কারভাবে দুইজন সাক্ষীর সামনে লিখিতে বা বলিতে হইবে, যাহাতে আদৌ কোন মতবিরোধ বা ঝগড়া দেখা দিতে না পারে। শুধু যদি এতটুকু বলে যে, আমাকে ১০০ টাকায় ২০ মণ ধান দিতে হইবে, তবে জায়েয হইবে না। (২) দ্বিতীয় শর্ত এই যে, যে সময় এইরূপ বেচা-কেনার কথাবার্তা ঠিক হইবে অর্থাৎ আকদ বাঁধা হইবে, তখনই দর কাটিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে যে, এত টাকা মণ দরে দিতে হইবে। যেমন, হয়ত বলিল, ৫ টাকা দরে দিতে হইবে। আর যদি এইরূপ বলে যে, তখন বাজারে যে দর থাকে সেই দরে দিতে হইবে বা তার চেয়ে মণ প্রতি ২ টাকা কম নিতে হইবে বা বর্তমানে বাজারে যে দর আছে, তার চেয়ে মণ প্রতি ২ টাকা কম বেশী দিতে হইবে, তবে এরূপ বেচা-কেনা শরীঅতে দুরূস্ত এবং জায়েয হইবে না। (৩) তৃতীয় শর্ত এই যে, যত টাকার মাল নিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া ঐ সময়েই বলিতে হইবে। যেমন, হয়ত বলিল যে, আমাকে ১০০ টাকার ধান দিতে হইবে। যদি এইরূপ বলে যে, আমি কিছু টাকার ধান নিব, আপনি আমাকে এত দরে দিবেন, তবে তাহা দুরূস্ত হইবে না। (৪) চতুর্থ শর্ত এই যে, যে সময় কেনা-বেচার কথা হইবে ঐ সময় টাকা না দিয়া একজন উঠিয়া যায়, তবে যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা সব বাতিল হইয়া যাইবে; পুনরায় নূতন করিয়া আকদ বা কথা-বার্তা ঠিক করিতে হইবে। আর যদি ৫০ টাকা ঐ মজলিসে দিয়া বাকী ৫০ টাকার জন্য দোকানে বা বাড়ী যায়, তবে ঐ মজলিসে যে ৫০ টাকা দিয়াছে তাহার কিনা-বেচা ত দুরূস্ত হইয়াছে; বাকী ৫০ টাকার কথাবার্তা পুনরায় নূতনভাবে বলিতে হইবে, নতুবা নহে। (৫) পঞ্চম শর্ত এই যে, মাল দেওয়ার মুদৎ কমছে কম এক মাস হইতে হইবে। অর্থাৎ, যখন টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং মাল দেওয়ার কথাবার্তা হইয়াছে, তখন হইতে মাল দেওয়ার মুদৎ কমছে কম এক মাসের হওয়া চাই। এক মাসের কম হইলে বায়'য়ে সলম দুরূস্ত হইবে না। বেশী যত হয় তাতে দোষ নাই। কিন্তু দিন তারিখ মাস সব ঠিক করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে যাহাতে পরে ঝগড়া না বাধে। যদি দিন

তারিখ মাস ঠিক না করিয়া শুধু এইরূপ বলে যে, যখন ধান কাটা হইবে তখন দিব, তবে এইরূপ বলা দুরূহ হইবে না। (৬) ষষ্ঠ শর্ত এই যে, ইহা উল্লেখ করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া স্পষ্ট ভাষায় ঐ সময়েই বলিয়া দিতে হইবে যে, মাল কোথায় পৌঁছাইয়া দিতে হইবে এবং মাল পৌঁছানোর বারবরদারি কাহার জিন্মায়। যেমন, হয়ত ক্রেতা বিক্রেতাকে বলিল, ধান আমার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে বা দোকানে বা গুদামে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, কুলি খরচ, নৌকা ভাড়া, গাড়ী ভাড়া আপনার জিন্মায় থাকিবে। যদি এইরূপ পরিষ্কার ভাষায় না বলে, তবে কারবার দুরূহ হইবে না। অবশ্য যদি এমন কোন মাল হয় যে, তাতে কোন ভার বোঝাই নাই; যেমন হয়ত মেশক ক্রয় করিল অথবা মোতি ক্রয় করিল তবে মাল পৌঁছানোর জায়গার কথা উল্লেখ না করিলে ক্ষতি নাই, যেখানে ক্রেতাকে পায় সেইখানেই দিয়া দিবে, যদি এইসব শর্ত পূরা করা হয়, তবে বায়'য়ে সলম দুরূহ হইবে, নতুবা নহে।

২। মাসআলা : ধান, পাট, মটর, মসুর ছাড়া অন্যান্য জিনিসেরও বায়'য়ে সলম দুরূহ আছে, যদি তার কোয়ালিটি ঠিক করা যায় এবং উপরোক্ত শর্তসমূহ পূরা হয় এবং পরে কোন ঝগড়া বিরোধ না হয়। যেমন, যদি বলে যে, আমাকে ৫০০ মুরগীর ডিম দিতে হইবে বা আপনার কারখানায় মাল তৈরী হইলে আমাকে দশ হাজার ইট দিতে হইবে বা দশখানা কাপড় দিতে হইবে। কিন্তু উপরোক্ত ছয়টি শর্ত সব পূরা করিতে হইবে; কোন কথায় গোলমাল না থাকে তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে পরে আদৌ কোনরূপ ঝগড়া বিরোধ বা মনোমালিন্য না হইতে পারে। ইটের মাপ (দৈর্ঘ্য-প্রস্থ) ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে, কোয়ালিটি বলিতে হইবে। কাপড় কিরূপ হইবে—সূতি, পশমী, মোটা, না মিহিন সব কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে—একটুও যেন গোলমালের অবকাশ না থাকে।

৩। মাসআলা : টাকায় পাঁচ বোঝা ঘাস বা পাঁচ বস্তা ভূষি দিতে হইবে, এরূপ বলিলে বায়'য়ে সলম দুরূহ হইবে না। কারণ, বোঝার মধ্যে, বস্তার মধ্যে অনেক বেশকম হয়। অবশ্য যদি পরিমাণ ঠিক করার উপায় বাহির করিয়া পরিমাণ ঠিক করিয়া বলিয়া দেওয়া হয়, তবে দুরূহ হইবে।

৪। মাসআলা : বায়'য়ে সলম দুরূহ হওয়ার জন্য আর একটি শর্ত এই যে, ঐ জিনিস ঐ দেশে সব সময় বাজারে পাওয়া যাওয়া চাই। যদি বিদেশ হইতে কষ্ট-ক্লেশ করিয়া আনাইতে হয়, দেশে না পাওয়া যায়, তবে বায়'য়ে সলম বাতেল হইয়া যাইবে।

৫। মাসআলা : বায়'য়ে সলমের আক্দ্ করার সময় যদি এইরকম বলে যে, আমাকে নূতন ধান দিতে হইবে বা আমাকে অমুক ক্ষেতের ধান দিতে হইবে, তবে ইহা জায়েয হইবে না, অতএব, এরূপ শর্ত করা চাই না। দেওয়ার সময় চাই নতুন দেউক চাই পুরান দেউক—দোনো এখতিয়ার থাকিবে। অবশ্য নতুন ধান কাটা শুরু হইয়া গিয়াছে বা বাজারে নতুন ধান আসা আরম্ভ হইয়াছে এমন সময় যদি আক্দ্ হয় আর নতুন ধানের শর্ত লাগায়, তবে তাহা নাজায়েয হইবে না।

৬। মাসআলা : আপনি হয়ত ভাদ্র মাসে ১০০ টাকা দিয়াছিলেন যে, পৌষ মাসে আপনাকে ২০ মণ ধান দিবে, কিন্তু পৌষ গুয়ারিয়া গেল তবুও সে ধান দিল না—তার কাছে ধান নাই, আছে হয়ত পাট বা মটর এবং সে এখন বলে যে, আপনি সেই একশত টাকার ২০ মণ ধানের বদলে ১০ মণ বা ১৫ মণ পাট নেন বা ২৫ মণ মটর নেন এইরূপ করা জায়েয নাই। অর্থাৎ বায়'য়ে সলম আক্দের সময় যে মালের জন্য আক্দ্ করিয়াছেন সেই মালের পরিবর্তে অন্য মাল

নেওয়া জায়েয নাই। অতএব, আপনার কর্তব্য হইবে এই যে, তাহাকে কিছু দিন সময় (মোহুলত) দিতে হইবে, সে কিছু দিন পরে আপনাকে ধান দিবে, না হয় তার কাছ থেকে আপনার আসল টাকা ফেরত নিতে হইবে। আসল টাকা ফেরত নিয়া তার দ্বারা যে মাল যে দরে ইচ্ছা হয় কিনিতে পারিবেন। কিন্তু বায়'য়ে সলমের বদলে অন্য মাল নিতে পারিবেন না। এইরূপে সময় আসার পূর্বেই যদি বায়'য়ে সলম আপনি ভাঙ্গিয়া দেন যে, আপনি কার্তিক মাসে বলিলেন, ভাই, আমার ধান নেওয়া হইবে না বা হয়ত বাজারে ঐ মাল একেবারে দুপ্রাপ্য হইয়া গেল, তবে আপনি এই বলিতে পারিবেন না যে, আমাকে ধানের বদল পাট দেন বা মটর দেন; এইরূপ করা জায়েয হইবে না। অবশ্য আপনি আপনার আসল টাকা ফেরত নিতে পারিবেন। আসল টাকা ফেরত নিয়া যে মাল যে দরে ইচ্ছা হয় কিনিতে পারিবেন।

করয গ্রহণ করার বিবরণ

(একান্ত ঠেকা ব্যতীত বিনা জরুরতে ঋণ গ্রহণ করা এবং করয গ্রহণ করা অত্যন্ত দূষণীয়। আমাদের হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করয হইতে বাঁচার জন্য আমাদিগকে অনেক তাকীদ করিয়া গিয়াছেন এবং ঠেকা বা জরুরতবশতঃ করয করার পর যখন হাতে হইবে, তখন একটুও দেবী বা টালবাহানা না করিয়া যখন তখন করয পরিশোধ করার জন্য তাকীদ করিয়াছেন। বিনাসুদে অভাবগ্রস্তকে করয দেওয়ার অনেক ফযীলত আছে। হাদীস শরীফে আছেঃ অভাবগ্রস্তকে করয দিয়া সাহায্য করিলে ১৮ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যাইবে।)

—অনুবাদক

১। মাসআলাঃ যেমনটি নেওয়া যায় তেমনটি দেওয়া যায়' অর্থাৎ ওজনের দ্বারা যে জিনিসের পরিমাণ করা যায়, সেই জিনিসের করয দুরূস্ত হইতে পারে। যেমন, টাকা-পয়সা, ধান-চাউল, গম-আটা ইত্যাদি। এমন কি গণার দ্বারাও যদি সমান সমান দেওয়ার মত হয় অর্থাৎ যে সব জিনিস পরস্পর একটা অন্যটার চেয়ে বেশী বেশ-কম হয় না, প্রায় সমান সমানই হয় সে-সব জিনিসের করয গণনার দ্বারাও দুরূস্ত হইবে। যেমন ডিম, সুপারী, নারিকেল ইত্যাদি। যেসব জিনিসের যেমনটি নেওয়া যায় তেমনটি দেওয়ার মত কোন ব্যবস্থা নাই তাহার করয দুরূস্ত হইতে পারে না। যেমন আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বকরী, গরু ইত্যাদি।

২। মাসআলাঃ আপনি এক মণ ধান করয নিয়াছেন কিন্তু যে সময় আপনি ধান করয নিয়াছেন সে সময় হয়ত ধানের মণ ছিল ১০ টাকা। যখন করযের ধান পরিশোধ করিতে পারিতেছেন, তখন ধানের মণ হইয়াছে ২০ টাকা। এরূপ অবস্থা হইলে আপনার সেই এক মণ ধানই দিতে হইবে, দাম বাড়িলে সেজন্য আপনি কম দিতে পারিবেন না বা দাম কমিলে সেজন্য করযদাতাও আপনার নিকট হইতে বেশী নিতে পারিবেন না। যেমনটি নিয়াছেন, যে পরিমাণ নিয়াছেন তেমনটি, সেই পরিমাণই আপনার দিতে হইবে এবং করযদাতারও নিতে হইবে।

৩। মাসআলাঃ যেমন ধান আপনি করয নিয়াছিলেন, করয পরিশোধের সময় আপনি তার চেয়ে ভাল ধান দিতেছেন। এই ভাল ধান গ্রহণ করা করযদাতার পক্ষে নাজায়েয নহে। কিন্তু করয দেওয়ার সময় এরূপ বলা জায়েয নাই যে, আমাকে এর চেয়ে ভাল ধান দিতে হইবে। (এরূপ বলিলে সুদ হইবে।) আর যদি ওজনে বা মাপে বেশী লওয়া হয়, তাহাও সুদ হইবে।

খুব ঠিক ঠিক ওজন করিয়া দেওয়া নেওয়া দরকার। অশ্য যদি নিজ খুশীতে (বিনা শর্তে) দেওয়ার সময় কিছু ঢলক মাপিয়া কিছু বেশী দেয়, তবে তাহাতে দোষ নাই।

৪। মাসআলা : আপনি কাহারও নিকট হইতে কিছু টাকা বা কিছু চাউল করয় লইয়াছেন। করয় লওয়ার সময় আপনি বলিয়াছেন যে, ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে ইনশাআল্লাহ্ আমি আপনার করয় পরিশোধ করিব; করয়দাতাও আপনার এই ওয়াদা মঞ্জুর করিয়া লইলেন। এইরূপ ওয়াদা করা উচিত নহে এবং আইনেও এই ওয়াদার কোন মূল্য নাই। কেননা, আপনি করয়দার, প্রতি মুহূর্তে আপনার উপর ওয়াজিব যে, যখন পারেন তখনই আপনি করয় পরিশোধ করেন। আবার করয়দাতারও অধিকার আছে যে, যখন তিনি ইচ্ছা করেন আপনার নিকট করয়ের টাকার তাগাদা করিতে পারেন এবং তখন আপনার দিয়া দেওয়া উচিত হইবে। এমনকি, না দেওয়ার কারণে যদি তিনি কিছু শক্তও আপনাকে বলেন, তাহাও আপনার নীরবে সহ্য করিয়া নেওয়া উচিত হইবে।

৫। মাসআলা : আপনি একজনের কাছ হইতে এক সের চাউল করয় আনিয়াছিলেন। যখন করয় পরিশোধের সময় আসিল তখন আপনি বলিলেন, ভাই, আপনি এক সের চাউলের পরিবর্তে এক সের চাউলের মূল্য আট আনার পয়সা নিয়া নেন। যদি করয়দাতা ইহাতে রাযী হয়, তবে এরূপ মোয়ামালা করা জায়েয আছে, কিন্তু ঐ মজলিসেই মোয়ামালা শেষ করিতে হইবে। যদি ঐ মজলিস বদলিয়া যায়, তবে এই কথাবার্তার কোন মূল্য থাকিবে না; পুনরায় নূতন করিয়া কথাবার্তা বলিতে হইবে।

৬। মাসআলা : আপনি এক টাকার ষোল আনা পয়সা করয় গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর পয়সার মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে এবং টাকায় পনের আনার পয়সা পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় আপনার ষোল আনার পয়সা দিতে হইবে না। এক টাকা দিলেই চলিবে। করয়দাতা একথা বলার অধিকারী হইবে না যে, আমি এক টাকা নিব না, আপনি যে ষোল আনার পয়সা নিয়াছিলেন সেই ষোলআনার পয়সাই দিতে হইবে।

৭। মাসআলা : বাড়ী-ঘরে প্রথা আছে, ঠেকা সময়ে অন্য বাড়ী হইতে রুটি গণিয়া বা ভাত মাপিয়া আনা হয়, তারপর আবার যখন নিজের ঘরে পাকান হয়, তখন রুটি গণিয়া বা ভাত মাপিয়া পাঠাইয়া দেয়, এরূপ মোআমালা দুরূস্ত আছে।

কাফিল বা জামিন হওয়ার বিবরণ

১। মাসআলা : কোন বিশ্বস্ত লোক যদি কোন ব্যক্তিকে হাজির করিয়া দেওয়ার জামিন হয়, যাহাতে সে ভাগিয়া থাকিতে না পারে বা কাহারো নিকট কাহারো টাকা পাওনা আছে; কোন বিশ্বস্ত লোক যদি দেনাদারের পক্ষ হইতে তাহার জামিন হয় এবং পাওনাদার ইহা স্বীকার এবং মঞ্জুর করিয়া নেয়, তবে শরীঅতে এরূপ আক্দ দুরূস্ত আছে এবং কাফিলের উপর ইহাতে দায়িত্বও বর্তাইবে। (কিন্তু এতটুকু কাজের জন্য কাফিলের মজদুরি চাওয়া এবং মজদুরি খাওয়া শরীঅতে দুরূস্ত নাই। কারণ একজন বিপদগ্রস্তের এতটুকু উপকারের প্রতিদান ছওয়াবস্বরূপ আখেরাতের জন্য তুলিয়া রাখা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।)

যে জামিন হয় তাহাকে জাবিন বা কাফিল বা জামিনদার বলে। যার কাছে টাকা পাওনা থাকে তাহাকে দেনদার বা দেনাদার বলে এবং যার টাকা পাওনা থাকে তাহাকে হক্দার, পাওনাদার বা পানাদার বলে। পানাদার জামিন স্বীকার করিয়া নেওয়ার পর টাকার তাগাদা জামিনদারের নিকট

করিতে পারিবে এবং দেনাদার যদি টাকা না দেয়, তবে জামিনদারের দিতে হইবে। অবশ্য যদি দেনাদার পানাদারকে টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় অথবা তাহার নিকট হইতে মাফিনামা এবং মুক্তিপত্র লেখাইয়া লয়, অথবা খোদ পানাদারই যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া জামিনদারকে জামিন হইতে মুক্তি দিয়া দেয়, তবে জামিনদারের দিতে হইবে না বা পানাদার জামিনদারের নিকট তাগাদাও করিতে পারিবে না। কিন্তু যে মজলিসে জামিনের কথাবার্তা এবং আক্দ্ হইয়াছিল সেই মজলিসেই জামিনদারের স্বীকারোক্তি যথেষ্ট হইবে না, পানাদারেরও স্বীকারোক্তির প্রয়োজন। যদি পানাদার স্বীকার এবং মঞ্জুর না করিয়া থাকে বরং বলিয়া দিয়া থাকে যে, আপনার জিম্মাদারী এবং জামানাতদারী (অর্থাৎ, জামিন হওয়াকে) আমি বিশ্বাস করি না, তবে জামিনদার পানাদারের জন্য দায়ী হইবে না।

২। **মাসআলা :** আপনি হয়ত কাহারো পক্ষ হইতে টাকার জামিন হইয়াছিলেন, দেনাদার বেচারার কাছে টাকা ছিল না, সে জন্য আপনি নিজেই নিজের পকেট হইতে পানাদারের পাওনা টাকা দিয়াছেন, এখন আপনি এই টাকা দেনাদারের নিকট হইতে পাইবার অধিকারী কি না, সে সম্পর্কে শরীঅতের বিধান এই যে, যদি ঐ দেনাদারের অনুরোধ এবং তার কথায় আপনি জামিন হইয়া টাকা দিয়া থাকেন, তবে তার কাছ থেকে আপনি টাকা নিতে পারিবেন, নেওয়ার অধিকারী আপনি হইবেন। আর যদি এমন হয় যে, দেনাদারের কথায় নহে বরং নিজ খুশীতে আপনি জামিন হইয়াছেন, তবে দেখিতে হইবে যে, আপনার জামিন কে আগে স্বীকার করিয়াছে—দেনাদার আগে স্বীকার করিয়াছে না পাওয়াদার আগে স্বীকার করিয়াছে? যদি দেনাদার আগে স্বীকার করিয়া থাকে, তবে ইহাই ধরিয়া লওয়া হইবে যে, তার কথায়ই আপনি তার জামিন হইয়াছেন এবং এই অবস্থায় তার কাছে থেকে আপনার টাকা নেওয়ার অধিকারী হইবেন আর যদি পানাদার আগে মঞ্জুর করিয়া থাকে, (দেনাদার কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকে বা পরে স্বীকার উক্তি দিয়া থাকে,) তবে এইরূপ ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, আপনি মেহেরবানী করিয়া তার দেনাটা শোধ করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য যদি সে নিজে ইচ্ছা করিয়া ঐ টাকা দিয়া দেয়, তবে স্বতন্ত্র কথা।

৩। **মাসআলা :** পানাদার যদি দেনাদারকে কিছু দিনের, যেমন পনের দিন, এক মাস, ছয় মাসের মোহুলত দেয়, তবে সে জামিনদারকেও ঐ সময়ের মধ্যে তাগাদা করিতে পারিবে না।

৪। **মাসআলা :** জামিনদারের নিকট দেনাদারের কোন জিনিস ছিল বলিয়া সে দেনাদারের জামিন হইয়াছিল এবং একথা পাওয়াদারও জানিয়াছিল। এখন যদি ঐ জিনিস চুরি হইয়া গিয়া থাকে বা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে পাওয়াদার আর জামিনদারের নিকট তাগাদা করিতে পারিবে না বা জামিনদার দায়ী থাকিবে না।

৫। **মাসআলা :** আপনি একথানা টেক্সি বা একথানা রিক্সা কেরায়া করিলেন; অন্য একজনে জামিন হইল যে, সে টেক্সি বা রিক্সার ব্যবস্থা না করিলে আমি আমার রিক্সা বা টেক্সি আপনাকে দিব। এইরূপ জিম্মাদারী করা জায়েয আছে; জিম্মাদারী তাহার পুরা করিতে হইবে।

৬। **মাসআলা :** একজন আপনার উকিল হইয়া আপনার জিনিস বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু ক্রেতার পক্ষে জামিন হইয়া মূল্য আনে নাই, এরূপ করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইবে না।

৭। **মাসআলা :** একজন বলিল যে,—আপনার মুরগী খাঁচার মধ্যে বন্ধ থাকিতে দেন। যদি বিড়ালে খাইয়া ফেলে, তবে আমি দায়ী আছি; বা এইরূপ বলিল যে, আপনার বকরী এখানে থাকিতে দেন, শিয়ালে মারিলে আমি দায়ী হইব,— এরূপ দায়িত্ব দেওয়া কখনো ঠিক নহে।

৮। মাসআলাঃ না-বালেগ ছেলে বা মেয়ে যদি কাহারও জামিন হয়, তবে ঐ জিন্দাদারী ছহীহ্ হইবে না।

একের করয অন্যের উপর বরাত দেওয়া

১। মাসআলাঃ আপনি হয়ত রাশেদের টাকার দেনাদার আছেন আবার আপনার হয়ত হামেদের কাছে টাকা পাওনা আছে। যখন রাশেদ আপনার নিকট টাকার তাগাদা করিল, তখন আপনি বলিলেনঃ ভাই রাশেদ, আমার হামেদের নিকট টাকা পাওনা আছে, আপনি মেহেরবানী করিয়া আমার নিকট তাগাদা না করিয়া হামেদের নিকট হইতে তাগাদা করিয়া টাকা নিয়া নেন। যদি রাশেদ এই প্রস্তাব ঐ মজলিসেই স্বীকার করিয়া মঞ্জুর করিয়া নেয় যে, আচ্ছা, আমি হামেদের নিকট হইতেই টাকা নিয়া নিব এবং হামেদও টাকা রাশেদকে দিতে স্বীকার করে, তবে আপনি আর রাশেদের দেনাদার থাকিবেন না। রাশেদ আর টাকার তাগাদা আপনার নিকট করিতে পারে না। রাশেদ হামেদের নিকট টাকার তাগাদা করিতে পারিবে এবং আপনি যত টাকা রাশেদের বাবৎ কাটাইয়া দিয়াছেন হামেদের নিকট তত পরিমাণ টাকার আর তাগাদা করিতে পারিবেন না। অবশ্য হামেদের নিকট যদি অরো বেশী পরিমাণ টাকা আপনার পাওনা থাকিয়া থাকে, তবে বেশী পরিমাণের তাগাদা আপনি হামেদের নিকট করিতে পারিবেন। রাশেদকে যত টাকার বরাত দেওয়া হইয়াছিল হামেদ যদি তত টাকা দিয়া দেয়, তবে ত ভালই। নতুবা যদি সে টাকা না দিয়া মরিয়া যায়, তবে তার যা কিছু ত্যাজ্য সম্পত্তি থাকিবে তাহা বিক্রয় করিয়া রাশেদকে টাকা দেওয়া হইবে। যদি ত্যাজ্য সম্পত্তি কিছু না থাকে বা জীবিত থাকা অবস্থায়ই হামেদ কছম খাইয়া আপনার করয অস্বীকার করিয়া থাকে এবং আপনিও সাক্ষী-প্রমাণ পেশ না করিতে পারিয়া থাকেন, তবে রাশেদের দেনা হইতে আপনি মুক্তি পাইবেন না। রাশেদের টাকা আপনার দিতে হইবে। আর যদি রাশেদ হামেদের নিকট হইতে টাকা তাগাদা করিয়া নিতে স্বীকার না করে বা হামেদও রাশেদকে দিতে স্বীকার না করে, তবে আপনি রাশেদের দেনা হইতে মুক্তি পাইবেন না, আপনারই রাশেদের টাকা দিতে হইবে। (হামেদ যদি আপনার দেনাদার থাকিয়া থাকে, তবে সে টাকা আপনি তাহার নিকট হইতে তাগাদা করিয়া আদায় করিয়া নিবেন।)

২। মাসআলাঃ হামেদ যদি আপনার দেনাদার নাও থাকে, আর রাশেদের কাছে আপনি যে দেনা আছেন সেই দেনা হামেদ এখনও গছিয়া লয় এবং রাশেদও তার কাছ থেকে নিতে রাযী হয়, তবুও উপরে যেরূপ মাসআলা বয়ান করা হইয়াছে তদ্রূপ করিতে হইবে। হামেদ রাশেদের টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার আগে নয়, পরে আপনার থেকে সেই টাকা নিবার অধিকারী হইবে।

৩। মাসআলাঃ আপনার কিছু টাকা বা অন্য মাল হামেদের নিকট হয়ত আমানত রাখা ছিল সেজন্য হামেদ আপনার নিকট রাশেদের পাওনা টাকার বরাত গ্রহণ করিয়াছিল। এখন আপনার সে মাল হয়ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা হামেদের বাড়ী চুরি হইয়া আপনার আমানতের টাকাও সেই সংগে চুরি হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থা হইলে রাশেদ আর হামেদের নিকট তাগাদা করিবে না, আপনার নিকট হইতে তাগাদা করিয়া তার টাকা আদায় করিয়া নিবে। এখন আর হামেদের নিকট তাগাদা করার অধিকার রাশেদের নাই।

৪। মাসআলা : হামেদের উপর বরাত দেওয়া সত্ত্বেও যদি আপনি নিজেই রাশেদের টাকা দিয়া দেন তাও আপনি দিতে পারিবেন এবং রাশেদও নিতে পারিবে, ইহাতে দোষ নাই। রাশেদ বলিতে পারিবে না যে, আপনার নিকট হইতে নিব না, হামেদের নিকট হইতেই নিব।

কাহাকেও উকিল বানাইবার বিবরণ

১। মাসআলা : মানুষ যে কাজ নিজে করিবার অধিকারী সে কাজ অন্যের দ্বারা করাইবারও সে অধিকারী। ইহাকেই শরীঅতের ভাষায় উকিল বানান বলে। কোন জিনিস ক্রয় করা, বিক্রয় করা, কেয়া দেওয়া, বিবাহ করা ইত্যাদি। চাকরের দ্বারা সদায়-পাতি ক্রয় করান (বা হাল চাষ করান) ইহাকেও উকিল, বানান বলা হয়। (কর্মচারীর দ্বারা কাজ করান বা দোকান চালনাও উকিল বানানের অন্তর্ভুক্ত হইবে। উকিলের হাতে যে পয়সা দেওয়া হয় বা যে মাল তার হাতে দেওয়া হয় বা যে মাল তার হাতে আসে, সে পয়সা এবং সে মাল প্রকৃত প্রস্তাবে মালিকের থাকে, উকিলের হাতে আমানত থাকে মাত্র। আমানতের মধ্যে আদৌ কোনরূপ খেয়ানত করা শক্ত হারাম। অবশ্য উকিলকে মেহনতানা যাহা কিছু দেওয়া হইবে, সেটার মালিক সে হইবে। উকিলের কাজ করিয়া মেহনতানা চুকাইয়া নেওয়া শরীঅতে জায়েয আছে।)

২। মাসআলা : আপনার কর্মচারী কোন জিনিস বাকী খরিদ করিয়া আনিলে বিক্রেতা সেই টাকার তাগাদা আইনতঃ সেই কর্মচারীর নিকট দাবী করিবার অধিকারী, আপনার নিকট নয়। (অবশ্য আপনি যদি দিয়া দেন, সে স্বতন্ত্র কথা।) এইরূপে আপনার কর্মচারী যদি কোন মাল বিক্রয় করে তবে ক্রেতার নিকট তাগাদা করিবার অধিকারী আপনি নহেন বরং আপনার কর্মচারীর। (আপনার অধিকার আছে আপনার কর্মচারীর নিকট তাগাদা করার।) অবশ্য ক্রেতা নিজে ইচ্ছা করিয়া যদি আপনার নিকট দিয়া দেয়, তবে সে টাকা আপনি নিয়া নিতে পারেন। কিন্তু ক্রেতাকে আপনি জবরদস্তি করিতে পারিবেন না।

৩। মাসআলা : কাহারও দ্বারা আপনি মাল কিনাইয়াছেন, যে মাল কিনিয়া আনিয়াছে, যাবৎ আপনি টাকা তাকে না দিবেন, তাবৎ সে মাল আটকাইয়া রাখিবার ন্যায়তঃ অধিকারী; চাই সে মাল নিজের পকেট হইতে টাকা দিয়া আনিয়া থাকুক বা না দিয়া থাকুক দোনো ছুরতে সে আপনার থেকে টাকা না পাইলে মাল আটকাইয়া রাখিবার এবং আপনার থেকে টাকা তাগাদা করিবার অধিকারী। অবশ্য যদি সে দশ দিনের সময় নিয়া আসিয়া থাকে, তবে সেই সময় পার হইবার পূর্বে আপনার নিকট টাকা পাইবার বা তাগাদা করিবার অধিকারী নয়।

৪। মাসআলা : আপনি কাহাকেও এক সের গোশ্ত আনিতে বলিয়া দিলেন; কিন্তু সে আনিয়াছে দেড় সের। এখন আপনি দেড় সের নিতে আইনত বাধ্য নহেন, এক সের নিতে বাধ্য। বাকী আধ সের তার জিন্মায়। (অবশ্য আপনি যদি ভদ্রতার খাতিরে নিয়া নেন, সে ভিন্ন কথা।)

৫। মাসআলা : আপনি কাহাকেও নির্দিষ্ট একটি মাল নির্দিষ্ট একটি মূল্যে ক্রয় করিতে পাঠাইলেন। এখন সেই মাল তার নিজের জন্য ক্রয় করার অধিকার তার নাই। অবশ্য আপনি যদি মূল্য সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়া থাকেন যে, এত মূল্যে হইলে আমি রাখী, নতুবা রাখী নহি। এমতাবস্থায় বিক্রেতা যদি সেই নির্দিষ্ট মূল্যে না দেয় এবং আপনার পাঠান লোক যদি বেশী মূল্য দিয়া নিজের জন্য কিনে, তবে সে কিনিতে পারিবে। কিন্তু আপনি যদি বেশী মূল্য সীমাবদ্ধ না

করিয়া দিয়া থাকেন, তবে কিছুতেই সে নিজের জন্য কিনিতে পারিবে না; কিনিলে সে মাল আইনত আপনার হইবে।

৬। মাসআলা : তুমি নির্দিষ্ট বকরী খরিদ করিতে বল নাই। শুধু বলিয়াছ যে, একটি বকরীর দরকার, আমাকে কিনিয়া দাও। তখন সে যে বকরী ইচ্ছা নিজের জন্য খরিদ করিতে পারে বা তোমার জন্য খরিদ করিতে পারে। নিজের নিয়তে ক্রয় করিলে নিজের হইবে। আবার যদি তোমার নিয়তে ক্রয় করে, তোমার হইবে। আর যদি তোমার দেওয়া টাকা দিয়া ক্রয় করে, তবে তোমারই হইবে—যে নিয়তেই ক্রয় করুক না কেন।

৭। মাসআলা : আপনি একজনকে একটি বকরী কিনিতে পাঠাইয়াছিলেন। সে আপনার জন্য বকরী কিনিয়াছে, কিন্তু এখনো আপনার নিকট পৌঁছাইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে বকরীটা চুরি হইয়া গেল অথবা মরিয়া গেল। এমতাবস্থায় বকরীর দাম আপনারই দিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে আপনি যদি দাবী করেন যে ঐ বকরী সে আপনার জন্য কিনিয়াছিল না, তবে দেখিতে হইবে যে, যদি আপনি তাকে টাকা দিয়া পাঠাইয়া থাকেন, তবে ত আপনারই টাকা যাইবে, তাতে কোন দ্বিমত নাই। যদি এমন হয় যে, টাকা আপনি দেন নাই, কিন্তু কিনিতে বলিয়াছিলেন। সে বলিতেছে, আপনার জন্য কিনিয়াছে আর আপনি বলিতেছেন, সে নিজের জন্য কিনিয়াছে। এমতাবস্থায় আপনি যদি প্রমাণ করিতে পারেন বা প্রমাণসূত্রে কসম খাইতে পারেন যে, সে নিজের জন্য কিনিয়াছে, তবে ত টাকা তার যাইবে। আর যদি আপনি কসম খাইতে না পারেন, তবে তাহার কথাই আপনার বিশ্বাস করতে হইবে, তাহা ছাড়া উপায় নাই। মিথ্যা কসম করা গোনাহু কবীরাহু।

৮। মাসআলা : আপনি যাকে মাল কিনিতে উকিল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, সে মাল কিনিয়াছে কিন্তু দাম বেশী দিয়া আনিয়াছে, যদি অল্প কিছু বেশী হয়, তবে ত মাল আপনার নিতে হইবে। আর যদি অনেক বেশী হয়—এত বেশী যে, বাজারে কেহই অত দাম লাগাইবে না—তবে অত বেশী দাম দিয়া মাল নিতে আপনি বাধ্য নহেন। আপনি না নিলে তাহাকেই নিতে হইবে। (যদি ভদ্রতার খাতিরে নিয়া নেন, সে ত ভিন্ন কথা। এজন্য আগেই বিশ্বস্ত এবং যোগ্য দেখিয়া লোক নিযুক্ত করা উচিত। তাহা হইলে আর এইরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব হয় না।)

৯। মাসআলা : একজনকে আপনি উকিল বানাইলেন আপনার একটি জিনিস বিক্রয় করিয়া দেওয়ার জন্য। এখন ঐ উকিল নিজে ঐ মাল কিনিতে পারিবে না। যদি তার নিবার ইচ্ছা হয়, তবে সোজা আপনাকে বলিতে হইবে যে, আপনার ঐ জিনিসটা আমিই কিনিতে চাই। এইরূপে যদি কাউকে কোন জিনিস কেনার জন্য উকিল বানাইয়া থাকেন, তবে সে নিজের জিনিস আপনাকে আনিয়া দিতে পারিবে না; যদি নিজের জিনিস আপনাকে তার দেওয়ার ইচ্ছা হয়, তবে তার সোজা আপনাকে বলিতে হইবে যে, আমি উকিল হইব না, আমি বিক্রেতা হইতে চাই, যদি আপনি আমার মাল নেন, তবে কত দিবেন বলেন। (উকিল যদি গোপনে নিজের মাল আনিয়া দেয়, তবে খেয়ানতের গোনাহু হইবে।)

১০। মাসআলা : আপনি কাহাকেও উকিল বানাইয়াছেন বকরীর গোশত আনিবার জন্য, কিন্তু সে নিয়া আসিল কর্তৃক গোশত। এমতাবস্থায় আপনি গোশত নিতে আইনতঃ বাধ্য নহেন। আপনি আলু আনিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সে টেঁড়স বা অন্য কিছু আনিয়াছে, তবে আপনি উহা লইতে বাধ্য নন। আপনি অস্বীকার করিলে তাহারই নিতে হইবে।

১১। মাসআলাঃ এইরূপে আপনি যেখানে এক টাকার মাল আনিতে বলিয়াছেন, সেখানে যদি সে দুই টাকার মাল আনিয়া থাকে, তবে দুই টাকার মাল নিতে আপনি আইনতঃ বাধ্য নহেন, এক টাকার মাল নিতে বাধ্য। (অর্থাৎ, উকিল যদি মোয়াক্কেলের কথার খেলাফ করে, সে খেলাফের জন্য মোয়াক্কেল দায়ী নহে, তার জন্য দায়ী হইবে উকিল। কিন্তু এই খেলাফ যদি মোয়াক্কেলের লাভের দিকে হয়, তবে সেইরূপ খেলাফ করিলে তাহা বেআইনী হইবে না। যেমন, হয়ত আপনি বলিয়াছেন বকরীটা ১০ টাকায় বিক্রয় করিতে পার। এখন সে যদি ১০ টাকার স্থলে ১২ টাকায় বিক্রয় করিয়া থাকে, তবে তাহা আইনতঃ দুষণীয় হইবে না।)

(মনে করুন, আপনি একজনকে উকিল বানাইলেন আপনার একটি মোকদমা চালাইবার জন্য। এক্ষেত্রে আপনিও একথা বলিতে পারিবেন না যে, আমাকে মোকদমায় জিতাইয়া দিতে হইবে এবং উকিলও একথা বলিতে পারিবেন না যে, আমি নিশ্চয়ই মোকদমায় জিতাইয়া দিব। অবশ্য জিতাইবার জন্যই প্রত্যেকের চেষ্টা হইবে একথা সুনিশ্চিত হারিবার জন্য ত আর কেহ মোকদমা করে না। কিন্তু এইরূপ শর্ত করা বা শর্ত লাগান অথবা মোকদমা জিতাইবার বা জিতাইবার জন্য মিথ্যা সাক্ষী বানান বা ঘুষের আশ্রয় গ্রহণ করা হারাম, গোনাহ্ কবীরাহ্। অবশ্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার দ্বারা, মস্তিষ্কের প্রখরতার দ্বারা ও বিদ্যার গভীরতার দ্বারা সত্যের সীমা লঙ্ঘন না করিয়াও অনেক সময় অনেক সূক্ষ্ম পয়েন্ট এমন বাহির করা, যাহা দ্বারা উকিলের কৃতিত্ব প্রমাণিত হয়, মিথ্যা সাক্ষীও লাগে না। ফলকথা এই যে, সত্যের সীমা, ন্যায়ের সীমা ধর্মের সীমা লঙ্ঘন না করিলে, ওকালতি ব্যবসার দ্বারা পয়সা উপার্জন করা জায়েয আছে। বিনা পয়সায় নিঃসহায়ের সহায়তা করিয়া দিলেও তাহাতে ছওয়াব আছে।) — অনুবাদক

১২। মাসআলাঃ কোন কাজের জন্য দুইজনকে একত্রে উকিল বানাইলে দোনোজনের পরামর্শে দোনোজনের একযোগে সে কাজ হওয়া দরকার। অন্যথায় একজন যদি অন্যজন ছাড়া সে কাজ করে, তবে তাহা আপনার উপর লায়েম হইবে না, আপনার অনুমতি সাপেক্ষ হইবে।

১৩। মাসআলাঃ আপনি একজনকে একটা জিনিস কেনার জন্য উকিল বানাইয়াছেন। তিনি নিজে না কিনিয়া অন্যের দ্বারা কিনাইলেন। এই জিনিস এখন আপনার নেওয়া লায়েম নহে। নেওয়া না নেওয়া আপনার ইচ্ছা। আর সে নিজে কিনিলে আপনার উপর লায়েম হইবে। সেটা অবশ্যই নিতে হইবে।

উকিলকে বরখাস্ত করিয়া দেওয়ার বর্ণনা

১। মাসআলাঃ উকিলকে বরখাস্ত করিয়া দেওয়ার অধিকার এবং এখতিয়ার মোয়াক্কেলের (যে উকিল নিয়োগ করে, তাহার) সব সময় আছে, (কিন্তু অন্য কাহারো হক্ নষ্ট না হয়, সে দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং উকিলের অবগত হওয়া চাই যে, মোয়াক্কেল তাহাকে বরখাস্ত করিল। নিজের মনে মনে বরখাস্ত করিয়া অন্যের হক্ নষ্ট করা চলিবে না।) যেমন, ধরুন, আপনি কাহাকেও বলিয়াছেন, একটি বকরী কিনিয়া আনিতে। এখন আপনার তাকে মানা করার অধিকার সব সময় আছে এবং আপনার মানা করার পর যদি সে বকরী কিনে, তবে সে বকরীর টাকার জন্য আপনি দায়ী হইবেন না।

২। মাসআলাঃ উকিলকে বরখাস্ত করিবার খবর হয় তাকে আপনি নিজে গিয়া সাক্ষাতে বলিবেন বা তাকে ডাকাইয়া আনিয়া সাক্ষাতে বলিবেন বা আপনার লোক (কাছেদ) মারফৎ তাকে

খবর পৌঁছাইয়া দিবেন বা পত্রের দ্বারা তাকে খবর দিয়া দিবেন। কিন্তু খবর পৌঁছার আগ পর্যন্ত উকিল যে কাজ করিবে, তাহা আপনার দায়িত্বে পড়িবে। আর যদি আপনি নিজে সাক্ষাতেও না বলিয়া থাকেন বা খবর না পাঠাইয়া থাকেন কিন্তু এমনিই জানিয়া থাকে বা কেউ তাহাকে বলিয়া থাকে, তবে যদি দুইজন সাক্ষীর মারফৎ জানিয়া থাকে, তবে ত সে বরখাস্ত হইয়া যাইবে। (এর পর যদি সে জিনিস কিনিয়া থাকে সেটার দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে পড়িবে না।) কিন্তু যদি বিশ্বস্ত উপায়ে খবর না পাইয়া সে জিনিস কিনিয়া থাকে, তবে সেটার দায়িত্ব আপনার উপর পড়িবে।

মোযারাবাত অর্থাৎ বেপার করিতে টাকা দেওয়ার বিবরণ

১। মাসআলাঃ আপনার কাছে কিছু টাকা আছে। কিন্তু আপনি হয়ত কাজ জানেন না বা পরিশ্রম করিতে পারেন না। আর একজন হয়ত এমন আছে যে, সে কাজ জানে, পরিশ্রম করিতে পারে কিন্তু তার পুঁজি নাই এবং সেইজন্য সে কারবার করিতে পারিতেছে না; এর জন্য আল্লাহ তা'আলা এই ব্যবস্থা রাখিয়াছেন যে, যদি আপনি কাউকে এই বলিয়া টাকা দেন যে, মিঞা, এই টাকা নিয়া কারবার কর। আল্লাহ যদি কিছু মুনাফা দেয়, আমরা ভাগ করিয়া নিব, টাকার অংশ হইবে, শ্রমের অংশও হইবে। এইরূপ কারবারকে শরীঅতের ভাষায় মোযারাবাত বলে। এইরূপ কারবার শরীঅতে জায়েয আছে। তবে জায়েয হওয়ার জন্য কতকগুলি শর্ত আছে। শর্তের মোতাবেক হইলে জায়েয হইবে, আর শর্তের খেলাফ হইলে নাজায়েয ও হারাম হইবে। (১) প্রথম শর্ত এই যে, যত টাকা মহাজন বেপারীকে বেপার করার জন্য দিবে, তাহা কারবারের কথার সময় বলিয়া দিতে হইবে এবং সে টাকাটা বেপারীর হাতে দিয়া দিতে হইবে। নিজের হাতে টাকা রাখিলে কারবার হইল না। (২) দ্বিতীয় শর্ত এই যে, মুনাফার মধ্যে কত অংশ কাহার হইবে তাহাও ঐ সময় উভয়ের সামনেই উভয়ের রেযামন্দিতেই ঠিক করিয়া পরিষ্কার করিয়া নিতে হইবে। যদি অপরিষ্কার বা গোলমালে থাকে বা এইরূপ বলা হয় যে, লাভ হইলে দেখা যাইবে, আপনার আমার মধ্যে কি কোন গোলমাল হইবে?—যে লাভ আল্লাহ দিবেন তাহা উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া ভাগ করিয়া নিব, ইহাতে কারবার ফাসেদ হইয়া যাইবে। (৩) তৃতীয় শর্ত এই যে, মুনাফার ভাগ অংশ হিসাবে হওয়া চাই, নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকা হিসাবে হইলে মোয়ামালা ফাসেদ হইয়া যাইবে। একরূপ বলা যাইবে না যে, যাহা লাভ হইবে তার থেকে ১০ টাকা আমার, বাকীটা তোমার বা ১০ টাকা তোমার এবং বাকী যাহা থাকে তাহা আমার। এইরূপ বলিলে মোয়ামালা ফাসেদ হইয়া যাইবে—কারবার নষ্ট হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা এতটুকু স্বাধীনতা দান করিয়াছেন যে, নিজেরা ইচ্ছা করিয়া উভয়ে রাযী খুশী হইয়া যত অংশ যার জন্য ঠিক করিবে উভয়ে রাযী হইয়া ঠিক করার পর তাহাই শরীঅতের ছুকুমে পরিণত হইয়া যাইবে, তার খেলাফ করা যাইতে পারিবে না। (যেমন, হয়ত উভয়ে মিলিয়া টাকার অংশ ঠিক করিল যে, ঘর-ভাড়া, নৌকা-ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন এসব বাদে শ্রমের অংশ থাকিবে টাকায় চারি আনা এবং টাকার অংশ থাকিবে টাকায় বার আনা অথবা ঐ সকল বাদে ছয় আনা বা দশ আনা বা আট আনা অংশ ঠিক করা হইল। এরূপ হইলে মোয়ামালা ঠিক হইবে।) মোটের উপর কথা এই যে উভয়ে রাযী হইয়া যত অংশ ঠিক করিবে সেইটাই ঠিক হইবে। (এই মোয়ামালায় যখন তখন সাক্ষী সাবুত রাখিয়া লেখাপড়া করিয়া লওয়া ভাল, যাহাতে পরে গোলমাল হইয়া বন্ধুত্ব ভ্রাতৃত্ব বা আত্মীয়তা নষ্ট হইতে না পারে। কারবার শুরু করিয়া যে পর্যন্ত হিসাব বুঝাইয়া দিয়া কারবার ক্ষান্ত না করিবে,

সে পর্যন্ত যদি কোন বারে (ক্ষেত্রে) লাভ, কোন বারে লোকসান হয়, তবে লোকসান লাভের উপর থেকে কাটা যাইবে; বেপারীর উপর ফেলান হইবে না বা মহাজনের উপরও ফেলান হইবে না। অবশ্য হিসাব চুকাইয়া কারবার বন্ধ করার সময় যদি দেখা যায় যে, মোটের উপর লাভ দাঁড়াইয়াছে, তবে লাভের টাকাকে পূর্বের ঠিক করা হার অনুসারে ভাগ করিয়া নিবে,) আর যদি দেখা যায় যে, মোট হিসাবে লাভও হয় নাই এবং লোকসানও হয় নাই; সমান সামান রহিয়াছে, তবে মহাজন আপন আসল টাকা লইয়া যাইবে এবং বেপারীর শ্রম বৃথা যাইবে। সে তার শ্রমের পরিবর্তে মহাজনের নিকট কিছু দাবী করিতে পারিবে না; আর যদি দেখা যায় যে, লাভ ত হয়ই নাই বরং উল্টা লোকসান গিয়াছে, তবে এই লোকসান বেপারীর উপর ফেলান যাইবে না। এ লোকসান মহাজনের যাইবে। বেপারীর ত বহু পরিশ্রম বিনা লাভে গেল। যদি এইরূপ শর্ত করে যে, আসল টাকায় লোকসান গেলে সে টাকার অংশ হারাহারি মতে বেপারীর দিতে হইবে বা যদি এইরূপ শর্ত করে যে, বেপারীর শ্রম বৃথা গেলে (যদি কারবারে লাভ না হয় বা লোকসান যায়) তবে শ্রমের মজুরি মহাজনের দিতে হইবে, এই দোনো রকম শর্ত করা ফাসেদ এবং না-জায়েয।

২। মাসআলা : মহাজনের অধিকার আছে যে, যে কোন সময় বেপারীকে বরখাস্ত করিতে পারবে। কিন্তু বরখাস্তের খবর বেপারীর নিকট পৌঁছা চাই। খবর পৌঁছার আগে যদি মাল কিনিয়া থাকে, তবে সেই মাল বিক্রয় না করা পর্যন্ত বেপারী বরখাস্ত হইবে না।

৩-৪। মাসআলা : মোযারাবাতের মধ্যে যদি এইরূপ শর্ত করা হয় যে, মহাজন নিজে বা তাঁহার পক্ষ হইতে কোন লোক মোযারাবাতের কারবারের মধ্যে থাকিবে, তবে ইহা মোযারাবাত থাকিবে না। কেননা, এক্ষেত্রে যদি মহাজন (বা তাহার পক্ষের লোক) আসল কারবারী হয়, তবে বেপারী হইবে তাহার অধীনস্থ কর্মচারী, অথচ অধীনস্থ কর্মচারী কেমন করিয়া টাকার দায়িত্ব নিতে পারে? আর যদি বেপারী হয় আসল কারবারী, তবে তাহার মহাজন (বা মহাজনের পক্ষের লোক) হইবে তাহার অধীনস্থ কর্মচারী—ইহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে? কাজেই এই দোনো ছুরতে গোলমাল হইবার আশংকা আছে বলিয়া এইরূপ শর্ত করিলে মোয়ামালা ফাসেদ হইয়া যাইবে। এইরূপে যদি শর্ত করা হয় যে, লাভের মোটের উপর থেকে ১০০ একশত টাকা মহাজনকে দিয়া—তারপর যা থাকিবে তাহা স্থিরীকৃত হার অনুযায়ী ভাগ হইবে, তবে ইহাতেও মোয়ামালা ফাসেদ হইয়া যাইবে; আর মোয়ামালা ফাসেদ হইলে লাভ হউক বা লোকসান হউক বেপারী তার যোগ্য বেতন পাইবার অধিকারী হইবে। লোকসান হইলে তার শ্রম বৃথা যাইতে পারিবে না। অবশ্য যখন লাভ হইবে, তখন বেতন যদি লাভের অংশের চেয়ে বেশী হয়, তবে সে বেশী পাইবার অধিকারী হইবে না; লাভের অংশে যাহা পড়ে তাহাই পাইবে। মোয়ামালা ফাসেদ হইলে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে। আর মোয়ামালা ছহীহু ভাবে হইলে যা কিছু লাভ হয়, তাহা স্থিরকৃত অংশ অনুযায়ী ভাগ হইবে। লোকসানের অংশ বেপারীর ঘাড়ে ফেলান হইবে না। (প্রকাশ থাকে যে, মোযারাবাত এমন একটি সুন্দর তরীকা যাহাকে এক প্রকার বিনা সুদের ব্যাঙ্ক বলা যাইতে পারে। ইহার দ্বারা ইমাম আবু হানীফা [রহঃ] কোটি টাকার তেজারত এবং ছানাআত করিয়া লাভবান হইয়াছেন এবং তৎকালে জনসাধারণ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছে। হুকুমত এখনো যদি শরীঅত পালনের দিকে, ইসলামী আদর্শের উন্নতির দিকে একটু দৃষ্টি দেয়, তবে মোযারাবাতের এই নিয়ম চালু করিয়া পুঁজিপতি এবং শ্রমিকদের ঝগড়া খতম করিয়া দিতে পারে। সুদের অভিশাপ হইতে

দেশবাসীকে মুক্তি দিতে পারে এবং সমস্ত গরীব জনসাধারণ মিলের এবং ব্যাঙ্কের অংশীদার হইয়া শ্রম এবং পুঁজি উভয়েরই মর্যাদা দান করিতে পারে এবং শরীঅত পালন করিয়া সুখে শান্তিতে দুনিয়ার উন্নতি করিয়া আখেরাতের মুক্তি এবং চিরশান্তি লাভ করিতে পারে।)

আমানত রাখার বিবরণ

[আমানত ঈমানের মূল। হাদীস শরীফে আছেঃ যার আমানতদারী নাই তাহার ঈমান নাই।

আমানত প্রধানতঃ তিন প্রকারঃ (১) টাকা-পয়সা মাল-মালিয়াতের আমানত, (২) কথার আমানত। যেমন, আপনি একজনকে একটি কথা দিলেন অর্থাৎ ওয়াদা করিলেন যে, আপনি তার খেলাফ করিবেন না বা আপনি একজনকে একটি কথা বলিয়া বলিলেন যে, 'ইহা অন্য কাহাকেও বলিবেন না।' (৩) কাজের আমানত যেমন কর্মচারীকে কাজ দেওয়া হইল সে কাজে ত্রুটি করা চাই না। এই তিন প্রকারেরই আমানতের মধ্যে খেয়ানত করা গোনাহু কবীরাহু। এখানে টাকা-পয়সা, মাল-মালিয়াতের আমানত সম্বন্ধে কয়েকটি মাসআলা লেখা হইবে। যাহার কাছে আমানতের মাল রাখা হইবে, তাহাকে বলা হয় আমানতদার। যাহার মাল আমানত রাখা হয়, তাহাকে বলে আমানতকারী। —অনুবাদক]

১। মাসআলাঃ আপনার নিকট একজনে একটা মাল আমানত রাখিল, আপনিও সেটা গ্রহণ করিয়া নিলেন। ঐ মালের পূর্ণ হেফায়ত করা আপনার উপর ওয়াজিব, যদি আপনি হেফায়তে ত্রুটি করেন আর মালটা নষ্ট হইয়া যায়, তবে আপনার ক্ষতিপূরণ (বা ভর্তুকি) দিতে হইবে। অবশ্য যদি নিজের মালের মত পূর্ণ হেফায়ত করা সত্ত্বেও মাল চুরি হইয়া যায় বা ঘরে আগুন লাগিয়া মাল জ্বলিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তবে আমানতকারী ভর্তুক পাইবার অধিকারী থাকে না। এমনকি আমানতদার যদি আমানত রাখিবার সময় স্বীকারও করিয়া নিয়া থাকে যে, মাল নষ্ট হইলে তার জিন্মাদার আমি। কিন্তু পরে পূর্ণ হেফায়ত করা সত্ত্বেও বাড়ী চুরি ডাকাতি হইয়া মাল নষ্ট হইয়া গেল বা আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গেল। এমতাবস্থায় আইনতঃ আমানতকারী ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবে না। কিন্তু আমানতদার যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া নিজের তরফ হইতে আমানতকারীকে উহার ক্ষতিপূরণ দিয়া দেয়, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা; ইহার জন্য সে ছওয়াব পাইবে।

২। মাসআলাঃ একজন আপনাকে বলিল, 'ভাই আমি একটু কাজে যাইতেছি, আমার এই মালটা রাখুন।' আপনি বলিলেন, 'আচ্ছা রাখুন' অথবা কিছুই বলিলেন না, সে আপনার কাছে রাখিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে ঐ মালটি আপনার নিকট আমানত হইয়া গেল এবং উহার হেফায়ত করাও আপনার উপর ওয়াজিব হইয়া গেল। (এখন উহার হেফায়ত না করিলে আপনি গোনাহুগার হইবেন।) অবশ্য কোন কারণ বা ওয়রবশতঃ যদি আপনি উহার হেফায়ত করিতে অপারগ হন, তবে যখন সে ব্যক্তি বলিয়াছিল যে, ভাই আমার এই মালটা একটু দেখিবেন, তখনই পরিষ্কার ভাষায় আপনার বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল যে, 'না ভাই আমার কিছু ওয়র আছে, আমি রাখিতে বা দেখিতে পারিব না, এবং এ কথা এতটুকু উচ্চৈঃস্বরে এবং পরিষ্কারভাবে বলিতে হইবে, যেন সে শোনে। তারপরও যদি সে রাখিয়া যায়, তবে কোন মতেই আপনি দায়ী নহেন। অবশ্য হাত দিয়া উঠাইয়া রাখিলেই আমানতের দায়িত্ব আপনার উপর আসিয়া পড়িবে এবং হেফায়তের জন্য আপনি দায়ী হইবেন।